পারে। কিন্তু 'হইতে পারে', ও 'হইয়াছে', এই দুই এক নয়। যাহার না-ড়ীজ্ঞান নাই, সে কি আন্না-ড়ী নয়?

আ-ন্না—কোষে বলা হয় নাই, সং অ-ন্না হইতে। অ-ন্না সমার্থ সমশব্দ মাত্র। কোষে এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে।

উ-প-ড়—সং উ-দ্-ব-র্ত-ত শব্দের অর্থ উ-প-ড় নহে। বোধ হয়, সং উ-প-র্ব-ন্ত। উ-ল-ট=পা-ল-ট—সং উ-প-র্ব-ন্ত=প-র্ব-ন্ত অসম্ভব নহে।

জো-য়া-র—ইহার ব্যুৎপত্তি-কল্পনায় মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। উ-জা-ন শব্দের সহিত মিলাইলে উ-ধ্ব-স্রা-র অসম্ভব মনে হইবে না।

ত-রে—নিমিত্তার্থক সং অ-ন্ত-র হইতে।

তো-ক-মা-রি—ব্যুৎপত্তি ফা° হইতে পারে। কিন্তু এক কবিরাজ বলিয়াছিলেন, সং তো-ম্র—কর্ণরোগবিশেষ-নাশক বলিয়া তো-ক=মা-রি। তু° দাদ=মারি।

দ-হ—হ্র-দ প্রথমেই মনে হইয়াছিল। কিন্তু নদীর দ-হ জলবেষ্টিত। কা লী=দ-হ সমুদ্রে ছিল। হ্রদ না হইতে পারে, এমনও নয়।

ন-বা-ৎ—আ° ন-বা-ৎ গুড়পিণ্ড বটে। কিন্তু আ° শব্দটির মূল কি? মনে রাখিতে হইবে, আ° শ-ক-র, ক ন্-দ শব্দের মূল সং।

প-ল-ক, পা-জী—ফা° শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? না জানিলে বলা কঠিন।

পু-লি-পি-লাং—মালয়ভাষায় পু-লু দ্বীপ, পি-নাং গুআ বটে। পিনাং দ্বীপ হইতে জাহাজী-সুপরী আসে। দেখিতেছি, কোষে ভুল হইয়াছে।

ব-ড়—বৃ-দ্ধ, বৃ-হ-ৎ, ভ-দ্র,—এই তিন শব্দের অর্থে বা° ব-ড়। যথা, বড় দাদা, বড় গাছ, বড় ঘর। বৃ-দ্ধ অপভ্রংশে বু-ঢ় ওড়িয়াতে চলিত আছে। বৃ-ঢ়, বৃ-হ-ৎ প্রায় এক দাঁড়ায়। ভ-দ্র হইতেও ব-ড়—ব-ড হইতে পারে।

বে-লী—সং ব-ল্লী হইতেই বোধ হয়।

মা-কু—বড় মুস্‌কিলে ফেলিয়াছিল। ফা° মা-কু শব্দের মূল কি? বা° মা-কু ফা°তে যায় নাই ত? মুসলমান তাঁতী দ্বারা এ দেশের তাঁত-বোনার উন্নতি হইয়া থাকিলে ফা° মা-কু আসিতে পারে। নতুবা বিশেষ প্রমাণ চাই।

মি-হ-রী—আ° মি-স-র হইতে। মিসরদেশ সং-তে মি-শ্র। বাঙ্গালী কবিরাজ সং ম-ৎ-স্য-ণ্ডী মি-হ-রী মনে করিয়া শব্দসাম্য-জাত ভ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। আমি মনে করি, চী-ন দেশ কিংবা চী-না ঘাসের নাম হইতে চী-ন্নি নহে। ফা° ষি-রি-নী বা° সি-রী হইতে চী-নি। তবে যদি চী ন অর্থে মাত্র বিদেশ বুঝি, তাহা হইলে চী-ন হইতে চী-নী আসিতে পারে।

সি-পী—সং শু-ক্তি হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু মনে ধরে নাই।

পরিশেষে সমালোচক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া আশা করিতেছি, তিনি আরও ভুল বাহির করিবেন।

দ্বিতীয় সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েকটি "মন্তব্য" করিয়াছেন। আমি উপকৃত হইয়াছি। কিন্তু এ কথাও বলিতে হইতেছে, তাঁহার পরিশ্রম-ফল কোষের কাজে বড়-একটা আসিল না। কারণ, তাঁহার কল্পনা ও আমার কল্পনা এক নয়। বাঙ্গালা-ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার কল্পনা কোষের সমালোচনার উত্তরে বলিয়াছি (২৪।১)। ইহার পর মন্তব্যকারী মহাশয় 'সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা' নামক প্রবন্ধে তাঁহার কল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন (২৪।২)। ইহার পর উপস্থিত 'মন্তব্য' করিয়াছেন।

তিনি আমার কল্পনার নানা অসঙ্গতি ধরিয়াছেন। কিংবা আমার কল্পনা ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু একই বিষয় বারবার বলিবার সময় কই, ধৈর্য্যই বা কই? বাঙ্গালা ভাষা যে এক প্রাকৃত ভাষা, তাহা কে না জানে? আর বহু বাঙ্গালা কবি যে এই ভাষাকে প্রাকৃত, প্রাকৃতভাষা বা ভাষা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও আর নূতন নাই। কিন্তু এ সব স্থলে প্রা-কৃ-ত অর্থে সেই দেড় হাজার দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রা কৃ-ত নহে, যে প্রা-কৃ-তে-র ব্যাকরণ বররুচি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং যে প্রা-কৃ ত প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে ও সেতুবন্ধ, কর্পূরমঞ্জরী নাটকে পাই। বাঙ্গালা ভাষা সেই প্রা-কৃ-ত হইতে আসিয়াছে, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি-রূপ-ধর্ম্ম কেবল সেই প্রা-কৃ তের অনুরূপ, যদি কেহ এই কল্পনা দ্বারা জাতি তথ্য বুঝিতে পারেন, ভালই, আমি পারি নাই। আমাকে মনে করিতে হইয়াছে, সেই প্রাচীন প্রা-কৃ-ত বাঙ্গালার প্রকৃতি হইলেও, একা দ্বারা বাঙ্গালার উৎপত্তি না হইয়া সংস্কৃত দ্বারাও হইয়াছে। এই হেতু আমার উত্তরে লিখিয়াছি, সং-স্কৃ-ত-প্রা-কৃ-তার বিবাহে বঙ্গভাষার উৎপত্তি। কিন্তু সং-স্কৃ-ত ও প্রা-কৃ-তার সম্বন্ধ কি? আমার মনে হইয়াছে, সে সম্বন্ধ পাতার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এই হেতু আমি ব্যাকরণে "সংস্কৃত-প্রাকৃত" (সং-প্রা) এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি। এবং এই হেতু আমি কোষে চাই সে পিঠ, যাহা অনেকে জানে ও চেনে। আমি মনে করি, অস্পষ্টতা পরিহার নিমিত্ত যথোচিত করা হইয়াছে।

বোধ হয়, প্রা-কৃ-ত শব্দ অস্পষ্টতার কারণ হইয়াছে। ইহার তিন অর্থ প্রচলিত আছে। যথা, (১) প্রকৃতি-ভব, স্বাভাবিক, অর্থাৎ অকৃত্রিম, অপরিবর্ত্তিত, অ-সংস্কৃত; (২) সাধারণ, অ-শিক্ষিত, ইতর; (৩) কথিত ভাষা। আমার লেখায় আমি তিন অর্থেই শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকি। শব্দের আসক্তি ও যোগ্যতা বিস্মৃত হইলে কোন কথা বলা চলে না।

উক্ত তিন অর্থ ব্যতীত প্রা-কৃ-ত শব্দের বি-শ্ব্যর্থ আছে। প্রা-কৃ-ত এক ভাষার নাম, যে ভাষার ব্যাকরণ বররুচি হেমচন্দ্র প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং যে ভাষার দৃষ্টান্ত সংস্কৃত নাটকে পাই এবং যাহাতে বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার আরম্ভ কোন্ কালে, কে জানে। ভাষা মাত্রেই অনাদি; মানুষ যেমন অনাদি। কোন্ কালে শেষ, তাহাও জানি না। লেখায় দেখিতেছি, ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও সেই প্রাচীন "প্রাকৃত" ভাষায় গীত লেখা হইয়াছে। কত কাল পর্য্যন্ত কথিত আকারে ছিল, কত কাল হইতে লিখিত আকারে দাঁড়াইয়াছে, এ সব প্রশ্নের উত্তর জানি না। তবে, ইহা বুঝি, সে "প্রাকৃত", যদি

'মৃত' না হইয়া থাকে, তাহা হইলে "সংস্কৃত"ও 'মৃত' হয় নাই, মরিয়া মরিয়া বাঁচিয়া আছে, যদিও জরাজীর্ণ হইয়াছে।

সংস্কৃত-ভাষা নামে আমরা একটা ভাষা বুঝি। দেশ কাল-পাত্র-ভেদে ইহার ভেদ হইয়াছিল, এখন যেমন চলিত বাঙ্গালায় আছে। দেড় শত দুই শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা অবিকল এখন নাই, কিন্তু তা বলিয়া ভাষা দুইটা গণিতেও পারি না। বৈদিক সংস্কৃত ও পরাগত কাব্যের সংস্কৃত অবিকল এক নহে; কিন্তু জগতের কোন্ দুইটা অবিকল এক? আমি এত-শত বুঝি না, যেটুকু নইলে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারা যায় না, সেটুকু পাইলেই সন্তুষ্ট। "সংস্কৃত" হইতে "প্রাকৃত", কি "প্রাকৃত" হইতে "সংস্কৃত" অর্থাৎ কোন্‌টা পূর্ব্বে, কোন্‌টা পরে, তাহা জানি না। তবে দুই-ই সমকালিক। কারণ, জনপদের সকলে সংস্কৃত ভাষণ করিত, এরূপ মনে করা চলে না। কেহ-না-কেহ প্রাকৃত বলিত। সে দুইটাকে দুই গণিব, কি এক গণিব, তাহা নির্ণয়ের পূর্ব্বে জানা আবশ্যক, কি লক্ষণ দ্বারা ভাষা-ভেদ, এবং কি লক্ষণ দ্বারা ভাষা-ও ভাষা-ভেদ কল্পিত হইতে পারে। যাঁহারা মনে করেন, সংস্কৃত ভাষায় কখন ভাষণ হইত না, কিংবা ফোর্ট উইলিয়মের জনকয়েক পণ্ডিত বাঙ্গালাকে "সাংস্কৃতিক" করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তির হেতু ভাল বুঝিতে পারি না। এখন মন্তব্যকারীর শব্দ সমালোচনা দেখি। প্রথমে আবার বলি, আমি শব্দের এমন রূপ চাই, তাহা সে কালের "প্রাকৃত" হউক, কি এ কালের হউক, যাহা দ্বারা মূল "সংস্কৃত" রূপ ধরিতে পারা যাইবে। বাঁ-তে খা ধাতু আছে, "প্রাকৃতে"ও ছিল, তাহা জানিয়া সম্প্রতি ফল নাই। ফল আছে, যদি জানিতে পারি, অমুক দেশে অমুক সময়ে খা ধাতু প্রচলিত ছিল। তখন বুঝি, খা-দ স্থানে খা কত কালের। কারণ, আমি মনে করি, খা-দ মূল, খা অপভ্রংশ। অতএব "মন্তব্যে" এই খা তুল্য যে সকল 'মন্তব্য' আছে, তাহা কাজে লাগিতেছে না। অন্য ধরণের মন্তব্য বিচার করি।

খ-ই—ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে খ-দি-কা আছে, অর্থ লাজা। বাঁ, ওঁ, হিঁ ভাষাতে খ-ই লাজা অর্থে প্রচলিত আছে। (ওঁ-তে লি-আ, হিঁ লা-ঈ, মঁ লা-হা শব্দও আছে। বাঁ-তেও লা-ই বা লে-ই আঠা বলে।) এখন প্রশ্ন, খ-দি-কা সংস্কৃত, কি সংস্কৃত-ভব, কি অনার্য? সংস্কৃতে অনেক সংস্কৃত-ভব নামক "প্রাকৃত" শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, অনার্য শব্দও প্রবেশ করিয়াছিল। (এখানে একটা চমৎকার কথা মনে পড়িল। ভাষা চলিত না থাকিলে তাহাতে অপভ্রষ্ট কিংবা বিজাতীয় শব্দ প্রবেশ করিতে পারে কি? সে শব্দ সে ভাষার দেহসাৎ হইতে পারে কি? বাহ্য গ্রহণ ও অভ্যন্তর পরিবর্ত্তন, সংস্কৃত ভাষার যদি এই শক্তি ছিল, তবে মরিল কবে? যদি মরিয়াই থাকে, মরণটা সাধারণ প্রকারের নয়।*) কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, এমন প্রশ্ন উঠে কেন? উঠিবার হেতু, অমর-হেম-হলায়ুধ-বিশ্ব প্রভৃতি কোষে খ-দি-কা নাই। উত্তর এই, একটা কোষও সম্পূর্ণ নয়।

আর এক পরীক্ষা করি। খ-দি-কা সং হইলে উহাতে সং ধাতু থাকিবে। গণদর্পণে দেখিতেছি, সং খ-দ ধাতু আছে, অর্থ হিংসা, ভক্ষণ। অতএব খ-দি-কা প্রাচীন সং-তে না থাকিলেও, অর্বাচীন

স°-তে রচিত হইতে পারিত। নূতন রচিত, তাহাও বলিবার হেতু নাই। ত্রিকাণ্ড-শেষ-কার অন্ততঃ আট শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। বঙ্গ ও উৎকলে খ-ই যত প্রচলিত, অন্যত্র তত নয়। হি°-তে খ-ই অর্থে লোহার মড়িচা, বা°-তে সোহাগার খই আছে। এখানেও স° খ-দ ধাতু। কি প্রমাণে বলি, খ-দি-কা "আধুনিক" এবং খ-ই "দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ"?

স° খ-দ ধাতু অস্বীকার করিলেও স° অ-ক্ষ-ত হইতে ক্ষ-ত—খই অনায়াসে আসিতে পারিত, এবং তাহা পণ্ডিতের মুখে খ-দি-কা রূপ ধরিতে পারিত। অতএব খ-ই অনার্য মনে করিবার হেতু পাইতেছি না। অনার্য বলিবার পূর্ব্বে সে অনার্য ভাষার নাম-ধাম শুনিতে চাই। দেখিতে চাই, সে ভাষার খ-ই কেমন। কারণ, কে জানে, আর্যভাষা হইতে অনার্য শেখে নাই? যে ভাষায় যে শব্দ পাই, সে শব্দ সে ভাষার, প্রথমে স্বীকার করিতে হয়। তারপর বিরোধী প্রমাণ পাইলে সে জ্ঞান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। স°-তে অনার্য শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা এক কথা, আর এই শব্দ অনার্য, তাহা অন্য কথা।

গ-ড়। শব্দটির একটু বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। কারণ, মন্তব্যকারী হেমচন্দ্রের দেশীনামমালার প্রমাণে গ-ড় "দেশী প্রাকৃত" বলিতে নিঃসংশয়। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত কোষে গ-ড় শব্দ নাই। তর্কটা স্পষ্ট করিয়া লিখি,—যেহেতু সংস্কৃত কোষে গ-ড় নাই, অতএব সংস্কৃত নয়। এখানে উহ্য রহিল, যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত যাবতীয় কোষে আছে। তার পর, যেহেতু সংস্কৃত নয়, অতএব অনার্য। এখানে উহ্য রহিল, শব্দমাত্রেই হয় "সংস্কৃত", নয় অনার্য। প্রথম অনুমান বরং স্বীকার করিতে পারি, দ্বিতীয়টি পারি না। কারণ (১) সে কালে সংস্কৃতসম, সংস্কৃত-ভব, ও দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দ প্রচলিত ছিল। গ-ড় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর না হইলে তৃতীয় শ্রেণীর হইত। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর না হইবার বাধা কি? (২) হেমচন্দ্র আপ্ত কি? চোখের সামনে কি ঘটিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে কোনও কোষকার কিংবা ব্যাকরণকারকে আপ্ত বলিতে পারি না। তা ছাড়া, যাঁহাকে আপ্ত বলি, তাঁহাকে একাংশে আপ্ত, অন্যাংশে অনাপ্ত বলা চলে কি? হেমচন্দ্র বলেন, প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত আগতং তত্র ভবত্বা প্রাকৃতম্.—মন্তব্যকারী এই উৎপত্তি মানেন না। অর্থাৎ তিনি যুক্তি মানেন, আপ্ত প্রমাণ মানেন না। আমি "দেশীনামমালা" দেখিতে পাই নাই। কিন্তু শুনিয়াছি, এই মালার মধ্যে সংস্কৃত-ভব শব্দও গাঁথা হইয়া গিয়াছে; যেমন ঘ-র (গৃহ), গো-বী (গোপী), কুক্খী (কুক্ষি)। অতএব গ-ড় সম্বন্ধে তাঁহার মতে আমার সংশয়-বুদ্ধি হইল। হেমচন্দ্র আট শত বৎসর পূর্বে ছিলেন, যখন বোধ হয় "প্রাকৃত" অবসান হইয়াছিল। তিনি উত্তরভারতে ছিলেন না, দক্ষিণভারতে ছিলেন, সেখানে "স°-প্রাকৃত" তাঁহাকে পুথী পড়িয়া শিখিতে হইয়াছিল।

এখন গ-ড় শব্দের অর্থ ও ব্যাপ্তি চিন্তা করি। দেখিতেছি, বা°, হি°, ম°, ও°—চারি সংস্কৃতমূলক ভাষাতেই গ-ড় আছে। হি°-তে গ-ড়, প্রাচীন বা°-তেও গ-ড়। চারি ভাষাতেই

গ-ড় বা গ-ঢ অর্থে দুর্গ। হিং ও মং-তে কো-ট শব্দও আছে। অর্থাৎ এই দুই ভাষায় গ-ড় ও কো-ট ঠিক একই অর্থে লাগে না। মং-তে গিরি-দুর্গকে গ-ড, এবং প্রান্তরস্থিত দুর্গকে কো-ট বলে। হিং-তেও এইরূপ। তুং গ-ঢ-য়া-ল, সিয়াল-কো-ট। মং ও হিং-তে গ-ঢী শব্দও আছে। হ্রস্বার্থে, গ ঢ শব্দে ঈ। বাং-তেও কোট শব্দ আছে, যেমন 'নিজের কো টে প্যাইলে বিক্রম পরীক্ষা'। তা ছাড়া, বাং কো-টা ল, ওং ক-টু-আ-ল্ল আছে। গ-ড় ও কো-ট, দুইটিই বিচার্য। কো-ট, কো ট্ট শব্দও প্রাচীন সং কোষে নাই।

প্রথমে দেখি, গ-ড বা গ-ঢ শব্দ প্রায় আ-সমুদ্রাৎ হিমাচল পর্যন্ত প্রচলিত আছে। শব্দটি "দেশী", প্রাদেশিক অনার্য হইলে এই ব্যাপ্তির সম্ভাবনা ছিল কি? বিস্তীর্ণ ভূভাগে পৃথক পৃথক রচিত হইয়া একরূপ এক অর্থ পাইয়াছে? ইহাও অসম্ভব মনে হয়। ইতিহাসে দেখি, পূর্ব্বকালে এমন অনার্য জাতি ছিল, যাহারা গ-ড় করিয়া বাস করিত। আর্য রাজ্যও বিনা গড়ে নিরাপদ্ হইত না।

পূর্ব্বকালের দুর্গ কিরূপ ছিল? চাণক্যে দেখি, নদী-দুর্গ, পর্ব্বত-দুর্গ, স্থল-দুর্গ, মরু-দুর্গ, বন-দুর্গ,—জনপদ অনুসারে পঞ্চবিধ দুর্গ করা হইত। ইহার মধ্যে পাহাড় কাটিয়া গুহা করিলে (কিংবা পর্বতবেষ্টিত হইলে) পার্বত দুর্গ, এবং পরিখা কাটিয়া তাহার মাটির স্তূপ (বপ্র) করিলে স্থল-দুর্গ হইত। দু-র্গ ও দু-র্গ-ম শব্দের মূলার্থ এক (Cf. Fort)। স্থলদুর্গ নাম প্রসিদ্ধ নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৪৯ অঃ) ইহার নাম কৃত্রিম দুর্গ; কারণ, মরু-, বা পর্বত- বা উদক-দুর্গ স্বভাবতঃ দুর্গম। এই পুরাণমতে চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রাকার ও পরিখা থাকিলে পুর, এবং প্রাকারযুক্ত ও পরিখাহীন হইলে বর্মবৎ পুর বলা হইত। বঙ্গদেশে এরূপ গ-ড় ছিল কি না, জানি না। চাণক্য বপ্র ও খাত, দুই-ই ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ একটা পাইতে হইলে অন্যটাও পাওয়া যাইত। এই নিত্য সম্বন্ধ হেতু গ-ড় শব্দে খাত ও প্রাকার, একটা কিংবা দুইটাই বুঝায়। (তুং বাং প গা-ব। ইহা সং প্রা-কা-র বা বপ্র; কিন্তু কোথাও কোথাও পাশের খাত-কে প-গা-র বলে।)

এখন দেখি, গ-ড় শব্দের সং মূল থাকিলে সেটা কি হইতে পারে। গ ঢ শব্দের ঢ দেখিয়া অনুমান হয়, মূল শব্দের একটি বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। সং গ-র্ত্ত হইতে গ-ঢ, গ-ড নহে ত? বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশে দেখি, সং গ-র্ত "প্রাকৃতে" গ-ড্ড হইত। বাং-তে ঢেঁকীর গ-ড় ছাড়া, গ-ড়ি-য়া বা গেড়ে, গা-ড়, গা-ড়ি আছে। কিন্তু এ সকল স্থলে, গ-ড় অর্থে ভূমি-বিবর। বিশ্ব ও মেদিনী, অন্য দুই প্রসিদ্ধ অর্থ ব্যতীত, সং গর্ত অর্থে গর্তভেদ দিয়াছেন। কিন্তু বুঝিলাম না। (ফাং গো-র?)। কেশব-স্বামী অন্য অর্থ দিয়াছেন, যথা, গর্ত্ত স্যাৎ সভাস্থাণৌ মন্দিরেঽপ্যাবটেঽপি চ। অর্থাৎ সভা (রাজ-সভা), খুঁটি, গৃহ, নিম্নভূমি। বোধ হয়, দুর্গের অঙ্গের সহিত এই চারির,—বিশেষতঃ গৃহের সম্বন্ধ দেখিয়া গর্ত হইতে গ-ড় দুর্গ হইয়াছে। জীববিবর্তনে যেমন বৃত্তির অন্যথায় অঙ্গের অন্যথা, এবং অঙ্গের অন্যথায় বৃত্তির অন্যথা দেখা যায়, ভাষার শব্দের ও অর্থের তেমন অন্বয়ের বহু দৃষ্টান্ত আছে। গর্ত—গ-র-ত—গ-র-অ—গ-র-হ—গ-ড-হ—গ-ঢ—গ-ড।

কো-ট ও কো-ট্ট শব্দও প্রাচীন সং কোষে পাই না। সং কু-ট, কু-টি গৃহ আছে। মেদিনী লিখিয়াছেন, কুটিঃ কো-টে। এখানেও গৃহ অর্থ হইতে কো-ট দুর্গ হইয়াছে। কিন্তু কু-ট রূপান্তরে কো-ট? কো-ট রূপান্তরে কো-ট্ট? সং ক-র্ট অর্থে কো-ট্ট বা কো-ট, এবং সং গ-টী। বোধ হয়, এই শব্দ কিংবা গ-র্ত কোট্ট উৎপত্তি করিয়াছে।

এখন অপর কয়েকটা শব্দ দেখি।

কা-ড় ধাতু ছাপা হইয়াছে 'সং ক ধাতু'। হইবার ছিল 'সং কৃ ধাতু'। (সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাঙ্গালা-শব্দকোষ ছাপা হইলেও মুদ্রাকরের অবহেলা এড়ায় নাই। পাঠক এ কথা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়।) এই ধাতু ক্ষেপণে ও হিংসায় আছে। সং কৃ-য ধাতু "প্রাকৃতে" ক-ঠ্-ট হইত। ইহা হইতে বাং কা-ঢ়, কা-ড় আসিতে পারে।

খ-স, খো-স—হলায়ুধ হেমচন্দ্র খ স ধরিয়াছেন। তথাপি খ-র্জূ, ক-চ্ছূ হইতে বোধ হয়। অমরাদি কোষে এই শব্দ আছে। দেশভাষা দেখি। বাং খ-স বা খো স; ওং খু-জু-লি, ক-চু; হিং খু-জ্-লা, খা-ঝ; মং খ-ক্-জ, খা-ড়। অতএব বোধ হইতেছে, সং খ-র্জ হইতে খ-উ জ—খ-উ স—খো স আসিয়াছে। আশ্চর্য এই, খ-উ স শব্দের উ উক্ত সং কোষদ্বয়ের চলিত ভাষায় লুপ্ত হইয়াছিল। হিন্দী ভাষার এই এক লক্ষণ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক, বাং-তে খ-স্ত ছিল, অদ্যাপি উচ্চারণেও প্রায় খ-উ স আছে। ইহা হইতে খো-স। (তুং ব স্থ—ব-উ-স—বো-স।) সং-তে এইরূপ অর্বাচীন শব্দ দেখিলে মনে হয়, সে ভাষা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। খর্জূ প্রাচীন, খ-স অর্বাচীন সং, এইরূপ ধরাই ভাল।

খু-জ ধাতু—গ্রাম্য নহে, খুঁ-জ গ্রাম্য।

খু-দ—তণ্ডুল-কণা বটে, কিন্তু কণা, চূর্ণ, গুণ্ড একের মাত্রাভেদ।

খে-ঙ্গ বা—সং খি-খি, খি-ঙ্খি-র শৃগাল। হয় ত শৃগালপুচ্ছ সাদৃশ্যে গৃহমার্জনী অর্থ আসিয়াছে। তুং পূর্ববঙ্গের খ-ছা সং পিচ্ছ। গিরিশ বিদ্যারত্নকৃত 'শব্দ-সার' অভিধানে খি-ঙ্খি-রী অর্থে ঝাঁটা আছে। তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন, জানি না।

গা-হ-ক, গা-হ-কী—চণ্ডীদাসে সং গ্রা-হ ক হইতে। ওং গ-রা ক বহু প্রচলিত। চণ্ডীদাস আর একবার পড়িবার সময় কোষের ভুল বুঝিয়াছিলাম।

গো-টা—এ-ক-টা সং নহে। কেমন করিয়া 'সং এ ক-টা' ছাপা হইয়াছে, মনে হইতেছে না। এ-ক-ল সং বলিয়া জানি, যদিও "প্রাকৃতে" এ-ক ল্লো ছিল। তুং গুজরাতী এ-ক-লো। তুং মং এ-ক-টা(ড়-ক-টা), হিং এ-ক-ঠো (=বো-ঠো), ওং গো-টি-এ, গো-টা-এ। বাং-তে এখন যে-কোনো সংখ্যায় টা বসাইতেছি। পুরানা বাং-তে টা পাই না; পাই গোটা, যেমন চারিগোটা শর। এই গো-টা বোধ হয় এ-গো-টা হইতে। ওং-তে গো-টা-এ অর্থ একটা। মং-তে এ-ক-টা=ড়-ক টা এই এক প্রয়োগ। অন্য সংখ্যায় টা বসে না। হিং-তেও সর্বত্র ঠো নাই। এই সব দেখিয়া মনে হয়, এ-ক-টা হইতে প্রাদেশিক গো-টা। অর্থ এ-ক-টা যাহা, গো-টা তাহা।

গোড়—"প্রাকৃতে" ছিল বলিয়া যে সংস্কৃত রূপ অন্বেষণ নিষ্ফল, এমন নয়। ও° রূপ দেখিলে মনে হয়, স° গো-হি-র, যদিও শব্দটি প্রসিদ্ধ নহে। অমরে ঘু-টি-কা। ইহার ঘু-ট, ঘু-টি রূপও অন্য কোষে আছে। ঘু-ট হইতে গো-ড আসা অসম্ভব মনে হয় না।

ঘো-ল—সুশ্রুতে আছে। ইহার মূল স° ঘ্ব ধাতু হইতে পারে। কিন্তু বা° ঘো-লা নাম-ধাতু। জল ঘোরাই, আর জল ঘোলাই, অর্থ এক নহে।

পরিশেষে বক্তব্য, সন্দেহ জন্মাইয়াও কোষ সংশোধনে কিরূপ সাহায্য হইতে পারে, তাহা এই উত্তর হইতে বুঝা যাইবে।

[কোষের সমালোচক-দ্বয় কয়েকটি নূতন চিহ্ন লাগাইয়াছেন। একটি নূতন শব্দ—বি-ভা-ষা—প্রথম সমালোচনায় পাইলাম।

লোকে ভা-ষা শব্দে যাহা বুঝে, দেখিতেছি, সেই অর্থে বি-ভা-ষা বসিয়াছে। 'অকার-তত্ত্বে' পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "অবাস্তব ভাষা বিভাষা" (প° ৫৪ পৃ°টী°)। কিন্তু বি-ভা-ষা অর্থে কি অবাস্তব, না বিকল্প? আমি বিকল্প বুঝি, এবং বিকল্পে ও অবাস্তবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বুঝি। ঘৃতের বিকল্পে তৈল, কিন্তু ঘৃতের অবাস্তর তৈল কি? তা ছাড়া, একটা চলিত সংজ্ঞা থাকিতে নূতন প্রচলন কেন? ভা-ষা হইতে ভা-খা; ব্যুৎপত্তিতে যেমন, অর্থেও তেমন, ভাষার অবান্তর ভাখা। অর্থাৎ ভাখা ভাষার অন্তর্গত। বোধ হয়, পণ্ডিত মহাশয় মনে করিয়াছেন, ভা-খা শব্দ আমার রচিত। তাহা নহে; বাল্যকাল হইতে 'সে দেশের ভাখা এই', 'যোজনান্তে ভাখা,' 'ভাখায় বলে', ইত্যাদি প্রয়োগ শুনিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার ভা খা চাটগাঁয়ী, মালদহী, ইত্যাদি বলিলে কেবল শব্দ-প্রভেদ নহে, ধ্বনি-প্রভেদ, প্রয়োগ-প্রভেদ সবই বুঝি। অর্থাৎ কতকগুলি ভাখা (ই°dialect) লইয়া ভাষা।

শব্দটি ধাতু, ইহা জানাইতে, দেখিতেছি, ইংরেজী গণিতের, তথা বা° গণিতের মূল-ক্রিয়ার চিহ্ন √ লাগানা হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে কি? ই°-কোষে ও -ব্যাকরণে √ চিহ্ন লাগানা হইতে দেখিয়াছি। বোধ হয়, বা°-তেও তাহার অনুকরণ হইয়াছে। অনুকরণে দোষ নাই; কিন্তু ভাষার প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া অনুকরণ চাই। নতুবা কেমন 'ইঙ্গ-বঙ্গ' তুল্য ঠেকে। প্রথমে দেখুন, স° ধাতু শব্দে যাহা বুঝি, ই° root শব্দে তাহা বুঝি না। তথাপি এক মনে করিলে, √ ক-র পড়িতে গেলে কি দাঁড়ায় দেখুন। 'ধাতু ক-র'? ভাব ই° হইয়া গেল। বরং, ক-র √ লিখিলে এই দোষ থাকে না।

জানি, বা° গণিতের পুস্তকে কয়েকটা অবিধি চলিতেছে। দুই একটা উদাহরণ দিই। ক+খ, পড়া হয় ক-যুক্ত খ; ক—খ, ক-বিযুক্ত খ। এই অদ্ভুত পাঠ অপেক্ষা ক ধন খ, ক ঋণ খ,—এইরূপ প্রাচীনের নবীন আকার ভাষায় তত বাধে না। ই°-তে বলা হয় Sine of A. সংক্ষেপে Sin A; অমনই বা° গণিতে হইল সিন্ অ। শিঞ্জিনী-র শি-ন থাক, যদিও জ্যা সাধারণ; 'শিঞ্জিনী অ' বলিলে অ নামক শিঞ্জিনী কিংবা যে শিঞ্জিনীর মান, অ। ইহা ছাড়া, অপর অর্থ আসে কি? স°-র ও বা°-র রীতি অনুসারে আমি আমার এক পুস্তকে অ-জ্যা,

অর্থাৎ অ-কোণের জ্যা লিখিয়াছি। ই° of, নামের পূর্ব্বে বসে, যেমন town of Katak, বাংলায় কটক-নগর, এইটুকু মনে রাখা উচিত।

কিন্তু √৯ লিখিলে কি সে দোষ আসে না? না। √ এই চিহ্নের অর্থ একটা ক্রিয়া, মূলক্রিয়া। √৯ কত? উত্তর, ৩। সুতরাং যেমনই পড়ি, মূলের বা বর্গমূলের ৯ বলিলে ভাষাদোষ ঘটে না। আশা করি, পরিষৎ কথাটা বিচার করিবেন।]

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

যোগেশ বাবুর

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়' প্রবন্ধের আলোচনা

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম এ মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের লিখিত এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। "প্রত্যক্ষবাদের দিনে আপ্ত প্রমাণ কে মানিতে চায়?" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনি নিজে সংশয় নিরাসের চেষ্টা পাইলে যেমন সংশয়েরও নিরাস হইত, তেমনই বঙ্গ সাহিত্যের একটি সম্পদ্ বৃদ্ধি হইত।

এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তিনি দ্বাত্রিংশৎসংখ্যক সংশয়ের উত্থাপন বা কল্পনা করিয়াছেন। আমরা একে একে সেই সকল সংশয়ের বিষয় আলোচনা করিব।

১। তিনি বলেন, "না ভাষায়, না ভাবে উভয়ের সাম্য আছে।" এই কথাটী আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। এই সাম্যের অভাব দ্বারা তিনি বোধ হয়, প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তন নকল চণ্ডীদাসের লেখা। তাহা কিন্তু বিশ্বাস করিবার হেতু নাই। Merchant of Venice ও Tempest যে কবির লেখা, সেই কবিই Othello ও Julius Caesar লিখিয়াছেন। শ্রুতবোধ যে কবির লেখা, রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তলও সেই কবির লেখা। শিশুপালবধ কাব্যের প্রথম সর্গ ও পঞ্চদশ বা ষোড়শ সর্গের ভাষায় বহু প্রভেদ। তাই বলিয়া আমরা এই সকল কাব্যের কবি-দিগের মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করি না। কারণ, বয়স, উদ্দেশ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, স্বভাবের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি নানা কারণে একই লেখকের নানারূপ রচনা আমরা দেখিতে পাই। আমাদের বর্ত্তমান যুগে বঙ্গভাষার কবি ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" আদি প্রভাত-বর্ণনাটী কে না জানেন? এই কবিতাটীতে স্বভাবের সুচারু বর্ণনা আছে, কিন্তু যুক্ত বর্ণবিশিষ্ট কোনও পদ নাই। সুতরাং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই উপভোগ্য। কিন্তু ঐ কবিরই বাসবদত্তার ভাষা স্থানে স্থানে এত কটো-মটো ও সংস্কৃতবহুল যে, ইহাতে আমাদের পরিশ্রম পোষায় না। উদাহরণ দেখুন,—

কামিনীর সজ্জা।

ঘনি বিলসে পটুবসনা। কুচ কলসে কৃত কসনা॥
স্মর অলসে মৃদুহসনা। তনু উলসে মদলসনা॥
জঘনতটে ধৃতরসনা। অধরপুটে স্মিতদশনা॥

জিতবরটা গজগমনা। অরুণ ঘটা সম চরণা ॥
কনক-ছটা জিনি বরণা। চমর-সটা কচরচনা ॥
ভণতি যথাগতমতিনা। কবি মদন দ্রুতগতিনা ॥

স্থানান্তরে এই কবিই সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদে যথেষ্ট কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—

কমলিনী মলিনী দিবসান্তরে নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে।
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে। দ্বিজরাজ হানসাজ দিবসের ভাগে ॥
ইতি বিধিবিদধে রমণীমুখং ইহা দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ।
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ॥ দিয়ারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ ॥
অতএব একবারে বিজ্ঞ হওয়া ভার।
দেখিয়া শুনিয়া হয় নৈপুণ্য সবার ॥

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন নয়নে কেবল, নীল উতপল, মুখ শতদল দিয়ে গড়িল।
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন। কুন্দে দন্তপাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি, অধরে নবীন পল্লব দিল ॥
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা শরীর সকল, চম্পকের দল, দিয়ে অবিকল, বিধি রচিল।
কান্তে, কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ ॥ তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে, পাষাণে তোমার মন গড়িল ॥

আবার স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রোমাবতীর ভাষা ও তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উদাহরণ দেখুন—,

"যেরূপ চিরপ্রোষিত পুত্রের গৃহাগমনের নিমিত্ত মাতা, দূরদেশবর্ত্তী প্রিয়সুহৃদের সংবাদ প্রাপ্তির জন্য প্রণয়ী, নভস্যোদিত মেঘমালার প্রতি অবগ্রহক্লেশিত কৃষক, এবং সুদীর্ঘকাল-ঘনাবৃত রবিবিম্বের প্রতি জীবলোক নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ মহিষীর প্রসবদিনের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। অনন্তর নিয়মিত সময়ে রাজ্ঞীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা তাবৎলোকই রাজপুত্র অবলোকন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। রামাগণ শঙ্খহস্ত হইয়া সূতিকাগারের প্রাঙ্গণভূমিতে দণ্ডায়মান রহিল। রাজকরেরা নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য গ্রহণপূর্ব্বক বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইল। নর্ত্তকীরা রঙ্গদর্শনোপযোগী মনোহর বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া নৃত্যশালায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র দীন, দরিদ্র, অনাথ, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরাশ্রয় লোকেরা প্রীতিদায়প্রাপ্ত্যভিলাষে আগমন করত রাজভবন ও রথ্যা সংবাধ করিয়া তুলিল।"—৺রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত রোমাবতী।

"চম্পাই নগরে চাঁদ সওদাগর নামক এক গন্ধবণিক্ মনসা দেবীর প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ

করিতেন। এই জন্য মনসার কোপে তাঁহার ছয় পুত্র নষ্ট হয় এবং তিনিও নিজে বাণিজ্যে গমন করিয়া সমুদয় পণ্য দ্রব্য হারাইয়া বহুবিধ ক্লেশ পান। তথাপি মনসা দেবীকে গালি দিতে নিবৃত্ত হন না। পরিশেষে লখিন্দর নামে সওদাগরের এক পুত্র জন্মে এবং নিছনি নগর-বাসী সায় বেণের কন্যা বেহুলার সহিত সেই পুত্রের বিবাহ হয়। মনসা দেবীর কোপে বিবাহ-রাত্রিতেই সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া চাঁদ সওদাগর সাতাই পর্ব্বতের উপরিভাগে তাহার নিমিত্ত লৌহময় বাসঘর প্রস্তুত করিয়া রাখেন। মনসার সহিত বাদ সহজ কথা নহে! বরকন্যা রাত্রিতে তথায় যাইয়া শয়ন করিলেও সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হয়।"—৺বামগতি ন্যায়রত্নপ্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

এ ত গেল পূর্ব্বকালের কথা। বর্ত্তমানের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় রচনার রীতি-বিভিন্নতা পরিস্ফুট। আর অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক।

অতঃপর কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুএকটা পদ লইয়া দেখাইব যে, যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে কবির রচনা-ভঙ্গীতে যে প্রভেদ উপজাত হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত পদাবলীতে নাই। কবির যৌবনে কৃষ্ণকীর্ত্তন রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে যৌবন-সুলভ চপলতা, পরকীয়াপ্রীতিরীতি ও তদনুরূপ বর্ণনা আছে। প্রৌঢ় বয়সে রচিত এবং পঞ্চ শতাব্দীর গায়ক-সম্প্রদায়ের সংস্কার-পূত প্রচলিত পদাবলীর বিরহাংশই অতি মধুর। কিন্তু পূর্ব্বরাগাদিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনেরই অনুরূপ ভাব ও ভাষা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। তবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীর ভাব আধুনিক রুচিতে কতকটা অশ্লীল ভাবাপন্ন বটে। সেটার জন্য কবির যৌবনের উদ্দামতা ও বজ্রকিনী-প্রীতিই দায়ী। এই স্থলে আমরা দুএকটী উদাহরণ সংগ্রহ করিলাম।

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষহরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর॥
সাপিনীরে দেয় ঘোর, সাপিনী বাড়য়ে কোর,
দম্ভ করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলি মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপন॥

খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে "তুমি থাক কোন্ স্থানে ?"
"থাকি বনের ভিতরে, নাগ-দমন বলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে ॥
বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমার ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি ॥"
"বটের ভিখারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, কেনা পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥"
বেদে কহে ধীরে ধীরে, "তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"
"চুপ করে থাক বেদে, যা পাও তা নাও সেধে,
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি, ভিক্ষা করি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে ?
তোমা লঞা করি ক্রীড়া, তুমি কেন মান পীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥

এই পদ এবং ঈদৃশ বহু পদ কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক পদ-সমূহের অভিব্যক্তিজাত। পদাবলীতে কৃষ্ণের দৌত্যের প্রকারভেদ আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই দূতী। কৃষ্ণকীর্ত্তনে অস্ফুটযৌবনা, দ্বাদশবর্ষীয়া রাধা যে ভাবে কথোপকথন করিতেছে, তাহাই স্বাভাবিক। অন্যথা অস্বাভাবিক হইত। উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক একটী পদ দেখুন,—

"আইস গোআলিনী বইস কদমের তলে
সব তত্ত্ব কহোঁ মোঁ তোহ্মারে।

কর কুল আঁ। ঘাটে কাহ্ন মাহাদানী বাটে
কোণ বুধি কোণ পরকারে ॥১॥"
"সুণ তোঁ নিলজ কাহ্ন কিসক সাধহ দান
কোন বিথু বথুর উপবে।
জীবারে নারহ যবেঁ হেনক করহ তবেঁ
ভিক্ষা মাজহ ঘরে ঘরে ॥২॥"
"আইহন সে জীএ কিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে
গোপজাতী ধনের কাতরে।
যার ঘরে হেন নারী সে কেহ্নে ধন ভিখারী
তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে ॥"
"হইএ আহ্মে গোপজাতী পতি ছাড়ী নাহিঁ গতী
ঘৃত দুধেঁ সাজিএ পসারে।
তোহ্মে রাখোআল জনে কড়া চাবী কড়ী ধনে
আপণাক জাণই ঈশ্বরে ॥"
"তোঁএ সে গোআলজায়া না বুঝসি মোর মায়া
আহ্মে ত্রিভুবনে আধিকারী।
আছোঁ গোপরূপ ধরী আহ্মে যবেঁ মন করী
তোহ্মাহো কিণিতে তবেঁ পারী ॥"
"যেবা হএ বড় জনে তার নহে হেন মনে
বুঝিলোঁ মো তোহ্মার বচনে।
পুণ্য থুইআঁ এক ভিতে পাপে মজাইআঁ চিতে
আতীধনী হআঁ সাধ দানে ॥"
"স্বগ্‌র্গ মর্ত্ত্য পাতালে মোর দান সর্ব্বকালে
তোর আশে আছোঁ এহা পথে।
এতোঁ যবেঁ যৌবন রাধিবারে কর মন
বাড়িঅ থুইবোঁ দুই হাথে ॥"
"সুণহ মোহোর বচন নটক টেণ্টন কাহ্ন
কেহ্নে কর আপমানকে বাটে।
তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত খাওঁ
না মানসি কংস রাজপাটে ॥"
"হইএ আহ্মে দামোদর মারিলোঁ আসুর বল
কত দাপ দেখাসসি মোরে।

মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কেবা পড়িষাএ তোরে ॥"
"হঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কেবা পাতিআএ।
তোহ্মে বাটে মাহাদানী মোহোঁ আইহন রাণী
বল কৈলেঁ জাণাইবোঁ রাজাএ ॥"
"রাধা হে তোর বলে ভাণ্ড ভাঁগিআ সকলে
দধি খাইবোঁ আপন ইছাএ।"
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
বড়ু চণ্ডীদাসে গাএ ॥

আর একটা পদ তাহার আধুনিক বিকৃতি সহ পাওয়া গিয়াছে। বসন্তবাবু টীকায় আধুনিক রূপ সংযোজিত করিয়াছেন। নিম্নে উভয় পদই প্রদত্ত হইল। ইহাঁদের তুলনায় পরিষ্কার দেখা যাইবে যে, একটা অন্যের বিকৃতি, যুগান্তরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, লিপিকর ও গায়ক-সম্প্রদায়ের রুচি অনুসারে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। তুলনায় সুবিধার জন্য পাশাপাশি লিখিত হইল।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ	আধুনিক পদ
দেখিলোঁ প্রথম নিশী	প্রথম প্রহর নিশি
সপন সুন তোঁ বসি	সুস্বপন দেখি বসি
সব কথাকহিআরোঁ তোহ্মারে হে।	সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিআঁ কদমতলে	বসিয়া কদম্বতলে
সে কৃষ্ণ করিল কোলে	সে কানু করেছে কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥১॥	চুম্ব দিয়া বদন উপরে ॥১॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।	
সে কৃষ্ণ আণিআঁ দেহ মোরে হে ॥ধ্রু॥	
লেপিআঁ তনু চন্দনে	অঙ্গে দিয়া চন্দন
বুলিআঁ তবেঁ বচনে	বলে মধুর বচন
আহ্মবাঁশী বাএ মধুরে।	আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী	চাহিলেন সুরতি
না দিলোঁ মোঁ আনুমতী	নাহি দিল পাপমতি
দেখিলো মোঁ দুআজ পহরে ॥ ২॥	দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে ॥২॥
তিআজ পহর নিশী	তৃতীয় প্রহর নিশি
মোএঁ কাহ্নাঞির কোলে বসী	মুই কৃষ্ণকোলে বসি

নেহালিলোঁ তাহার বদনে	নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈসত বদন করী	ঈষৎ হাসন করি
মন মোর নিল হরী	প্রাণ মোর নিল হরি
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥৩॥	বিয়াকুল হইল মদনে ॥৩॥
চউঠ পহরে কানু	চতুর্থ প্রহরে কানু
করিল আধর পান	করিল অধর পান
মোর কৈল রতিরস আশে।	মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে	দারুণ কোকিল নাদে
ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে	ভাঙ্গি গেল আমার নিদে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥৪॥	রস গাইল বড়ু চণ্ড দাসে ॥৪॥

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিকৃতিতে দুই এক স্থল দুর্ব্বোধ হইয়াছে। আর একটী পদের অনুবাদ করা যাউক।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই কালিন্দার কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই এ গোষ্ঠ গোকুলে ॥
আকুল করিল মোর বেআকুল মন।	আকুল করিল আমার বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইলোঁ বান্ধন ॥	বাঁশী শুনি আকুলিত করিলাম রন্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই সেনা কোন্ জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপণা ॥	দাসী হয়ে তার পায়ে সঁপিব আপনা ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই চিত্তেতে হরষ।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥	তার পায়ে কৈনু হায় বল কোন দোষ ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।	অঝর ঝরিছে আমার নয়নের পানি।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাঁইলোঁ পরাণী ॥	বাঁশীর শব্দেতে আমি হারাই পরাণী ॥

যোগেশ বাবু একটু সদয় সমালোচনা করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রচলিত পদাবলীতে ভাবগত বা ভাষাগত তেমন কিছু প্রভেদ নাই। যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে অভিন্ন ব্যক্তির রচনা-ভঙ্গীতে যে প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক, তাহাই আছে। যোগেশ বাবুর ন্যায় সবিশেষ কৃতবিদ্য ব্যক্তি যাঁহাকে আমরা বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠবর্গের মধ্যে অন্যতম বলিয়া মনে করি ও শ্রদ্ধা করি, তিনি যে এতটা কঠোর ও চার্ব্বাক-মতাবলম্বী হইলেন, ইহা আমাদের দুর্দৃষ্ট বলিতে হইবে। আজ মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষা বুঝি বা সত্য সত্যই বেওয়ারিশ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিয়াই সাহিত্যকুঞ্জে একটা ওলট-পালট, একটা প্রলয়-কাণ্ডের সৃষ্টি করিবার জন্যই এবার লিপি চালনা করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের অভাব হইলেই যে বিভিন্নতা প্রতিপাদন হয় না, তাহাও কি যোগেশ বাবুকে এত করিয়া বুঝাইতে হয়? তবে আর একটা কথা মনে পড়ে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন, কৃষ্ণ-

কীর্ত্তন লইয়া অন্ততঃ দশ বৎসর পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলিবে। তবে কি যোগেশবাবু এই প্রবন্ধ দ্বারা সেই লড়াইয়ের সূচনা করিয়া দিলেন? সে যাহাই হউক, তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, তিনি অনাবশ্যক ভাবে নিষ্ঠুর হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার ভাষায় বিদ্রূপের ভাবও পরিস্ফুট। তিনি লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ছাপিতে পাতার এক পিঠ ভরিয়া গিয়াছে। ইহার মর্ম্মার্থ বোধ হয় সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না। তবে ইহা নিশ্চয় বুঝি যে, তাঁহার উদ্দেশ্য হয় ত মঙ্গলময়। কিন্তু ভাষার ভঙ্গী সে উদ্দেশ্য ঢাকিয়া, বিদ্রূপের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে।

কাল ও দেশ ও কবি নির্দ্দেশ করিয়া এত পুরাণো পুথি অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই? 'হয় নাই' উচ্চারণ করা কখনই নিরাপদ নহে। যাহা হইয়াছে, তাহাই আমাদের বিবেচনা ও বুদ্ধির আয়ত্ত অস্তিত্বের জ্ঞানই আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য। অনস্তিত্বের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আচার্য্য মোক্ষমূলর এইরূপ একটা 'হয় নাই' বলিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোনওরূপ বিদ্যাচর্চ্চা হয় নাই। সাহিত্য ও কাব্যের ইতিহাসে এই যুগটাকে তিনি একটা অস্তিত্ববিহীন শূন্য আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছিলেন। গবেষণা ও অনুসন্ধান এক্ষণে বিপরীত মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতিতে তারিখ-দেওয়া কাব্য ও প্রশস্তি এত প্রকাশ পাইল যে, কাব্যানুশীলনের অভাব অসম্ভাবিত বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু লুপ্ত গ্রন্থেরও উদ্ধার হইতে লাগিল। তবে মোক্ষমূলরের একটা কৈফিয়ৎ ছিল। তিনি এ দেশের কৃতবিদ্যগণের অনভীপ্সিত একটা মত স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচলিত করিলে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই বাধিয়া একটা ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। এ কথা তিনি স্বীকারও করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

পুথিখানা যখন পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত আছে, তখন লোকলোচনের অন্তরালে নাই। যোগেশ বাবু যদি পরিষদে আসিয়া পুথিখানা দেখিয়া যান এবং তাহা হইতে একটা কিছু অনুমান খাড়া করিয়া তুলেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা-কাটাকাটি চলে এবং তাহার ফলে সত্য আবিষ্কার কোন দিন না কোন দিন হইয়েও হইতে পারে। নতুবা দেশকাল সম্বন্ধে প্রশ্নের সমাধান বড় কঠিন কাজ।

তিনি বলিয়াছেন, "এই বিচার সংস্কারক ও তাঁহার সহায়কবর্গের প্রীতিকর করিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের মতি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যুক্তি ও ন্যায় পীড়িত করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা ও ছাপা গ্রন্থের মানমর্য্যাদা কিছুমাত্র খর্ব্ব দেখিতে পারি না।"

আমাদের বক্তব্য এই যে প্রীতিকর না করিতে পারাটা তাঁহার যোগ্যতা ও ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। বিচার বিতর্কে কটূক্তি বর্ষণ মহানুভবতা খর্ব্ব করে। 'মতি' শব্দের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না। যদি 'মতি' শব্দের অর্থ 'অভিমত' হয়, আর তাহা যদি অযৌক্তিক ও ভিত্তিশূন্য হয়, তবে তাহা হইতে ন্যায় বা immoralityর পীড়া

কি প্রকারে আসিতে পারে? বাঙ্গালা ভাষায় ছাপা ও বাঙ্গালা ভাষায় লেখা গ্রন্থের মান-মর্য্যাদা খর্ব্ব হইল কিসে? কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদন বা প্রকাশ অনুচিত হইল কিসে? তাহা রায় বাহাদুর মহাশয় বুঝাইয়া দিলে আনন্দিত হইতাম।

১। প্রাপ্ত পুথির বয়স ও দেশবিচারে বাহ্য প্রমাণ। ৩—১০। লিপিতত্ত্ব ও পুথির লিপিকাল নির্ণয়-চেষ্টায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় ও গ্রন্থসম্পাদক যে মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা উড়াইয়া দিবার জন্য সংশয়কারী পরিষৎ-পত্রিকার পাঁচ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি নিজে কোনও নির্ণয় করেন নাই। প্রতিষ্ঠিত মতটা চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে তাঁহার এত আনন্দ হইল যে, তিনি কল্পনার পর কল্পনার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, বহু অবান্তর কথা বলিলেন এবং রাখালবাবু ও বসন্তবাবুকে কটূক্তিও করিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নূতন একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার আনন্দ উপভোগ করিবার চেষ্টাও করিলেন না। অথচ 'ভাঙ্গা সহজ, গড়া কঠিন।'

তাঁহার এই বিচারের দফাওয়ারি উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি। পুথি ও লিপিকাল বিষয়ে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাই এ স্থলে উপস্থিত করিলাম।

রাখালবাবু লিপি পরীক্ষা করিয়া যে ফলাফল জানাইয়াছেন, তাহা হইতে আমরা অভ্রান্ত সত্য এইটুকু পাই যে, "১৩৮৫খ্রীঃ—১৪৯৯খ্রীঃ মধ্যে লিখিত কেম্ব্রিজে সংরক্ষিত কয়েকখানি পুথিতে যে প্রকার অক্ষর আছে, তাহার সহিত তুলনায় কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিতে প্রাপ্ত কতকগুলি অক্ষর প্রাচীনতর।" ইহা হইতে রাখালবাবু অনুমান করিয়াছেন, ১৩৮৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বেই—১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ঐ পুথি লিখিত হইয়াছিল। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে চণ্ডীদাসের জন্ম হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আমরা প্রমাণ কিছুই পাই নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনে যদি ঐতিহাসিক সত্য থাকে, তবে ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চণ্ডীদাসকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারি না। কারণ, আমরা জানি, ১৪৫৬ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাপতি ভাগবত গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ১৪৮০খ্রীঃ অব্দে বিসফি গ্রাম দানে পাইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তলিখিত ভাগবতের অনুলিপি এবং বিসফি গ্রামের দানপত্র এখন সংরক্ষিত আছে।* এই কারণে আমরা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মিলন খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করি। তাহা হইলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অনুলিপি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই বলিতে হয়। বিশেষতঃ বীরভূমের কবির কাব্যের অনুলিপি যখন বিষ্ণুপুরে পাওয়া যাইতেছে, তখন কিছু সময় (অর্থাৎ রচনার পর অন্তত পক্ষে ২৫ বৎসর) ঐ জন্য ছাড়িয়া দিতে হয়। এই অনুমান গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা এই যে, ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের যদি হস্তাক্ষরটা হয়, তবে লিপিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী কি প্রকারে হয়? এই বাধাটুকু উপেক্ষাই করিতে হইবে। কারণ, অন্যথা ঐতিহাসিক

ঘটনায় সহিত বিরোধ ঘটে। আর লিপিকরের বয়স একটু বেশী ধরিলে, যে লিপিকর ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিতে শিখিয়াছে, তাহার হস্তাক্ষর পরিবর্ত্তিত হইবে না। এরূপ কল্পনায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দের পর ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে কোনও সময়ে ঐ পুথি লেখা হইয়া থাকিতে পারে—যদি মনুষ্যের পরমায়ু শত বর্ষ ধরা যায়।

এই স্থলে অনুসন্ধেয় রহিতেছে দুইটি বিষয়। ১। পুথিখানা চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত কি না? এবং ২। সালকোড়া গ্রাম বাস্তবিক তাঁহার মাতুলালয় কি না? আমরা কিন্তু লেখাটাকে চণ্ডীদাসের স্বহস্তের লিখিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, পুথির সংস্কৃত অংশে বহু বর্ণাশুদ্ধি পাইয়াছিলাম। ছাতনা গ্রামে মাতুলালয় হইলে এবং মাতুলালয়ে অবস্থিতি-কালে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা হইলে, সময়টা কতক খাপ খায়। যোগেশ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে দুই একটি কথা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

বসন্তবাবু ৮০০ পুথি দেখিয়াছেন কি না আমরা জানি না। কাগজ ও কালী দেখিয়া লেখার বয়স অনুমান অভ্রান্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে সে কাজটাও যোগেশ বাবুর অসাধ্য ছিল না। "কোন মন্ত্রশক্তি রক্ষিত হইলেও কাগজ ৫০০ বৎসর টিকে না" এ কথা আমরা নিঃসন্দিগ্ধ বলিয়া মনে করি না। বিদ্যাপতির হস্তলিখিত পুথি ১৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে, কুমারপাল-চরিতের একখানি পুথি ১৩১৪ খৃঃ হইতে, বিদ্যাদর দানপত্র ১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে রক্ষিত আছে। কি প্রকারে রক্ষিত ছিল জানি না। পুথিখানির ভিতরে একটা কাগজের টুকরায় লেখা ছিল যে কোন ব্যক্তি বিষ্ণুপুর রাজলাইব্রেরী হইতে কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখে পুথিখানি ধার করিয়া লইতেছে। পুথিখানির পক্ষে কায়েমী লেখার দেশে বিচরণপূর্ব্বক তদ্দেশীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা ও বিভিন্নবিধ চিহ্ন অঙ্গে বহন করিয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব। পুথির আকারের বিষয় যোগেশবাবুকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি।

৮। আভ্যন্তর প্রমাণ

(ক) শব্দের বানান-বিচার

১১। আমরা বুঝি, প্রাচীন পুথির বানান শুদ্ধ, কি অশুদ্ধ, তাহা বলিবার অধিকারী আমরা নহি। বানানে অনিয়মটাই নিয়ম কি না, তাহা এখন নির্ণয়-সাপেক্ষ। এ নির্ণয়ে সবিশেষ পরিশ্রম আবশ্যক। ইহাতে কত পরিশ্রম চাই, কত বিদ্যাবত্তা চাই, কত উপকরণ চাই, তাহা এক কথায় বলা যায় না। কলনাদিনী স্রোতস্বতীতীরে, নিভৃত নিকুঞ্জে, বিহঙ্গকূজনে মুগ্ধ না হইলে কবিতা-রচনায় কবির ভাব আসে না। কিন্তু ওরূপ স্থলে ও ওরূপ উপায়ে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আদৌ সম্ভবপর নহে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে পুথি ঘাঁটিতে হইবে, পুথির ধূলায় ধূসরিতাঙ্গ হইতে হইবে, আহারনিদ্রা ভুলিতে হইবে। বানানের বিভীষিকায় অনেক সময়ই হাল ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে; কিন্তু ছাড়িলে চলিবে না হইবে

না। বিনা উপকরণে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা ফল প্রসব করে না। বরং কল্পনার উর্ব্বরতায় অসংখ্য আগাছার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। সুচতুর কৃষক তাঁহার চাষের ক্ষেতে আগাছা জন্মিতে দিবেন না। প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মে যে আগাছা জন্মিবে, অন্যের সাহায্যে তাহার উৎপাটন করাইয়া লইবেন। ধ্বনির দ্যোতক বসাইলেই সকল সময়ে বানান হয় না। বহু স্থলে বর্ত্তমান সময়েও আমরা বানানে বিভ্রাট দেখি। সংস্কৃত প্রাকৃত, বাঙ্গালা ইংরাজী, হিন্দী পার্সী—সকল ভাষাতেই এ নিয়ম অল্পবিস্তর একই রূপ। উদাহরণ,—

অশোক, অশোগ, আশোক, আশোদ, অশ্বত্থ, আওলা, আওল, আওড়া, আওড়, আওতা (আ+√বৃত), উপকার, উবগার; অপগুণ, অবগুণ, আকাশ, আগাশ, কাক, কাগ; বক, বগ, বগা; শকুনি, শকুন্ত, শগুন, শুগুনি, শুকুনি, শাক, শাগ, চাখা, চাকা, বাপা, বাবা, বাপু, বপ্প; খারাপ, খরাপ, খরাব, খরাপ, খরাবী, খরাপী, খারাবী, খারাপী, কপাট, কবাট, কেরাড়, বখশিশ, বখশিস, বখাশিষ, বখাসিস, বখাসিশ, বখাসিস, বকশিশ, বকশিস, বকশিষ, বকসিস, বকসিশ, বকসিষ, অপমান, অবমান, অপচয়, অবচয়; অপগুণ, অবগুণ; বাদশা, পাদশা, বাদসা, বাদসাহ, পাদসা, পাদসাহ ইত্যাদি; বড়িশ, বড়িশী, বড়িশা, বড়িশ, ড়শী, বরিশী, বলিশ, ব্রলম্ভি, ব্রড়ম্ভি, ব্রলম্ভি, ব্রড়ম্ভি, ব্রলাক, ব্রলাকা, বলাক, ব্রলাকা; ব্রাম্প, ব্রাম্প, ব্রাম্প, ব্রাম্প, ব্রিষ, ব্রিষ, ব্রিশ, ব্রিস, ব্রিষ (মৃণাল), ব্রিসঙ্কট, বিশঙ্কট; ব্রাণিজ, বাণিজ; ব্রহী, ব্রহী, ব্রহী, ব্রহী, ব্রহিণ, ব্রহিণ, ব্রহী, ব্রহী, Buckles, বকলস, বগলস, Govrnment, গবর্ণমেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট, train, ট্রেণ, টাইন; শক্কু সক্কু; সক্কর, সফরী, শক্কর, শফরী, শম্ব, সম্ব, (দ্বিতীয়বার কর্ষণ), শম্বর, সম্বর, শম্বল, সম্বল, শর, সর (খাগড়া), শরট, সরট, শরণি, সরণি, শরণী, সরণী, সরান, শরান, সরাণ, শরাণ, (চলিবার পথ); শরা, সরা, সরাব, শরাব, শরাট, শরাশি, শরাতি, শরারি, শরাসি, শরালী, শরালি, সরালি, সরালী, সরাইল, শরাইল (পক্ষিবিশেষ); সর্ব্বরী, শর্ব্বরা, সর্বরা, শর্বরী, শাল, সাল, শাক্ত, সাক্ত, সর্য, সর্য্য (তরুবিশেষ); শালু, শালুক, শালুক, সালু, সালুক, সালুক (স্থূলির মূল); শাবর, সাবর; শিক্থ, শিক্থক, সিক্থ, সিক্থক (মোম, গ্রাস); শিতি, সিতি (white); শিপ্রা, সিপ্রা (নদীবিশেষ), শিব, শিবি, শিবিকা, শিবী, শিম, সিম, ছিম; শীতা, সীতা; শীৎকার, সীৎকৃত, সীৎকার, সীৎকৃত; শীধু, শীধু, সীধু, সীধু, শীধুগন্ধ, সীধুগন্ধ; সৈবাল, শৈবাল; শরণ্ড, সরণ্ড; সরণ্যু, শরণ্যু; শরম, সরম, সবল, শরল (বৃক্ষবিশেষ); সিতিকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ; বড়বা, বড়বা, বড়বা, বড়বা; বধ, বধ; বধূ, বধূ বহূ, বহু, বৌ, বউ, বৌ; এইরূপ বল, কল; বলক্ষ, বলাক ইত্যাদি। নেহ, লেহ, নেহা, লেহা, সনেহ, সেনেহ, সনেহা, সেনেহা; নাওয়া, লাওয়া, নাহানি, স্নান; নিতে, নিতে, লওয়া নেওয়া। পণ্ডিতগণের কথা-কাটাকাটিতে কাঞ্চন, গগন, ফেন শব্দের উভয় নকার দিয়া বানান সিদ্ধ হইয়াছে। পাণিনিকেও বহু বানান বিকল্পে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইয়াছে। অনেক স্থলে তিনি বহু আচার্য্যের দোহাই দিয়া প্রয়োগসিদ্ধ করিয়াছেন। বাস্ক এবং সায়ণাচার্য্যও এ নিয়মের বাহিরে যাইতে পারেন

নাই। প্রাকৃতের ত কথাই নাই। প্রাকৃত ব্যাকরণের আমূলান্ত বহুলাধিকার বৈকল্পিক। আবার প্রাকৃত ভাষাও বহুবিধ। শ ষ স, ন ণ, য জ বর্ণশিক্ষার্থীদিগের ভীতির কারণ।

এই সকল বর্ণ-বিভ্রাটের মধ্যে 'এই বানানটী শুদ্ধ, এইটী অশুদ্ধ' এ কথা বলা যায় না, বিশেষতঃ পরিবর্ত্তনের যুগে। এখানে "নিয়মানুবর্ত্তিতা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম" নহে। তাহা হইলে আদালতের লেখকগণকে হয় মানব-পর্য্যায়ের বহির্ভূত, না হয় স্বভাবপর্য্যায়ের বহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সকলের নির্ণয় না হইলে "নিয়মভঙ্গতা" সে কালে নিয়ম ছিল কি না, কি প্রকারে বলা যায়?

ভূত ও বর্ত্তমান পৃথক্ জিনিস। ভূত কালের ব্যবহার বর্ত্তমান কালের ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না। বর্ত্তমানে যাহা রুচিসঙ্গত, অতীত কালে তাহা রুচিসঙ্গত না থাকিতে পারে। কৃষ্ণ কীর্ত্তনে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সে কালে লোকের রুচিকর ছিল। তাই কবিগণের এত খ্যাতি, এত প্রতিপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এ কালে ওরূপ বর্ণনা আমাদের রুচি বিরুদ্ধ হওয়াতেই আমরা এ সকল উপাদেয় গ্রন্থের সমালোচকগণের মুখে অশ্লীলতাদি দোষের কথা শুনিতে পাই। যাহাই হউক, সে কালের বানানের শুদ্ধাশুদ্ধত্বের পরীক্ষা এ কালের বানানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা হইতে পারে না। তাহা হইলে সকল পুথিতেই অশুদ্ধতা-দোষ জুটিবে এবং শুদ্ধ বলিয়া একটা জিনিস পাওয়া যাইবে না। সকল লেখকের পক্ষেই এক সমালোচনা যুক্ত হইবে—"অক্ষরের ছাঁদ ভাল, অথচ সমাবেশ ভুল। লিপিকর হাতের ছাঁদ অভ্যাস করিত, বানান শিখিত না।" অর্থাৎ কি না, সকলেই অনভিজ্ঞ ও মূর্খ ছিল।

এ স্থলে আর একটা কথা বলিতে হয়। ভাষাবিজ্ঞানের মূল ইতিহাসে। ইহার উপকরণ 'এই ছিল এই আছে।' 'এই হওয়া উচিত ছিল' ভাষা-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞার বহির্ভূত। যাহা ছিল, তাহার সহিত যাহা আছে, তাহার তুলনা এই বিজ্ঞানের অপর কার্য্য। এই ক্ষেত্রে কল্পনা আছে এবং কল্পনার দ্বারা কারণ নির্দ্দেশ হয়। কিন্তু সে নির্ণয়ও আবার ঐ ইতিহাসলব্ধ উপকরণান্তরের সহিত তুলনামূলক পরীক্ষাসাপেক্ষ। এই কথাটী আমরা অনেক সময়েই বিস্মৃত হই। সেই জন্য বিবিধ ভ্রমে পতিত হই।

১২। যোগেশ বাবু যে সকল বানান উদ্ধৃত করিয়া এ স্থলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকরের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ, কি অশুদ্ধ এবং তাহার বিভিন্নতার কোনও হেতু আছে কি না, তাহা বিচার্য্য। এ স্থলে তাঁহার নিন্দাবাদের হেতুতে প্রমাদ আছে। আমরা তাঁহাকে এ বিষয়ে তুলসীদাসের রামায়ণ ও তৎসহ প্রাকৃত পৈঙ্গল ও আমাদের বিদ্যাপতির একটু খুঁটি-নাটি করিতে বলি। তিনি এই সকল গ্রন্থে একই পদের জন্য অসংখ্য রূপ অনুযোদিত হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন।

১৩। যোগেশ বাবুর উক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনা করিতে হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—"সংস্কারকের নিকট এই বানান-বিভীষিকা সহজবোধ্য হইয়াছে। তিনি

লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক ; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র।" যুক্তিটা নূতন বটে। তাঁহার বিবেচনায় "প্রাকৃত" শব্দের বানানে নিয়ম ছিল না। কিন্তু "সংস্কৃত" শব্দের বানানেও কি অনিয়ম ছিল? তাঁহার উক্তি প্রমাণ-সাপেক্ষ। আর, বিচার্য্য বস্তুকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না।

আমার বোধ হইয়াছে, সংস্কারক মহাশয় প্রথমে কামনার বশ্যতা স্বীকার করার পরে ব্যাখ্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি কামনা করিয়াছেন, প্রাপ্ত পুথীখানি বড়ু চণ্ডীদাসের। ইহাতে চণ্ডীদাসের "খাঁটি ভাষা" আছে। কবি মূর্খ ছিলেন না, পরন্তু সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। নতুবা সংস্কৃত শ্লোক রচিতে পারিতেন না। অতএব আমাদের চোখে যে বানান ভুল বোধ হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ অশুদ্ধ নহে। যথা, এই পুথীতে ন ও শ স্থানে যে ণ ও স আছে, তাহা শৌরসেনী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। সে "প্রাকৃত" ণ-কার ও স কার উচ্চারিত হইত। কিন্তু সংশয় এই, সর্ব্বত্র সে প্রভাব থাকিল না কেন? ইহার উত্তর, শ বানান, মাগধী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, ন বানান পৈশাচী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। এইরূপ-হ-রি স্থানে যে হ-রী বানান আছে, তাহা মহারাষ্ট্রী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা, জানি না কেন, এত পণ্ডিতকে প্রলুব্ধ করে। বোধ হয়, শাস্ত্রপ্রবৃত্তি দ্বারা তর্ক-বিদ্যা পরাজিত হয়। যেহেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতএব ইহা সে-ই—এই যে যুক্তিহীন বিচার, তাহা শাস্ত্র-প্রবৃত্তির লক্ষণ। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির একটা গুণ আছে, অনায়াসে চিত্তের প্রসাদ জন্মে। ইহাতে কিন্তু অন্বেষণা পরাস্ত হয়, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ প্রচ্ছন্ন হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র সংস্কারক নানা প্রবন্ধে বলিতে চান, যেহেতু এই গ্রন্থে "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দের সংখ্যা অধিক, সেহেতু ইহা বহু প্রাচীন। সম্প্রতি ইহাতেও আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যখন দেখি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ভাষায়, ব্যাকরণে ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে সেই "প্রাকৃতে"র ধুয়া, তখন তাঁহার "প্রাকৃত" সংজ্ঞার লক্ষণ পাইতে চাই। অনুমানের অবয়ব-ত্রয়ে তাঁহার কামনা প্রকাশ করি। (১) "প্রাকৃত" শব্দ পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল (পরকালে ছিল না?), (২) এই পুথীতে "প্রাকৃত" শব্দ আছে; (৩) অতএব এই পুথী পূর্ব্বকালে রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উদাহরণ ও হেতু, দুই অবয়বেই সন্দেহ। 'পূর্ব্বকাল' অর্থে কোন্ কাল, তাহা বলিতে হইবে; "প্রাকৃত" শব্দ অর্থে কোন্ শব্দ, তাহাও স্পষ্ট করিতে হইবে। সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বানান অশুদ্ধ। ইহা হইতে প্রাপ্ত পুথীর দেশ কিংবা কাল, কিছুই জানা গেল না।"

এখানে যে সকল কথা যোগেশবাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বসন্তবাবুকে পণ্ডিত-শ্রেণীর আসনে না বসাইতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সে ইচ্ছা প্রমাদমূলক। বর্ণযোজনাপ্রণালী তাঁহার নিকট সহজ-বোধ্য হয় নাই। তিনি ইহার ভিতর কিছু বিচিত্রতা দেখিয়াছেন এবং সেই বিচিত্রতার কারণ নির্দ্দেশে চেষ্টা করিয়াছেন। যোগেশ-বাবু শাস্ত্রপ্রমাণ মানুন আর নাই মানুন, আমাদিগকে বলিতে হইবে, প্রাকৃতের লক্ষণ

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও প্রাকৃত সাহিত্যেই খুঁজিতে হইবে। কল্পনা বা তর্ক এ স্থলে অযুক্ত। অতীতের বিষয়ে বর্ত্তমানের পাণ্ডিত্য কাজে লাগিবে না; কামনার বশে তর্কের অবতারণা, শাস্ত্রপ্রবৃত্তির অমর্য্যাদা আমাদের মতে বর্জ্জনীয়। সে কথাও যে আজ যোগেশ বাবুকে বলিয়া দিতে হইল, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। প্রবন্ধলেখক মহাশয়কেও বলিয়া দিতে হইল যে, বররুচি, লক্ষ্মীধর, সেতুবন্ধলেখক, হেমচন্দ্র, গৌড়বধ কাব্যকার, পিঙ্গল পণ্ডিত, কালিদাস, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাকৃত ভাষা ও প্রাকৃত সাহিত্যের নায়ক। তাঁহারা বিধি প্রণয়ন বা উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা প্রাকৃতের যে লক্ষণ আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ে শাস্ত্র। সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হইলে তখন তাহা বাঙ্গালা শব্দ, বাঙ্গালার লক্ষণ তাহার উপর প্রভাবশালী হইতে পারে। ইংরাজিতেও এরূপ হইয়াছে। Cherub, seraph শব্দের বহুবচনে cherubim, cherubs cherubims; Seraphim, seraphs, seraphims, রূপ পাইয়াছে। উদাহরণ বেশী দিবার প্রবৃত্তি হয় না। সকল ভাষাতেই এক নিয়ম। মনুষ্য-সমাজেও এই নিয়ম। ইংলণ্ডনিবাসী ধনিকন্যাও বঙ্গদেশে বিবাহ করিয়া শাড়ী পরিতেছেন, ভাত খাইতেছেন। ইহার বিপরীত স্থলে বিপরীত ব্যবহার চলিতেছে। যোগেশ বাবু প্রমাণ চাহিয়াছেন। কিন্তু বিচার্য্য বিষয় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না, বলিয়াছেন। তাহা হইলে ওরূপ আদর্শের অভাবে "অন্বেষণা পরাস্ত" হউক, এরূপ উদ্দেশ্য আছে কি না বলিতে পারি না। আমরা কিন্তু বেশী অনুসন্ধান করিলাম না। তিনি স্বয়ং শব্দকোষ নামে বঙ্গভাষার যে অমূল্য সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা সেই গ্রন্থ হইতেই দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গার্চ্চনা করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিব। আকাল (অকাল), আগাশ (আকাশ), আপিস (office), আনল (অনল), আনামত (অমানৎ), আন্দাজ (অন্দাজ), আপশোস (অফসোস), আপিল (appeal), আবছায়া (অচ্ছায়া), আবলুস (আবনুস), আম্বর (অম্বর), আমক (অর্ক), আমা (অর), আরে (অরে), আর্দালী (Orderly), আল (অল), √আল (√অল) আলো (আলোক), আলা (আলোক), আল্‌খাল্লা (অল্‌খালক্), আল্‌বাত (অল্‌বত্তা), আষ্ট (অষ্ট), আসর (অবসর), আসল (অসল), আলাম (অহম), আসেসর (assessor), আস্তর (অস্তর), আস্তে (আহিস্তা), আহাম্মুখ (আহম্মক) ইত্যাদি শব্দ বুৎপত্তি সহ যোগেশ বাবুর কোষে স্থান পাইয়াছে। অথচ তিনি আজ তর্ক-যুদ্ধে কিছুই স্বীকার না করিয়া একটা 'কিছু না'র প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণপাত করিতেছেন!

বসন্তরঞ্জন বাবু অতীতের সহিত বর্ত্তমানের একটা সম্পর্ক নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রাকৃতে কি ছিল, প্রাচীন বাঙ্গালায় কি ছিল, বর্ত্তমানে কি হইয়াছে, তাহার একটা সম্বন্ধ বাহির করিবার জন্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে যোগেশ বাবু অধীর হইলেন কেন? পাছে "শাস্ত্রপ্রবৃত্তি দ্বারা তর্কবিদ্যা পরাজিত হয়", এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া না কি, তাহা বলিতে পারি না। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্পর্ক "যুক্তিহীন বিচার"?

তাহাতে "অনায়াসে চিত্তপ্রসাদ জন্মে"? তাহাতে "অন্বেষণা পরাস্ত হয়"? যোগেশ বাবু মার্জ্জনা করিবেন, এই কয়টী পংক্তি পাঠ করিতে আমাদের বড় কষ্ট হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, কল্পনার সাহায্যে তর্ক করা অপেক্ষা ভাষার প্রাচীন উপকরণ সংগ্রহ করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। আর সেই জন্যই তাহাতে কৃতকার্য্যতা-জন্য অবিমিশ্র আনন্দও প্রচুর। কল্পনার সাহায্যে অন্বেষণা চলে না—তর্ক চলিতে পারে।

(খ) শব্দবিচার

১৪। কতকগুলি অকারের আকারে পরিণতি দেখিয়া যোগেশ বাবু পুথিখানির দুই দেশ ভ্রমণ 'কল্পনা' করিয়াছেন। তাঁহার মতে "দুই দেশ ভ্রমণ স্বীকার না করিলে **আধিক আধিক** একার্থে লিখিত হইতে পারিত না।" কেন পারিত না, তাহার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই। বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন "আদ্য অকারের স্থানে আ আদেশ বাঙ্গালা ভাষার একতম বিশেষত্ব।" যোগেশ বাবুর মতে "হেতুটা কাজের হয় নাই," কারণ, পুরাতন পুথি হইতে বসন্ত বাবু এই বিশেষত্বের প্রমাণ দেন নাই। আমরা বলি, যোগেশ বাবুর এ স্থলে একটা মত খাড়া করা উচিত ছিল—নিজে প্রমাণাদির অবতারণা করা উচিত ছিল। কারণ, তিনিই বলিয়াছেন, আপ্ত প্রমাণ কেহ মানিতে চাহে না। আজ পাঁচ সাত বৎসর হইল, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল "প্রাচীন বাঙ্গালার দুইটী বিশেষত্ব।" 'আ' উচ্চারণ যে প্রাচীন বাঙ্গালার একটী বিশেষত্ব, তাহার প্রমাণ-প্রয়োগ ঐ প্রবন্ধে দিয়াছিলাম। যদি অবসর ও কৌতূহল থাকে, তবে যোগেশ বাবুকে ঐ প্রবন্ধটী দেখিতে অনুরোধ করি (সা, প, প, ১৩১৯, ২য় সংখ্যা)। এখানে তদীয় শব্দকোষ হইতে কয়েকটী উদাহরণ সংগ্রহ করিলাম। ইহা হইতেই যোগেশ বাবু বুঝিবেন যে, প্রাচীন কালে বাঙ্গালার লোকে একটু বেশী বেশী আ উচ্চারণ করিত।

শব্দ	আদি	যোগেশ বাবুর ব্যুৎপত্তি	মন্তব্য
আইবুড়া	অব্যূঢ়	অব্যূঢ়—অয়বুঢ়—অইবুড়—আইবুড়া। য় স্থানে ই।	পরিবর্ত্তনক্রমের প্রমাণ নাই
আঁক	অঙ্ক		
আঁকশলি	অঙ্কশলাকা		সানুনাসিকতা প্রা॰বা॰র বিশেষত্ব।
আ-কাটা	(অকর্ত্তিত)	কাটা হয় নাই যাহা	
আকাঠ	(অ-কাঠ)	আ সাদৃশ্যার্থে	নঞ্ সাদৃশ্যার্থে
আ-কাড়া	(অকুট্টিত)	কাড়া হয় নাই যাহা	
আ-কাল	অকাল	স॰নিষেধার্থে অ বা॰তে আ হইয়া থাকে।	সর্ব্বত্র হয় না।

শব্দ	আদি	যোগেশ বাবুর ব্যুৎপত্তি	মন্তব্য
আঁকুড়	অঙ্কুর		
আঁকুশী	[illegible]শ (য)		
আঁকোরাড়	[illegible]কাট (ল)		
[illegible]	অঙ্গীকৃয়		
আঁখি	অক্ষি		
আঁথ্বা		সংস্তম্ভ, বাংথাম, ওংহিং থম্বা। আ-সাদৃশ্যে। স্তম্ভতুল্য দৃঢ়।	প্রাংথম্ভ, থম্ভ। বাংপ্রাম্য থাম্বা। নঞ্ স্থানে আ। সানুনাসিকতা প্রাংবাংর বিশেষত্ব।
আঁথর	অক্ষর		
আথরোট	অক্ষোড		শব্দটা সম্ভবতঃ সংস্কৃতে অঙ্গীভূত। কাবুল হইতে আগত।
আথা	উথা		
আথাড়া আথড়া	অক্ষবাট		
আঁথি	অক্ষি		সানুনাসিকতাও একটী প্রাংবাংর বিশেষত্ব।
আগ (আগা)	অগ্র		
আগড়	অর্গল		
আগবাড়া	অগ্রবর্ত্তী		
আগম	অগম্য		
আগল	অর্গল		
আগাছা	অগচ্ছ	সংআগচ্ছ = অগম—বৃক্ষ ; কিন্তু বাংঅর্থ দেখিলে আ-(নিষেধে)+গাছা (গাছ+আ, অনাদরে আ) তুংআগাসা।	কল্পনার চমৎকারিত্ব আছে। আমরা শব্দকল্পদ্রুমে গচ্ছ শব্দ বৃক্ষার্থে পাইয়াছি। প্রয়োগ পাই নাই। আ=নঞ্। তুং অব্রাহ্মণ। শেষের আ বাংর আকারপ্রিয়তাবশতঃ।
আগাথা	(অগ্রথিত)	গাঁথা হয় নাই যাহা	

শব্দ	আদি	যোগেশ বাবুর ব্যুৎপত্তি	মন্তব্য
আগাম	অগ্রিম		
আগু	অগ্র		অন্ত্য উকার আদরে।
আগুন	অগ্নি	সং অগ্নি, ই লোপে অগন্ আগন্ আগুন (গুণ শব্দ সাদৃশ্যে, তু'বেগুন) হিং মং আগ; ও' নিঅঁ। (গ্নিঅ—নিঅ, গলোপে)	প্রমাণটা কল্পনামাত্র।
আগুসার	অগ্রসর		

এইরূপ বহু আছে; বাহুল্যভয়ে আর উদাহরণ দিলাম না। যোগেশবাবু পুথিখানার দেশান্তর-ভ্রমণ কল্পনার আনুকূল্যে দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—বা-ঙ্গা-লী, ব-ঙ্গা-লা, কলিকাতা, ক-লি-ক-ত্তা। দৃষ্টান্তদ্বয় কিন্তু তাঁহার আনুকূল্য না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিতেছে যে, দেশান্তরে যে স্থানে অন্ত্য বর্ণের প্রয়োগ আছে, বাঙ্গালা দেশে সে স্থানে **আবর্ণ**। এই আবর্ণপ্রিয়তাকে ভাষাতত্ত্বের সংজ্ঞায় (ধাতুগত) বিশেষত্ব বা Idiosyncrasy বলা যায়।

১৫। যোগেশবাবু লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের কতিপয় শব্দে বিশেষ আছে। তাঁহার মতে পুথির দেশ-কাল-নির্ণয়ে সব লাগিতেছে না, তবে একত্র করিলে সন্দেহ সূচনা করিতে পারে। তাঁহার প্রদত্ত উদাহরণগুলি একে একে আলোচনা করিব। (১) শব্দের অন্ত্য স্বর লোপ। যথা—অভরসা—অভরস, রসনা—রসন, কাঁচা—কাচ, ঝগড়া—ঝগড়, কিছু—কিছ। আমরা এ স্থলে যোগেশ বাবুকে জানাইতে পারি যে, অন্তিম শব্দটী ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদায় শব্দই বীরভূম জেলার গ্রাম্য ভাষায় প্রচলিত আছে। সুতরাং শব্দগুলি নিতান্ত নীরব নহে। অন্তিম শব্দটী প্রাকৃত ভাষাতেই বিকল্পে অকারান্ত ও উকারান্ত। (২ অন্ত্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটীর লোপ। ইহাকে আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির বিশেষত্ব বলি না। কারণ, প্রাচীন পুথি-মাত্রেই এ উদাহরণ পাওয়া যায়। (৩) মধ্যসংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ। এটিও (২) সংখ্যক সূত্রের পর্য্যায়ভুক্ত। (৪) ত্ত স্থানে থ ও ষ্ট স্থানে ঠ। ইহা প্রাকৃত ভাষার সাধারণ নিয়ম। (৫) ল স্থানে ন। ইহা অল্পবিস্তর সর্ব্বত্রই আছে। (৬) ত স্থানে ন। ইহার দুইটীমাত্র উদাহরণ; সুতরাং ব্যাপকতা নাই। (৭) পুথিতে ড় ঢ় নাই, তথাপি ড স্থানে র। যথা—বর দুকুবার (১১৬ পৃঃ), আড়ী—আরী (১৫১), পরিলোঁ যমুনা নীরে (২৯৫) (পড়িলোঁ)। পুথিতে ড় ঢ় নাই নাকি? আমরা জানি আছে। আর এই র-বর্ণের আধিক্যও বীরভূমের নির্দ্দেশক। বীরভূমের লোকে ব-রি-র অঙ্গল খায়, বই প রে, ব-র ব-র মাহেরও অঙ্গল বাঁধে, র ও ড় বর্ণের উচ্চারণে ভেদ দেখাইতে বলিলেই গোলে প-রে। (৮) শ স্থানে হ, ষ স্থানে শ বা স। ইহাও নানুরের কবির জন্মভূমির গ্রাম্য ভাষার বিশেষত্ব। তবে ব্যাপক নহে। 'মথুরাপতীতীরে কৃষক-রমণীদিগকে প'হা-টহা দিলে বিনিময়ে মূলো

বেশুন পাওয়া যায়। (৯) ম'লো (মরিল), মে'লে (মারিল) বহু স্থানে প্রচলিত আছে। (১০) যোগেশবাবু সুপ্তোত্থিতের ন্যায় একটা বর্ণে র আগম দেখিয়াছেন। "কদমতলাত **আধা রাহা**।" আমী স্থানে রাঈ—রাহী (অর্থ, রাধা ও বড়ায়ী।) এই অর্থে শূন্যপুরাণেও নাকি "লক্ষ্মী চাবি জুগের **রা-ই**" আছে। আর তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, "র আগম উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অধিক"। এই তিনের সমাবেশ একত্রে পাইয়া অমনি অন্বয় দ্বারা ব্যাপ্য-ব্যাপক-জ্ঞান নিঃসংশয় করিয়া বলিলেন, "শূন্যপুরাণও উত্তরবঙ্গ দেখিয়াছিল।" এখানে ওকারের (অপিকারের) প্রভাবে সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তন বুঝাইতেছে। এক ঢিলে দুই পাখী শিকার!

বসন্তরঞ্জন বাবু রাহী শব্দের বাণী অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যুৎপত্তি বোধ হয় এইরূপ,—রাঅ (রাজন্) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রায়া—রাহা। Grierson অর্থ করিয়াছেন, a beautiful woman. ভাগবতশাস্ত্রের পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে রাধা বা রাহী শব্দের বহু অর্থ পাওয়া যাইবে। উভয় পদের একটীকে অন্যের বিশেষণ করিলেই চলে। তবে আমরা বলি, رعيه শব্দও হইতে পারে, কারণ, আরবী পার্সী শব্দ তখন ভাষায় চলিয়াছে। শূন্যপুরাণ-সম্পাদক লক্ষ্মীকে চারি যুগের 'রাজা' করিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পাদকের অর্থই সমীচীন মনে করি।

এত বিকল্প থাকিতেও 'শাস্ত্রপ্রবৃত্তিকে' 'পরাস্ত' করিবার উদ্দেশ্যে 'তর্কবিদ্যা' অদ্ভুত উপায়ে রকারাগম কল্পনা করিলেন। আবার যেই রকারাগম, সেই উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ! 'তর্ক-বিদ্যার' অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, বীরভূমের গ্রাম্য ভাষায় কুৎসামূলক একটী রচনা প্রচলিত আছে। সেটী এই,—"আমপুর'র আজা আম বাবুর বামবাগানে একটো রাঁকুশী নিয়ে রাম পাড়তে গেল্-ছিলাম। তা বাকেল পেঁয়িছি বেশ বামগুলো যত রম্বল তত রঁসো'।"

যে কয়েকটি শব্দের নূতনত্ব যোগেশ বাবু এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহার প্রথমটী বীরভূমের নির্দ্দেশক। সেখানে "পান সজিয়ে খায়," "বিয়ের সজ পাঠায়।" আর একটা কথা স-রূ-পে সি, অর্থ স্বরূপেই অর্থাৎ নিজেই। এখানে অন্তিম সি=সঁ হি, অবধারণে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সি ও হি দুইই আছে। প্রচলিত পদাবলীতে পদসংস্কার-চেষ্টার ফলে সি সে হইয়াছে। যথা,—"তুমি সে শ্যামের সরবস ধন শ্যাম সে তোমার প্রাণ।" এ "সি" মৈথিলী ভাষার তৃতীয়া বা পঞ্চমীর চিহ্ন "সঁ" নহে। অন্য শব্দগুলির ব্যাপকতা নাই।

(গ) বিভক্তি-বিচার

১৬। "শব্দের রূপ যাহাই হউক, বিভক্তির রূপ একপ্রকার না হইলে ভাষা বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কারক মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রত্যয় [?] (?) লোপ ও বিভক্তি বিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল। একাধিক প্রত্যয়ের [?] (?) একত্র প্রয়োগ সাধারণ"। ইহা হইতে সমালোচক অনুমান করিলেন, "পুথিখানি খাঁটি নাই, মিশাল হইয়াছে অর্থাৎ মূল পুথি আর আবিষ্কৃত পুথি

এক নহে। মূল পুথি এক সময়ে এক দেশে লেখা হইয়া থাকিবে। এখন যে পুথি পাইতেছি, সেটা খাঁটি নাই, হয় দেশান্তরে, না হয় কালান্তরে কিম্বা দেশকালান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

এই স্থলে দু'একটী কারক ও ক্রিয়াবিভক্তির রূপবহুত্ব পাইয়া যোগেশ বাবু লিখিলেন,

"সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা (?) নাই ?"

এখানে শাস্ত্রপ্রবৃত্তি তথা তর্কবিদ্যা উভয়ই পরাস্ত। ভাষার সংজ্ঞায় "কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা" অপরিত্যাজ্য। শত অনাচার অনিয়ম থাকুক, তাহাকে পারা যাইবে। কিন্তু "কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা" না থাকিলে ভাষা, ভাষা নামে বিদিত হইবে না। তবে তাহার ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা কিন্তু প্রকাশ পায় নাই। আমরা দেখিতেছি যে, এই লক্ষণ লইয়া বিচার করিতে গেলে কোনও ভাষা ও কোনও কবিরই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, ঠিকানা শব্দের অর্থ কি ? কয়েকটি বিভক্তির বিবিধ রূপ আছে বটে ; ইহাতেই হইল কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই ? বিভক্তির রূপ এক না হইলে যদি ভাষা বুঝিতে না পারা যায়, তবে 'সংস্কৃত' ভাষাও ত ভাষাপর্য্যায়ভুক্ত হয় না। কারণ, তাহাতেও বহু শব্দে ও বহু স্থলে বিবিধ-রূপ বিভক্তির প্রয়োগ ব্যাকরণ-সম্মত। ক্রিয়াবিভক্তিও বিবিধ। বিশেষ্য-সর্ব্বনাম, লিঙ্গত্রয়, শব্দের আকার, দশগণ, আত্মনেপদ, পরস্মৈপদ, সমস্ত ছাড়িয়া দিলেও বিবিধরূপ। ইহারও কি প্রমাণ চাই ? প্রাকৃতের কথা উল্লেখ করিলে সংশয়-লেখক বলিবেন, প্রাকৃতের সত্তা মানি না। সাধ্যকে সাধন না করিয়াই প্রাকৃতের সত্তার প্রমাণ দিতে হইবে। সুতরাং বিরত হই। তিনি বিদ্যাপতি, কৃষ্ণকর্ণ, শূন্যপুরাণ প্রভৃতি মানিয়াছেন। এই তিন গ্রন্থেই কিন্তু এ বিষয়ে ব্যভিচার আছে। **বিদ্যাপতিতে** সংস্কৃত সু বিভক্তি স্থানে কে, কোন, কো, কোহি, কোয়, কেহ, তু, তুহু, তুহুঁ, তোহে, যে, যো, যোই, যেহ, সে, সো, সোই, সেহ, তেহ, মো, মোই, মোয়, হাম, হম, নিবাসা, চন্দা, পরিণাম, প্রেমপরিণামা, জীব, জীউ, অবসান, অবসানা, অনুরাগে, অনুরাগ, অনুরাগা আছে। কর্ম্মকারকে 'পয়োধর হেরি', হামে, 'হানল নয়নবাণে', তোয় তোহে, মোয়, মোহে, কাহে, তাহে, তাহ, কছু, কিছু, কানুকে, মোরে, অনুগত জনেরে আছে। করণ বা অপাদানে 'যতনহিঁ ঝাঁপ বসনে সব অঙ্গ', কেমনে, পহিলহি, কানুসে, 'চিকুরে গলয়ে জলধারা' আছে। সম্বন্ধে 'শ্রবণক পথ', তুহুঁক, মঝু, মম, মোরি, হামারি, হমারি, মোর, মোয়, যাক, তাক, কাহি, কাহে, কাক, 'রূপগুণবতি কাক', 'তুয়া মুখ', তোহারি, সুবলের, হিয়ার, পুরুখবধের, হিয়ার উপর, কানুর আছে। অধিকরণ কারকে পহিলহি, দিনহি দিনহি, তহি, তাহি, অলকহি, ততহিঁ, উরহি, তাহে, কাহি, দিনে দিনে নিরজনে, ধরণীরে, মাঝে, মাঝারে, হিয়ামাহা, পিঞ্জরমাহা, সকলসময়, সকলকণ্ঠ, 'সিনানক বেলা', 'বিরহসিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে তুয়া কুচকুম্ভ নখ দেই', "হৃদয় মুখেতে, এক সমতুল, কুটিকে গুটিক পাই" আছে। সংস্কৃত 'তি' বা 'তে' বিভক্তিতে নটতি, রটতি, বহতি, খেলতি, হোতি, মিনায়তি, পুছই, ভণই, জোই, জানই, কহই, চলই, হোয়ত, খেলত, যাওত, মিলাওত, উথারয়ে, কহয়ে, গাওয়ে, ভণয়ে, গাওয়ে, জানে,

ভণে, কহে, পুছে, জান, ভণ, পুছ, কহ, ভণ, জান, ভাণ, মান, জানি, হানি, চলিয়ে, বিছরিয়ে, জানিয়ে, না পারিয়ে আছে। অতীতে উত্তম পুরুষের একবচনে জানলু, জানহু, পেখলু, পেখল, পেখহু, পড়লহুঁ জানলি আছে। **কবিকঙ্কণে** কর্ত্তৃকারকে আনে, কলেবরে, যোগরাজে, "তাঁহার উদরে ছিল এ তিন ভুবনে", "নয়নের কোণে আছে কত তৃণে?" দুহে, আপনে, দুই জনে, ব্রাহ্মণে, উড়য়ে পতঙ্গে, শ্রীকবিকঙ্কণে, হইলা আকুলে, সে, সেহ, তেঁহ, মুই, মুহি, আমি, তুমি, আপনি, যেই, নানাবিধি, আচম্বিত, বীণাবীতি, বিশ্বকারা, বন্ধুজনা, বিধাতা হইল বামা, খেলে ব্যাধবালা (পুঁ), বাঘা, বলয়া, কুন্দু, বাপু, দুহু, পুরুষ, কবি, গড়, হাড়মাল, শ্রীকবিকঙ্কণ, কবিকঙ্কণেতে আছে। কর্ম্মকারকে যাঁরে, তোমারে, নায়কেরে, কায় (কাহাকে), তোমায়, ছাড়হ সে জনে, কর অপমানে, করি অনুমানে, করহ বরণে, করিয়া আদরে, তোমা, আমা, দৃঢ় করি মনা, সবাকারে, কোথাকারে, মুকাতর দেখাইল **সরণি** আছে। অপাদানে মধুলোভে, ঝিয়ে হইতে মুহে আজি হইতে প্রভৃতি আছে। সম্বন্ধে তব, তুয়া, বিশ্বের, দেবের, তাহার, তার, জাহের সুকীর্ত্তি, যার, তথির, তারে, শোককের কারণে, ইক্ষুকের দণ্ড, সবাকার, তোমাদের সন্তোষ আছে। অধিকরণে ধরণী লোটায়, পায়, পায়ে, হৃদে, চৌদিকে, মাঝে, জটাতে, যাহাতে, তাতে, শিরে, ডরেতে, তাহে, মাসেত, নামেত ফুল্লরা, বামেত চামরী আছে। বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষে বন্দে, প্রণমহ, দেখি আছে; প্রথম পুরুষে আছে, আছয়ে, করে, করয়ে, গাই, গায়, গান, জানি, দেই, বলিয়ে, বসন গাছে। অতীত কালের উত্তমপুরুষে পাইল, ত্যজিনু, দিনু আছে। ভবিষ্যৎকালে একার্থে করিবেক, করিবেন, করিবে, করিব আছে। **শূন্যপুরাণে** কর্ত্তৃকারকে সভি, দুহি, দুই, আপুনি, আপনি চিরাই, তুহ্মি, আহ্মি, এহি, তিনি (ত্রয়ঃ), জেহি, জেই, সেই, আমিনি বিষ্ণু, দুহু, বড়ু, তুষ্টু, হুহে, তিনে (ত্রয়ঃ), তিন ভাইএ, নিরঞ্জনে নরনাথে, ভকতবৎসলে, রামে, বামাএ, কর্ত্তা, করতার, দুহুত, জলা, মো, গড়ুবেক, পরভু, তপসী আছে। কর্ম্মকারকে কাহারে, আহ্মারে, তোহ্মারে, তুমারে, হংসরে, তারে, কুথাকারে, মোহরে, আক, তাক, কামেক, তুমাকে, কাকে, মোকে, আন্তাকে, চরণে, তপস্যাএ, গাএ, চারিজনাঅ, তুহ্মা আছে। অপাদানে তাহা হইতে, অনিল হইতে, তথা হইতে, দেহ হইতে, কুথা হইতে, কুথা থাকে, কুথা থেকে, নিসাসঅ, আন্তাঅ, তপিস্সাঅ, ভকিত্যা আছে। অধিকরণে পিঠে, তাহে, সুন্তে, মাথএ, খুধায়, তৃষায়, তপিস্সাএ, বন্ধুকাঅ, সুন্তত, সুন্তেত, সুখেত, এহি তিন ঠাঞি, এথি, সেথি আছে। সম্বন্ধে কাউর, পরভুর, জমের, মোর, মোহর, আহ্মার, তুহ্মার, সুনার, তামর, রূপার, আবর, দআর, আপুনার, হীরার, দুহার, দুঁহার, কার, তামাকর, রূপাকর, হীরকর, আবকর, অভ্রকের, তুআ, তুহ্মা আছে। বর্ত্তমান কালে প্রথমপুরুষে বোলে, দিএ, জাএ, খাএ, অবহেলে, হঅ, বেড়াঅ, বলন্তি, বোলেন্ত, বোলেন, বোল্লেন, আনেন। অতীত কালে প্রথমপুরুষে ছিল, ছিলা, হইল, হইলা, ভৈল, ভৈলা, কৈল, দিল, জনমিল, করিলা, হইলেক, হইলাক, আইলেক, রহিলাঞ, ভাকিলেন্ত, হইলেন্ত, গেলেন্ত, ভাবেন্ত, জনমিলেন, সৃজিলেন আছে। অসমাপিকা দিএ, ফেলাইঞ, শুনিএ, সুনি,

শুনিআ, জনমিআ, বাঢ়িআ, ভরমিআ, ফেলাইআ বোলিঅ, রেখে, করিঞা, হইঞা, মুছিঞা আছে। আরও কত কত স্থানে কত অনিয়ম (?) আছে। এ জন্য আমরা এই তিনখানি গ্রন্থের ভাষাকে ভাষাপর্য্যায়-বহির্ভূত করিব না। এ স্থলে বসন্তরঞ্জন বাবু যে সমাধান-চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন ও ইতিহাসসম্মত। তাঁহার উক্তির নিষ্ঠুরতা' আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। কর্ত্তৃকারকে এ, ই, উ, আ বিভক্তি লোপ, অন্য কারকে বিভক্তি-বিনিময় প্রভৃতি সমস্তই বঙ্গভাষা, তজ্জননী প্রাকৃত ভাষার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে।

১৭। (১) হরী, মতী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য স্বরের দীর্ঘতার হেতু কল্পনার সাহায্যে নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র। বঙ্গভাষার জননী প্রাকৃত ভাষাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সদুত্তর পাওয়া যাইত। মৈথিলী ভাষাতে ই স্থানে (যেমন করি) ঈ প্রচুর আছে না কি? (২) "স্ত্রীলিঙ্গ-কর্ত্তার ভূত কালে স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়াপদ" মৈথিলীর বিশেষত্ব নহে। "অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব" শীর্ষক প্রবন্ধে (সা. প. প ৩২০, ৪র্থ সং) এ বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। "চলিলী" প্রভৃতিকে মৈথিলীর বিশেষত্ব বলিয়া স্বীকার করিলে মরাঠী ও গুজরাতী ভাষাও মিথিলা ভ্রমণ করিয়াছিল, বলিতে হয়। কারণ, মরাঠী ও গুজরাতীতেও এই ক্রিয়াপদগুলি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয় ও লিঙ্গ-বচনানুসারে তাহাদের রূপভেদ হয়।

মরাঠী লিহিণ (লিখিল)

	পুং	স্ত্রীং	ক্লীং
একবচন	লিহিলা	লিহিলী	লিহিলেঁ
বহুবচন	লিহিলে	লিহিল্যা	লিহিলীঁ

গুজরাতী छोड्यो (ছাড়িল)

	পুং	স্ত্রীং	ক্লীং
একবচন	छोड्यो	छोड्यो	छोड्युं
বহুবচন	छोड्या	छोड्यो	छोड्यां

আমরা বলি, সং জ, শৌরসেনী দ, মাগধী ড় বা ল হইতে বাঙ্গালা 'ল' হইয়াছে। সেই জন্য ইহার বিশেষণবৎ প্রয়োগ দেখি। (৩) দেখিল, পাকিল, ভাঙ্গিল, কাটিল প্রভৃতি বিশেষণ-পদও উপবিলিখিত কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। বীরভূমের গ্রাম্য ভাষায় হ-ল্-ছে, গে-ল্-ছে, ম-ল্-ছে, আ-ল্-ছে আছে। (৪) চট্টগ্রামী ভাষায় 'দিয়ারে', 'করিয়ারে', 'দেইআরে' প্রভৃতি আছে—অর্থ দিয়া, করিয়া, দেখিয়া প্রভৃতি। "তুই দিয়ারে মুঁই দিয়া"—তুমি দিলে আমি দিব বা তুমি দিলেই আমার দেওয়া হইল। বসন্তরঞ্জন বাবু চট্টগ্রামের এই প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, জানি না। এ স্থলে যোগেশ বাবুর কল্পনামাত্রপ্রসূত অনুমান নিতান্তই ভিত্তিহীন।

১৯। ভাষার অঙ্গ কাহাকে বলে, বুঝিলাম না। কারণ, আমরা বুঝি, ভাষা দুইটী উপাদান

লইয়া,—ধ্বনি ও অর্থ। ধ্বনি (articulated sound) অঙ্গ বা শরীর, আর অর্থ (meaning) প্রাণ বা আত্মা। ইহার অতিরিক্ত কিছু কল্পনা করা যায় না। শব্দ ও ব্যাকরণকে ভাষার দুই অঙ্গ ভাবিয়াই কি যোগেশ বাবু শব্দকোষ ও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন? আবার দুই অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনায় ভাষাজ্ঞান পূর্ণ হয় না? তাই দুই মিলাইয়া বিচার হইয়াছে। আমরা পার্থক্য বা মিল বা আলোচনার দ্বৈবিধ্য বুঝিলাম না। কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন্‌টী বর্ণাশুদ্ধি, কোন্‌টী দেশান্তরীয় পরিবর্ত্তন, কোন্‌টী আড়াই শত বৎসরের, কোন্‌টী তিন শত বৎসরের, কোন্‌টি দুই শত বৎসরের, কোন্‌টী নূতন গায়কের রচিত, আর কোন্‌টী অলঙ্কারে অনৌচিত্য, এই সকল বিচার (?) আছে। কিন্তু এ বিচারের মাপকাঠি কোথায়? "গোকুলে গোজাতী" ইহার অর্থ না বুঝায় কৃতিত্ব কি? বসন্তরঞ্জন বাবু এখানে যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বলা হইল কি? না। কারণ, তাহা হইলে সঙ্গতের অবতারণা দেখিতে পাইতাম। তবে ব্যঞ্জনামূলক একটা অর্থ মনে লাগিতেছে। বসন্তবাবু স্থানটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই; সুতরাং এটা বোধ হয়, বসন্তবাবুকে আক্রমণ। গোকুল শব্দে আমরা বুঝিয়াছি "বৃন্দাবন"—যেখানে গোপকুলের বাস। গো-জাতী বা গোজাতীয়া শব্দে বুঝি—গো-বৎ মুগ্ধস্বভাবা। ইহাই বসন্ত বাবুর অর্থ—"বিমুগ্ধা গোকুলবাসিনী"। একটু সদয় হইলে যোগেশবাবু সম্পাদকের এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে পারিতেন।

২০। এখানে বৃক্ষাদির আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের এ স্থানে অবসর গ্রহণই উচিত। তবে একটা কথা গণ্ড-যুগ-মহল। এই এক উপমা হইতেই যোগেশ বাবু বুঝিলেন যে, কবির নিবাস বাঁকুড়া। অথবা "বীরভূমও হইতে পারে।" জয়দেবও এই উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন,—

বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।

—গীতগোবিন্দ, ১০ম সর্গ।

তাহা হইলে যোগেশ বাবুর মতে জয়দেবও বাঁকুড়াবাসী। কেন, বাঁকুড়ায় কি মধূকবৃক্ষের আধিক্য নাকি? আর একটা কথা কু-শি-আ-র। এটা রাঢ়ে অজ্ঞাত বলিয়াই বোধ হয়, বসন্তরঞ্জন বাবু "লতা আম্র এবং কোশাম্র" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু পদকল্পতরু গ্রন্থে রাধা-মোহন ঠাকুরের একটী পদ আছে,—"দেখ রাধা মাধব ধারী। রতি রণ মান বিরামক যৈছন, চরবণ তপত কুশারি॥" এই রাধামোহন ঠাকুর রাঢ়ের লোক।

২১। যোগেশবাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েকটা যাবনিক (আরবী-পার্সী) শব্দ পাইয়া, ইহাকে কালান্তর দর্শন করাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে নিম্নলিখিত *শব্দসমূহ পাইয়াছি। একবার নহে, বহুবার প্রয়োগ আছে।*

পা° চাকু	چاقو	ছুরিকা	"চাকুতে কাটিয়া"
পা° জুদা	جدا	পৃথক্	"তাহা মোরে দেহ জুদা"

পা° নজর	نظر	দৃষ্টি	"নজরে নজরে পরাণে পরাণে"
পা° খুসি	خوشی	সন্তোষ	"মনে খুসি"
পা° কারিগর	کاریگر	কর্ম্মকার, নির্ম্মাতা	"কে এমন কারিকর"
বাজি	بازی	ইন্দ্রজাল	"লোক নহে রাজি কেমন সে বাজি রমণী ভুলাবার তরে। চণ্ডীদাস কয় বাজি মিছে নয় রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ?"
রাজি	رازی	সম্মত	
মহল	محل	আবাস, অন্তঃপুর	"হাবি নাপিতিনী বেশ মহলেতে পরবেশ।"
দোকান	دکان	আপণি	"দোকান দাকান মেলিল তখন"
বলা	بلا	বালাই, আপদ্	"বালাই লইয়া মরি।"
বালিস	بالس	পিধান	"অবশ আলিসে বৈসানা বালিসে"
বদল	بدل	পরিবর্ত্তন, exchange	"বসন ভূষণ হৈয়াছে বদল"
নিশান	نشان	পতাকা, পরিচয়	"পাষাণে নিশান তার সাখি" "এ সখি রঙ্গিণী কহল নিশান" "কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান"
দরিয়া	دریا	সমুদ্র, নদী	"পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়"
দাগ	داغ	চিহ্ন	"কঙ্কণের দাগ"
বাকী	باقی	শেষ, অবশেষ	"সে কালের কত বাকি"
জোর	زور	অত্যাচার, বল	
খত্	خط	পত্র, document	"দাসখত দেখাবার তরে"
তু° বাবা	بابا	(বাপা) পিতা	"মায়ের যেমন বাপার তেমন"
খরচ	خرچ	ব্যয়	"খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়য়ে উছলিয়ে বহি যায়।
শরম	شرم	লজ্জা	"আজু মঝু শরম ভরম রহু দূর॥"
বল্ (বল্কে)	بلکہ	কিন্তু, অন্যথা	"বল্কে জীবন করল পরাধিন"
শোন্	شور	শব্দ, গোল	"সোন্ সুনত"

আরও কত আছে, কে জানে ? এই সকল শব্দ বা পদ কি পরের যোজনা ? তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। মুসলমানদিগের ভাষার প্রভাব সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতেও ঢুকিয়াছে।

বাকি ও খন্দ রাজস্বসংক্রান্ত কথা। মুসলমান রাজত্বে এই দুই শব্দের প্রচারের উচ্চ মতুত্তরের আবশ্যকতা দেখি না। কামান যুদ্ধের নবাগত অস্ত্র। এদেশীয়দের ভাষায় এ শব্দও সাধারণ লোকমধ্যে প্রচারিত হইতে পারে। খাঁখার (বর্ত্তমানে বীরভূমের গ্রাঁ খেঁকার, কর্কশ ভাষায় তিরস্কার) ধ্বন্যাত্মক শব্দ। খেঁক শব্দ এখন কুকুরের চীৎকারের সহিত অর্থতঃ মিশাইয়া গিয়াছে। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে √ খক্‌খ হাসে, (ভ্বাদি পরস্মৈ অক সেট্ খক্‌খতি, অখক্‌খীৎ) ছিল। বাঙ্গালায় খক্ করিয়া কাশি হয়। ইহার যাবনিক মূল কল্পনা করিবার কোনও আবশ্যকতা দেখি না,—বিশেষতঃ পারসী অভিধানে যখন শব্দটী নাই। বিদ্যাপতিতে "কাহ নাহি সুনিয়ে এমতি খাখার" আছে। গুলাল শব্দের উদাহরণে ব্যাপকতা নাই। সং গোল শব্দের বিবিধ অর্থ —গোলঃ মণ্ডলম্ —মেদিনী। গোলঃ সর্ব্ববর্ত্তুলঃ—হেমঃ। মদনবৃক্ষঃ—রত্নমালা। গোলা— মণ্ডলম্। গোল, মণ্ডল হইতে এই শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে। কবিকঙ্কণে গুলাল আছে। অর্থ বুঝি নাই। মজুর, মজুরি, মজুরে' বীরভূমে অজ্ঞাত নহে। মুনিস-মজুর সেখানে পরিচিত শব্দ। বেরুণ আছে, বেরুণে আছে। তবে বেরুণ ও মুনিস দুইটী শব্দই সমধিক প্রচলিত। গৃহচত্বরে কোনও কাজ করিয়া যে প্রাপ্য হয়, তাহা বেরুণ। ধান-পোতা ইত্যাদি মাঠের কাজের জন্য প্রাপ্যকে মুনিসের দাম বলে। এ উপলক্ষে ৮টা ১০টা মুনিস হয়। মজুর, মজুরি কতকটা রেল বা বাজার-ঘেঁসা। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ তিনটী মজ্‌ত্বর শব্দের তিনটী বিকাশক্রম নির্দ্দেশ না করিয়া থাকিবারই কথা, বিকাশ আরবী পারসী ভাষায়ই হইয়া থাকিবে। বিকশিত রূপ বঙ্গভাষায় গৃহীত হইয়াছে। তবে 'মজুরিআ' মজুর শব্দের বঙ্গীয় উচ্চারণ। আকার শব্দ ,ও নহে। দুইটী মাত্র উদাহরণ। 'অপাব' অর্থ করিলে উভয়ত্রই অর্থসমাবেশ হয়। বসন্তরঞ্জন বাবুর অর্থও কষ্ট-কল্পিত। যাহাই হউক, প্রাচীন কালের একটা অজ্ঞাত শব্দ লইয়া কোনও মত খাড়া করা যায় না।

২২। সাধারণ আসামী ভাষার একটা প্রবল লক্ষণ যে নাকী সুর, তাহা আমরা জানি না। এখানে যোগেশ বাবু টীকাকারের উপর এতটা খড়্‌গহস্ত কেন? বৃথা পরিশ্রম কাহাকে বলে? প্রয়োজনটা কি? আমরা বলি, যোগেশবাবু একটু সার্থক পরিশ্রম করিলে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইত।

২৩। আসামী ভাষায় রচিত "নারায়ণ কবচ" ও "কলঙ্কভঞ্জন" নামক গ্রন্থদ্বয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার অনুরূপ ভাষা আছে, তাহা যোগেশবাবু আমাদিগকে দেখাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। কবি ও কালের উল্লেখ না থাকায় আমরা এ স্থলে নীরব থাকিতে বাধ্য হইলাম।

২। কবি, কাল ও দেশ

২৪। নান্নুরের কবি কেন বাসলীভক্ত হইয়া ও চণ্ডীর গান না গাহিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন গাহিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ত আমরা অবগত নহি। যোগেশবাবুও সে বিষয়ের নির্ণয়-চেষ্টা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন না। বহু বিশেষণ হইতে দুই জন চণ্ডীদাসের

[illegible] আমরা দুঃসাহস বলিয়া মনে করি। বড় হইতে বড় হয় না, বরঞ্চ বিদ্যা বড় না হয়—ইহার কারণ বুঝিতে পারি।

২৫। যোগেশবাবু আধুনিক রুচিতে যাহাকে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বলিতেছেন, তাহা সে কালের রুচি-সঙ্গত ছিল। পরবর্ত্তী কালেও ভারতচন্দ্র ঐরূপ রচনা দ্বারাই রাজকৃষ্ণ চন্দ্রের সভাসদ্‌বর্গ ও তাৎকালিক জনগণের মনোহরণ করিয়া প্রসিদ্ধ কবি হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নসমূহ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে আমরা তাহাকে চুরি বলিব। তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্‌বৃদ্ধি হয়। এই অপরাধে অভিযুক্ত করিলে বোধ হয় পৃথিবীর কোনও কবিই মুক্তি পাইবেন না। অনন্ত কবি নারদ মুনির উপহাস করেন নাই। নারদ মুনির ওরূপ বর্ণন সংস্কৃত-সাহিত্যে আছে। তবে বাঙ্গালী ঢেঁকিবাহনকে কন্দল-দোষে অভিযুক্ত করিয়া থাকে। সেটাও ভাগবতাদিতে আছে।

২৬। যৌবনের উদ্দামতা ও প্রৌঢ় বয়সের ধীরতার মধ্যে যে প্রভেদ, কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ ও প্রচলিত পদাবলীতে আমরা তদতিরিক্ত কিছুই কল্পনা করিতে পারি না।

২৮। ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া প্রণয় কামনা চণ্ডীদাসের বজকিনী প্রণয়-কাহিনী ব্যক্ত করিতে পারে। তবে সেটাও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। রুচি সে কালে ও এ কালে ভিন্নরূপ স্বীকার না করিলে উপায় নাই।

২৯। "প্রত্নলিপির সূচ্যগ্রে বৃহৎ অট্টালিকা টল্‌টল্ করিতেছে," "একা সংস্কারক মহাশয়ের উক্তি ব্যতীত পুথীর ভাষাতত্ত্বও অজ্ঞাত," "প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিলে ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার (সতীশবাবুর) ও আমার বিচারফল এক দাঁড়ায়" প্রভৃতি কথাগুলি প্রমাণ-প্রয়োগ সহ বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

৩০। "কোন্ কবিকে পরের ভাব অনুবাদ করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইতে দেখিয়াছেন?" যোগেশ বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনুবাদ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে আছে। ইহাকে চুরি বলা যায় না। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সকল কাব্যই কিছু না কিছু প্রাচীন উপকরণ লইয়া রচিত। কবির রচনাই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া জগতের লোকের মনোহরণ করে। কাব্যের উপকরণে কবির গৌরব নহে—কবির গৌরব রচনায়। কালিদাস, সেক্সপিয়র, মাল, গ্রোপ, চসার, চণ্ডীদাস, মিল্টন, মাইকেল, সকলেই কাব্যের উপকরণ যাহা পাইয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। রচনার গৌরবে জগতের মনোহরণ করিয়াছেন।

"দেশে এমন কি বিপ্লব ঘটিয়াছিল, যাহাতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদগুলি বাছিয়া বাছিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল?"—অদৃশ্য হইয়াছিল বা পূর্ব্বে গীত হইত, এ কথা কে বলিতেছেন? আমরা বলি, কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রচারবাহুল্য ঘটে নাই। কবির বাল্যকালের রচনা বলিয়া পদগুলি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই এবং সেই জন্যই ইহার ভাষাকে খাঁটি ভাষা বলা যায়। ভাবগৌরবের

অন্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন বর্ত্তমান কালের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে না পারে—কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনার জন্য গ্রন্থখানি উপাদেয়।

৩১। সতীশবাবুর সহিত আমরা একমত হইয়া বলি যে, পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসামের ভাষার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সাদৃশ্য থাকাতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার "আসাধারণ প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে।" এখানেও শাস্ত্রপ্রবৃত্তির নিন্দা ও তর্কপ্রবৃত্তির প্রশংসা করিয়া যোগেশবাবু, সতীশবাবুর মত খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যোগেশবাবুর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ ক্ষেত্রে বৃথা তর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক ধীরভাবে অনুসন্ধান করিলেই সুফল পাওয়া যায়। আমরা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে জানি যে, উত্তরবঙ্গ, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় বঙ্গভাষার বহু প্রাচীন রূপ সংরক্ষিত আছে। রাঢ়ের ভাষা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে বিবিধ সংস্কার-চেষ্টা হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতকে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জুড়িয়া যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে এমন কোনও প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা ঐ সময়ের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাকে বিভিন্ন ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায়। তাহা করিলে সংস্কৃত ভাষারও বহু শাখা কল্পনা করিতে হয়।

৩২। একই শব্দের দুই দুই রূপে দেশান্তর বা কালান্তরের অনুমান হয় বটে, কিন্তু এইরূপ বহু কাল ও বহু দেশের প্রভাব সজীব ভাষায় অন্তর্নিহিত থাকে। রূপদ্বৈবিধ্য উত্তরকালের হইলে দেশান্তর বা কালান্তর স্বীকার করিতে হয়। নতুবা এরূপ বৃথা তর্কের নিকট সকল দেশের সকল ভাষাই পরাস্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ (১) যোগেশবাবু লিখিয়াছেন,—'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'—এই পদের একটা শব্দও সংস্কৃত-সম নহে। অথচ জানি, পদটা আধুনিক। স্বীকার করি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" অধুনা-প্রচলিত কয়েকটা শব্দের প্রাচীন রূপ আছে। সে সব একত্র করিতে পারিলে যুক্তির বলসঞ্চার হইত। আমি জানিতে চাই, কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না। মনে রাখিবেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তন" কেবল 'প্রাচীন' নহে, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় 'প্রাকৃত' ও "তজ্জাত শব্দ কি পরিমাণে চলিত ছিল, তাহা ত জানি না। অন্য দিকে দেখুন, বসন্তবাবু যে সকল পুস্তক হইতে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রযুক্ত শব্দ তুলিয়াছেন, বোধ হয়, সে সবের একখানাও তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়। অতএব যে যে শব্দ প্রাচীন ঠেকিতেছে, সে সবের প্রাচীনতার মর্য্যাদা এই। বিপত্তি ঘটাইয়াছে, নবীন বা আধুনিক রূপে। প্রত্নলিপিবিদের বিবেচনায় লিপির প্রাচীন রূপ দেখিয়া পুথীর বয়স গণিতে হইবে; আমার বিবেচনায় প্রাচীন রূপ দেখিয়া গণিতে হইবে।"

এখানেও আমরা সতীশ বাবুর সহিত একমত। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" বাক্যে যে সকল প্রাকৃতজাত শব্দ আছে, তাহা আধুনিক বঙ্গভাষায় অপ্রচলিত বা প্রাচীন হয় নাই, সবগুলিই বঙ্গভাষায় প্রচলিত আছে। কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। তবে সেটা "তর্কে বহু দূর"। "তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়" কথাটায় যুক্তি কি? এই কথা দ্বারাই কি সমালোচক প্রমাণ করিতে চাহেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দসমূহের প্রাচীনতার মর্য্যাদা ৩০০ বৎসর? তাঁহার মাপকাঠি কোথায়? এরূপ গুরু বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত ওরূপ আপ্ত প্রমাণমাত্রের উপর ভিত্তি করিয়া কি প্রতিষ্ঠিত হইবে? আবার ভাষার প্রাচীনতার মর্য্যাদা শব্দ দিয়া নহে, সমগ্র দিয়া। প্রাচীনতার সময় প্রাকৃত-সাহিত্যে পাওয়া যাইবে—বঙ্গসাহিত্যে নহে। তাহাতে বহু পরিশ্রম আবশ্যক। তটস্থ ভাবে তর্ক করিয়া ফল কি? কোমরে গামছা বাঁধিয়া জলে ডুবিতে হইবে। তারপর মাটি তুলিতে পারিলে জানা যাইবে, জলের গভীরতা নির্ণীত হইল। নতুবা তর্কবিদ্যা বৃথা। প্রত্নলিপিবিদ্যা আমাদের আলোচ্য নহে—আমাদের সীমানার বাহিরে। সুতরাং বিরত হওয়াই ভাল।

২। অ-আ বানান বিষয়ে সতীশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। "দেশ-বিদেশের বর্ত্তমান ব্যবহার দেখিয়া সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুমান" ঠিক নহে। যুক্তিটী যেন এইরূপ হইয়া পড়ে,—"বর্ত্তমান কালে জাপানের লোকে ভাত খায়; সুতরাং ভারতবর্ষে ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে ভাত খাইতে জানিত না। উত্তরকালে জাপানে যাইয়া কোনও মহাপুরুষ ভাতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিয়া, ভারতে ভাতের প্রচলন করিয়া থাকিবেন।" সমালোচক মহাশয় উত্তরবঙ্গ, আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি বহু দেশে ভ্রমণের পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু নান্নুরের কবির দেশে অনুসন্ধানের অবসর করিতে পারেন নাই। "কি ঘটিয়াছে, তাহাও যেন বুঝিতেছি। কামনা জুটিয়া যুক্তির পথ রোধ করিয়াছে।" সমালোচক কামনা করিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্ত্তন বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছিল। অমনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুই চারিটা প্রাচীন বিশেষত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং ডাকঘরের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়াছেন—বর্ত্তমান কালে বিদেশে ঐ সকল প্রাচীন রূপ কিছু কিছু সংরক্ষিত আছে কি না। যেই একখানি পত্র পাইলেন "আছে," অমনি স্থির সিদ্ধান্ত হইল, "আমার তর্ক নিতান্ত অসার নহে।" আমরা সমালোচক মহাশয়কে জানাইতে পারি যে, বীরভূমে আ উচ্চারণ আছে; প্রাকৃতেও আছে এবং অল্পবিস্তর সর্ব্বত্রই আছে। অকার স্থানে আকারের উচ্চারণ বহু প্রাচীন;—প্রাকৃতের যুগে ইহার উৎপত্তি। তখন উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিমবঙ্গে বা আসামে ভাষার বিভিন্নতা ঘটে নাই। এই কারণেই পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে বিভিন্নতা বজায় রাখিবার চেষ্টায় স্ত্রীলিঙ্গে আকারের প্রয়োগ ক্রমশঃ অল্প হইয়াছে। কারণ, আকার পুংলিঙ্গ শব্দের অন্তে স্থান পাইয়াছে। 'বালা' শব্দ পুংলিঙ্গ হইলে স্ত্রীলিঙ্গে 'বালী' না করিলে উপায় কি? তৎপূর্ব্বেই হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

প্রত্যয়ে ঙীর্ন বা ॥ ৩১ ॥ ৩ ॥

প্রত্যয়নিমিত্তো যো ঙীরুক্তঃ স স্ত্রিয়াং বর্ত্তমানান্নাম্নো বা ভবতি। সাহনী। কুরুচরী। পক্ষে ঙ্যাৎ ইত্যাপ্। সাহনা। কুরুচরা॥

অজাতেঃ পুংসঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

অজাতিবাচিনঃ পুংলিঙ্গাৎ স্ত্রিয়াং বর্ত্তমানাৎ ঙীর্বা ভবতি। নীলী, নীলা। কালী, কালা। হসমাণী, হসমাণা। সুপ্পণহী, সুপ্পণহা। ইমীএ, ইমাএ। ইমীণং, ইমাণং। এঈএ, এআএ। এঈণং, এআণং॥ অজাতেরিতি কিম্। করিণী। অযা। এলয়া। অপ্রাপ্তে বিভাষেয়ম্। তেন গোরী কুমারী ইত্যাদৌ সংস্কৃতবৎ নিত্যমেব ঙীঃ॥ অর্থাৎ আকার স্থানে ঈকার হয় বটে, কিন্তু ঈকার স্থানে আকার হয় না।

কিং যত্তদোঃ স্যমামি ॥ ৩৩ ॥ ৩ ॥

সি অম্ আম্ বর্জিতে স্যাদৌ পরে এভ্যঃ স্ত্রিয়াং ঙীর্বা ভবতি॥ কীও। কাও। কীএ। কাএ। কীসু। কাসু। এবং। জীও। জাও। তীও। তাও। ইত্যাদি॥ অস্যমামীতি কিম্। কা। জা। সা। কং। জং। তং। কাণ। জাণ। তাণ॥

ছায়াহরিদ্রয়োঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩ ॥

অনয়োরাপ্ প্রসঙ্গে নাম্নঃ স্ত্রিয়াং ঙীর্বা ভবতি॥ ছাহী। ছায়া। ছাহা। হলদী। হলদ্দা॥

মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র লিখিয়াছেন,—

আদীতৌ বহুলম্ ॥ ৫ ॥ ৩০ ॥

স্ত্রিয়াং নাম্ন উত্তরে আদীতৌ বহুলং স্যাতাম্। সোহণা। সোহণী॥ সুপ্পণহা। সুপ্পণহী॥ রাহা। রাহী॥ কচিদাদেব। পিআ। বল্লহা। অসহণা। অহণা॥ মাণিণী। মাণংসিণী। হলন্তাদীদেবেতি শাকল্যঃ॥

এইরূপ বহু কাল আকার ও ঈকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বর্ত্তমান কালে ঈকারের জয়লাভ হইয়াছে। এক্ষণে সংস্কৃতসম ভিন্ন অন্য শব্দে আকারের প্রয়োগ নাই।

সমালোচক অনুসন্ধান করিলে মরাঠী, গুজরাতী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায়ও অকারের স্থানে আকারের উচ্চারণ পাইতেন। তাহা হইলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনকে তত্তৎদেশে ভ্রমণ করাইতে পারিতেন! গোড়ায় গলদ এই যে, এত দেশ ভ্রমণ করিয়াও পুথিখানা লুপ্ত! কিন্তু যে সকল বিষয় বহু স্থানে সমাদৃত হয়, তাহার বহু সংস্করণ হওয়াই স্বাভাবিক। মাণিকচন্দ্রের গান বহু স্থানে গীত হইয়া বহু গ্রন্থ প্রসব করিয়াছে। শূন্যপুরাণেরও বহু পুথি, বহু পাঠান্তর। কবিকঙ্কণেরও অসংখ্য পুথি। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই এক কথা। প্রচার-বাহুল্য হইলেই সংস্করণ-বাহুল্য।

৩। অনুজ্ঞায় আনিআর, কহিআর ইত্যাদি রযুক্ত ক্রিয়াপদ রাজবংশী ভাষায় আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। সমালোচক মহাশয় উদাহরণ সংগ্রহ করিলে ভাল হইত। তাহা না করায় একখানি পত্রের উপর তাঁহার অতিরিক্ত আস্থা প্রকাশ পাইয়া কামনার উদ্দামতা ঘোষণা করিতেছে। এখানে তাঁহারই ভাষায় বলা যায় যে, যিনি বলিবেন রাজবংশীতে আছে, তাঁহাকে প্রমাণ দিতে হইবে। সমালোচক মহাশয়ের তর্ক বোধ হয় এই যে, "ছিল না" এ কথার আবার প্রমাণ কি? "ছিল না" বলিয়া দিলেই হইল। কিন্তু "ছিল" বলিতে গেলেই প্রমাণ চাই।

৪। সতীশ বাবু প্রাজ্ঞ। তাই তিনি বাঙ্গালা, হিন্দী, মৈথিল, তিন ভাষাতেই একই ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির একাধিক প্রয়োগ দেখিয়াছেন। সমালোচক মহাশয় অতি-প্রাজ্ঞ। তাই তিনি ঐরূপ বিভিন্ন প্রয়োগকে "অর্থ এক হইলে কেবল দেশান্তর নয়, কালান্তরের ফল" বলিয়াছেন। ভাষা যে দেশ-কালান্তরের চিহ্ন বহন করিয়া আসে এবং পদ্যে যে ভাষা সংযত হয়, তাহা ভাবিলেন না।

৫। শব্দের ও বিভক্তির দুই দুই রূপ দেখিয়া সমালোচক মহাশয় দেশান্তর, কালান্তর, দেশকালান্তর বা কব্যান্তরের কল্পনা করিয়াছেন। সতীশবাবু কিন্তু কালান্তরের একাধিক শব্দ ও বিভক্তির রূপের নিদর্শনকে ভূগর্ভস্থ নানা যুগের প্রাণিসমূহের কঙ্কালের সহিত উপমিত করেন। কিন্তু সমালোচক মহাশয় বলেন, "কথাটা সত্য, যদিও দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই।" তাঁহার মতে "ভাষা যেমন নদীর তরঙ্গ।" দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার যুক্তি গ্রহণ করিতে অক্ষম। সতীশবাবুর যুক্তির যেমন গাম্ভীর্য্য, উপমারও সেইরূপ গুরুত্ব। ভাষা নদী-তরঙ্গের ন্যায় অত চঞ্চল নহে। তরঙ্গে দাগ বসে না। ভাষা যুগ-যুগান্তরের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির প্রভাব নিজ অঙ্গমধ্যে সাদরে সংরক্ষিত করে। বহু কালেও সকল প্রভাব তিরোহিত হয় না। সতীশবাবুর ভূগর্ভস্থ কঙ্কালও সেই প্রকার—মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও পূর্ব্বরূপ সংরক্ষণ করে। লোপ পাইতে কত কালের আবশ্যক হয়, কে বলিতে পারে? অনৈতিহাসিক যুগে আর্য্যজাতিসমূহের একত্র বাস, তাঁহাদের সভ্যতা, রাষ্ট্রপরিচালন-পদ্ধতি, কৃষিকর্ম্মশীলতা, পশুপালন, গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি, সমুদ্র হইতে বহু দূরে নিবাস, দেবদেবী কল্পনা প্রভৃতির কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। একমাত্র ভাষা কালের প্রভাবে জর্জ্জরিতদেহ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও ক্ষীণস্বরে মানবের অতীত যুগের কর্ম্ম-কলাপের সাক্ষ্য দান করিতেছে। নদীতরঙ্গ বা জলবিম্বের সহিত ভাষার তুলনা অতি অসঙ্গত। এ যেন অকস্মাৎ ভূম্যুত্থিত তর্কবিদ্যার সহিত অনন্তকাল-পূজিত শাস্ত্রপ্রবৃত্তির তুলনা। তপ্ত ও গরম দুইটি শব্দের মধ্যে বর্ত্তমান কালে নবাগত গরম শব্দটীরই সমধিক প্রতিষ্ঠা। গরম ভাত, গরম জল, গরম বাতাস, গরম মেজাজ, গরম লুচি, গরম মুড়ি, গরম ঘি, গরম গরম পাঁপড় ভাজা, গরম চা প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বত্রই গরমের আদর। কিন্তু তাই বলিয়া তপ্ত লুপ্ত নহে। তপ্ত খোলা, তপ্ত বালি, তপ্ত ভাত, তপ্ত লোহা, তপ্ত কাঞ্চন, তপ্ত তৈল প্রভৃতিতে তপ্ত আশ্রয় লইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে হট্ টি, হট ওয়াটার, হট ডিস্কাসান (discussion) প্রভৃতিও শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গভাষায় প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। আমরা রাগিলে

রাগের কারণভূত ব্যক্তিকে নরম-গরম শুনাইয়া দিই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা, কৃষ্ণকে খর-শীতল শুনাইয়াছেন। প্রাচীনের দুর্বাভবন ও নবীনের অভ্যুত্থান ভাষার নিয়ম হইলেও প্রাচীনের তিরোধান সহজে হয় না। অন্তত পক্ষে নদীতরঙ্গের ন্যায় অকস্মাৎ হয় না।

সমালোচক মহাশয় সম্পাদক মহাশয়কে অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায় অনুমোদন করাইতেছেন কি প্রকারে, তাহা আমরা বুঝিলাম না। পদাবলী ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবে আমরা এমন কোনও বিভিন্নতা দেখি না, যাহাতে ঐ দুই বচনা অভিন্ন ব্যক্তির নহে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে পারে। জনশ্রুতিদ্বয়ে কোনও বিরোধ দেখি না। নান্নুরে জন্ম হইলে তখন ছাতনায় মাতুলালয় হওয়া অসম্ভব নহে—তখন নান্নুর ও ছাতনা এক বিষ্ণুপুর-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রাজধানী গমনের আবশ্যকতায় ছাতনা-নান্নুরের দূরত্ব লোপ করিতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন অনন্তনামা গায়নের পুথি কি না, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই; তবে চণ্ডীদাসের ভণিতা পদে পদেই আছে; এত আছে যে, অনন্ত থিওরি স্থান পায় না।

"প্রাপ্ত পুথিতে যে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড আছে, তাহাই যে চৈতন্য-প্রভুর সময় প্রচলিত ছিল, এ কথা বলিবার হেতু নাই" বলিবার হেতু কি? অন্য দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদির সন্ধান কি সমালোচক মহাশয় পাইয়াছেন? এখন পর্য্যন্ত যখন অন্যতরের প্রতিষ্ঠা নাই, প্রতিদ্বন্দ্বীই নাই, তখন তুলনা চলিবে কি প্রকারে?

সমালোচক মহাশয় বড় কড়া কথা লিখিয়াছেন,—"কবি চন্দ্রাবলীর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা হইতে চন্দ্রাবলীর প্রভেদ জানিতেন না।" বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহাতে চন্দ্রাবলী ও রাধা বস্তুতঃ অভিন্না। শ্রীকৃষ্ণের দর্পহারিত্ব প্রতিপাদন ও রাধার দর্পহরণ, এই দুই উদ্দেশ্যে এক রাধা দ্বিধা হইয়া গুণাতীতা রাধা ও ত্রিগুণময়ী চন্দ্রাবলীর সৃষ্টি করিয়াছে। ভাগবতে রাধা নাই, চন্দ্রাও নাই। পরবর্ত্তী কালে যে কল্পনা হইয়াছে, তাহাতে কবিত্ব ও মাধুর্য্য আছে।

"কবি কৃষ্ণ ও কল্কী অবতারের ক্রম জানিতেন না" কথাটী প্রমাণ-সাপেক্ষ। সমালোচক মহাশয় কৃষ্ণ অবতার কোথায় পাইলেন?

"মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কির্দশ স্মৃতাঃ॥"

"রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ" পাঠান্তর আছে কি? আমাদের কবি অতি অসঙ্কোচে অবতার-ভূত বলভদ্রের দ্বারা কৃষ্ণের চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া এবং "কৃষ্ণ" অবতারের নাম না করিয়া দেখাইতেছেন যে, তিনি "কৃষ্ণকে" অবতার-ভূত করিতে পারেন নাই। ভাগবতে ইঁহারা অংশ অবতার; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম—অবতার নহেন। অবতার-দশকের নয়টীর নাম করিয়া এবং নিজের নামটী বাদ দিয়া, বলভদ্র কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া যে "এবে উপজিলা কংশ বধের কারণ" বলিতেছেন, তাহাতে উৎকৃষ্ট কবিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা বুঝিতে না পারায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আবিষ্কারক ও সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থমধ্যে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ভাল হয় নাই। আমরা এত কাল জানিতাম, কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে পুথির আদর্শানুরূপ পাঠ আছে। কিন্তু

আজ যে একটী ব্যতিক্রম প্রকাশ পাইল, তাহার জন্য সম্পাদক মহাশয় দায়ী। তবে তিনিও উপক্রমণিকা ও টীকায় পরিবর্ত্তনের কথা সকলের গোচর করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার উচিত ছিল, মূল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া টীকায় স্বীয় অভিমত প্রকাশ করা। কারণ, টীকা ও ভূমিকা অনেকেই দেখেন না। প্রথম বারে আমরাও দেখি নাই।

পরের ভুল ধরা যেরূপ সহজ, নিজের ভুল স্বীকার করা তদপেক্ষা কষ্টদায়ক। স্বর্গীয় কবির শান্তিভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে দূর হইতে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, 'ওহে কবি, শুন। তুমি যখন কৃষ্ণ ও কল্কি অবতারের ক্রম জানিতে না, তখন তোমার গানে, বোধ হয়, আরও ভুল পাওয়া যাইবে (যদিও সেটা অন্বেষণ করিবার অবসর আমাদের নাই)। চন্দ্রাবলী উৎকৃষ্ট কবির সৃষ্টি। তুমি বাপু তার ধার দিয়াও যাও নি। তুমি মানের পালা জান না, অথচ বৃন্দাবন-খণ্ডে এক ব্যর্থ ভাণ করিয়াছ।" এরূপ সমালোচনার সমালোচনায় প্রবৃত্তি হয় না। সমালোচক মহাশয় যে কবির এত নিন্দা করিতেছেন, আমরা তাঁহার কবিত্বের মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি। যতই দেখি, ততই সুন্দর সুন্দর পদ চোখে পড়ে। যে কবি যৌবনে এই সকল কবিতা লিখিতে পারেন, তিনিই বয়ঃপ্রাপ্তিতে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী লিখিতে পারেন। সামান্য কবির পক্ষে এরূপ কবিত্ব রচনা করা অসম্ভব। চণ্ডীদাস হৃদয়-রাজ্যের ঈশ্বর। তাই তিনি বিদ্যাপতির অনেক উচ্চে আসন লাভ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির রচনা অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়াছে, শব্দের যোজনায় কর্ণ-সুখাবহ হইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাস ভাষার আড়ম্বর বা পাণ্ডিত্যের অভিমানে দৃপ্ত হন নাই। মনের কথা, বুকের ব্যথা সরল ভাষাতে যেমন ব্যক্ত হয়, পাণ্ডিত্যে তাহা হয় না। সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে না পারিলে চণ্ডীদাসের স্মৃতি এত কালের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া জাগরূক থাকিত না। আমাদের চণ্ডীদাস পণ্ডিত-শ্রেণীর জন্য লেখনী সঞ্চালন করেন নাই। অশিক্ষিত গোপালক ও গোপবধূগণের উদ্দেশে যে ভাষা, তাহাতে পাণ্ডিত্যাভিমান অন্বেষণ করা বৃথা। পাণ্ডিত্য প্রকাশ অভিপ্রেত হইলে চণ্ডীদাস সংস্কৃত লিখিতেন; সে কালে বাঙ্গালার সমাদর করিতে পারিতেন না। একটা উদাহরণ দেখুন। আমাদের কবি অশিক্ষিতা গ্রাম্য-রমণীর মুখে ভাদ্র মাসের বিরহ-কষ্ট বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন,—

ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবে কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক॥—৩৯৩ পৃঃ।

বিদ্যাপতি পণ্ডিত; তিনি পণ্ডিতোচিত ভাষায় লিখিলেন,—

কুলিশ শত শত- পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি জাওত ছাতিয়া।

সরলা গোপবালার মুখে এত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভাষা কি স্বাভাবিক ? না প্রাণের আবেগসম্ভূত ? অতঃপর আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের কতিপয় বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে, তাহা অদ্যাপি বীরভূমের গ্রাম্য ভাষায় প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ কতিপয় শব্দের উল্লেখ করা যাউক।

১। আজোল (স্ত্রীলিঙ্গে আজুলী), বিশেষ্য পদ আজুলোমি, আজুলি ; অর্থ—নেকা, নেকী. নেকামী। দেখি তোহ্মাক আজলী। পর কাজে তোঁ বিকলী ॥ ২১ পৃঃ। আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী হের পাঞ্জী পরমাণে ॥ ৩৭ পৃঃ। হেন সে আজল দেবরাজে ॥ ২৪৭ পৃঃ।

২। আথান্তর=বিপদ্, বিষম সমস্যা। আহ্মা দুখমতী লআঁ ভৈল আথান্তর। ৯৬ পৃঃ। তোহ্মা দেখী বাধাব না কর আথান্তর ॥ ২১৯ পৃঃ। আজী কৌণ আথান্তর করিবেক রাধা ॥ ৩২৩ পৃঃ। বীরভূমে "আথান্তর হওয়া", "আথান্তর করা", "আথান্তরে পড়া" হয়।

৩। আঁধ্‌লা=কাণা, রাতকাণা। কামে আন্ধল হআঁ বাট নাহিঁ দেখ। ৯৪ পৃঃ

৪। আপ্‌চো=অপচয়। সব ঠাঁয়ি আপচয় কৈল মোর হরী। ১৯৪ পৃঃ

৫। আমোল=অম্ল। ক্রিয়া—"আমলানো"। ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী। ১৭৫ পৃঃ

৬। আলপাই ধরেছে=যেরূপ কাজ করিতেছে, তাহাতে এ বেশী দিন বাঁচিবে না। মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ। ৬৫ পৃঃ

৭। ওঁঝোট হোঁচোট্=চরণাগ্রে আঘাত। হাঁচী জিঠী আয়র উঝট না মানিলোঁ। ৩১৮

৮। উ'ব্‌বার কাপড়। বীরভূমের নিম্নশ্রেণীর লোকে জারে কাঁথা ও'রে। কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ। ৩৯২

৯। কুটুরি=মেটে পাথরের বড় বাটি। বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল কুচ উলট কটোরে। ৯১

১০। ক'নে—কন্যা, পাত্রী। নেয়ে শব্দ অপ্রচলিত : মেয়ে=স্ত্রী।

১১। থাবল=এক হাতে যতগুলো ধরে। ঝিকিলেক রাধা কবল দস হাটাল। ২৬৬

১২। কাঁক্‌নি=কঙ্কন। হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চলীতে দেএ টান। ৮৬

১৩। কাঁচো=অপক্ক। কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ। ৬৯। কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএ পাএ ॥ ৪৩। কাঁচ ফল ভাঙ্গিলেঁ কিছু রস না পাই। ১১৮

১৪। কেনে=কেন ? কি জন্য ? কৃষ্ণকীর্ত্তনে "কেহ্নে"।

১৫। খাপুরী=মৃণ্ময় পাত্রবিশেষ। হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী। ৩১৮

১৬। খেড়=খড়। খেড় আগুনী এক কবিআঁ। বড়ায়ি গেলী এক ভিতে। ১৩১

১৭। খোজ=খোঁজ। খোজিলেঁ আহ্মা পাইবেঁ নাহি। ৮৪। সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহ্নাঞি। ৮৬। মোর থানে খোজসি। ৩২৫। বিরহে বিকলী খোজো মো নান্দের পোএ। ৩৭২

১৮। গজমুতী হার। সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী। ৫৮। গিএ শোভে গজমুতী। ৯০। মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী। ১২২। তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতী হার। ৮৫৪

১৯। গ'ল্=গোয়ালা। কলিকাতার গয়লা। বীরভূমের উচ্চারণ ইংরাজী Gaul শব্দের ন্যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'গোআল' আছে। ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৬ ইত্যাদি। "গোশালা" শব্দজ "গোআল" বীরভূমের উচ্চারণে "গো'ল্"। "খো'ল্"(দধিপিষ্টক)বৎ উচ্চারণ।

২০। ঘসি=গোময়পিষ্টক। একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ আরে কেনা জালে ফুকে। ৩৪৯

২১। ঘুসুঘুসিয়েঁ=মৃদু মন্দ ভাবে। এবেঁ ঘুস ঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন। ৩৩৫

২২। সিঁয়ে=আসিয়া। অন্য ক্রিয়ার সহযোগে ব্যবহার। আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ। ১৪৬। আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ। ১৫২

২৩। চামড় (ট)=চর্ম্মসদৃশ অভঙ্গুর বা চর্ম্মসংলগ্ন। যথা, চামড় কাঠ, চামট এঁটোলি। চামড় কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ। ১৭৭

২৪। ছিনারী, ছেনারী=কুলটা। পামরী ছেনারী নারী। ৮৩। নটকী গোআলী ছিনারী পামরী। ৩১৮। ছিনারী পামরী নাগরী রাধা। ৩৭১

২৫। জোরো=জররোগী। জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন কচক আম্বল। ৪৯

২৬। জুৎ=শ্রী, শৃঙ্খলা। রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ। ৩০৬

২৭। ঝাঁও—ঝামা (প্রস্তরভেদ)। ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ। ১৫৮

২৮। মাছ জীয়েঁ রাখা=জীবিত করিয়া রাখা। বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে। ৩২৯

২৯। কচাল, খচল=বিবাদ। বাক্‌কলহ, ঘ্যাড়া, বিড়ম্বনা। বুঢ়াহ কচাল কাহ্নাঞিঁ তেজ মোর আশে। ৭০। না কর কচালে॥ ৮২। কিকে কাহ্নাঞিঁ করহ কচালে। ৮৩। কচাল না পাত তোহ্মে ··১১৩। কিসক করহ কচালে। ১৪৯

৩০। ঠেঁটী=দুষ্টা, লজ্জাহীনা। ঠাঠী বড় গোআলিনী তো। ৩২৫

৩১। ডালি=বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। তাম্বুলে ভরাআঁ ডালী। ১৮। ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালী। ১৪। ডালি ভরাআ ফুল পানে। ১৬। ডালী ভরী ফুল পানে। ৩৩৬

৩২। ঢুঁসিয়েঁ=ঢুঁ মারিয়া। মুণ্ডে মুণ্ডে ডুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা চেলে। ৮৬

৩৩। তিনাঞ্জলি, তৃণাঞ্জলি=বিদায়, ত্যাগ। আজী লাজক দিআঁ তিনাঞ্জলী॥ ১৮৫। লাজে দিআঁ তিনাঞ্জলী। ২২৭। তার নেহে তিনাঞ্জলী দিআঁ। ৩৩৭

৩৪। তেলানী, থেলানী=হাঁড়ী। তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল॥ ৬৯

৩৫। তেরছ=বক্র। তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক্‌ আশে। ৩৭০

৩৬। থান (স্থান)=দেবভূমি। অর্থসঙ্কীর্ণতা ঘটিয়াছে। আপণা চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা। ২৪

৩৭। গভীর জলে "থা" পাওয়া। কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল। ৫

৩৮। দ'=দহ। দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল। ৩৪৫

৩৯। দুআর=দ্বার। যাইবোঁ রাজদুআরে। ১২৬

৪০। দুগুন=দ্বিগুণ।

৪১। নটী, লটী=কুলটা, বেশ্যা। নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে। ৩৯৬। নটকী গো-আলী। ৩১৮

৪২। নাচুনী=নর্ত্তকী। গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী। ২৪২

৪৩। নাছ=বহিরঙ্গন, বহির্দ্বার। নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন। ৩০৯

৪৪। নিশেশ=নিশ্বাস। নিশাশ এড়িতে মোকে দেহ অবসর। ২৯১

৪৫। পণী=কুম্ভকার-চুল্লী। যেন উয়ে কুমারের পণী। ৩৪২। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী। ২৯৪

৪৬। পত্যাশ্—প্রত্যাশা। বিশেষণ—পত্যাশী। যদি সুরতীক তোর আছে পতিআশ।১৯৮

৪৭। পরখিয়েঁ দেখা=পরীক্ষা করা। কোপ ছলেঁ পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে। ৩০৮

৪৮। পহুরী=প্রহরী। তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল। ৫

৪৯। পাকুড় (লাল অশ্বত্থ), নাকুড় (সাদা অশ্বত্থ)। পাকড়ী নাকড়ী বন সোণাকড়ী। ২০৭

৫০। পাতল—পাতলা। হার পেলাহ পাতল হউ তন। ১৫৯

৫১। পাস্তর=প্রান্তর, মাঠ। তে-পান্তর। মাঝ পান্তরে বাট কাঢ়ায়িআঁ। ১৩০। ভর পান্তরে তিরীবধ করে। ১৩১

৫২। পুটুলী=খুঁচ্‌কি। পোঁটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।

৫৩। ঝুকুরে' মরা=চীৎকার করিয়া ক্লান্ত হওয়া। বাহা বাহা করি তবেঁ রাধিকা ঝুকরে। ১৫৭

৫৪। ঝুরিয়েঁ দেওয়া=ঠিকা চুক্তি করিয়া দেওয়া, পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া। ঝুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেঁসি একো কাজ। ১৭৬

৫৫। বো'ল ফুল=বকুল ফুল। বহুল মহুল সেআলী। ২০৬। খোঁপাত উপর তোর বউল মাল দেখী। ১০৪। পিন্ধি বউল পুষ্পের হার। ৩৪১

৫৬। বর গাছ=বটবৃক্ষ। খদির পিওার বর। ২০৭

৫৭। বাহুঠী, বাউঠী, বাওটা=বাহুভূষণ। হাথের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুঠী। ১৩৪। সোবন বাহুঠী পহ্নী রূপসী রাধিকা। ১৪৪

৫৮। আঙ্গুঠী=অঙ্গুরী। কনক কঙ্কন নিলেঁ আঅর আঙ্গুঠী॥ ১৩৪

৫৯। বীদ্=ছিদ্র। সাতগুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম। ২৯২

৬০। বিনিয়েঁ বিনিয়েঁ কাঁদা=সুর করিয়া রোদন। করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী। ২৩৩

৬১। বিয়েণ বেলা=প্রাতঃকাল। তাম্বাচুড়া রাএ হৈল বিহাণ। ২৫৮। বিহাণ আইলাহোঁ হৈল দুঅজ পহর। ২৮৬

৬২। বুলুক=বলুক। √বুল=√বক্। দানের আন্তরে কাহ্নাঞি বুলুক বচন। ৫২

৬৩। বোলাবুলি করা=পরস্পর কহা। বোলাবুলি (বলিতে বলিতে) রাধিকা পাইল নিজঘর। ২৫১

৬৪। ভরস=ভরসা, প্রবোধ। হৃদয়ে ভরস কর। ৩৪৫

৬৫। ভার=ভার-বহন-দণ্ড ও সিকা। সুচাঁছে চাঁছিল ভার দুই মুঠী। ১৬৮

৬৬। ভিনু=ভিন্ন, পৃথক্। লেখা করহ ভিন ভিন দাগে। ১২৩

৬৭। খাড়ু=করাভরণ। 'কটক' শব্দজ।

৬৮। পুকুর মারা=জলসেচনপূর্ব্বক জলশূন্য করা। ঝাঁট মার পাণী। ১৫৬

৬৯। রুখু=রুক্ষ। যথা—রুখু মাথায় তেল। না বোল না বোল রুখ বাণী। ২৪৮

৭০। সুগুনী=শকুন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সগুণী=নিমিত্তজ্ঞ, শাকুন।

৭১। সজ্=উপহার। "ভাত সজি করা।" "পাণ সজি করা," "পাণ সজিয়েঁ খা"। ভার সজ করিবারে করিলান্ত মন। ১৬৮। এবেঁ সজ করু কাহ্ন আপণে পসার। ১৭৯। পসার সজাআঁ লৈল ঘৃত ধোল দহী। ১৭০

৭২। সতন্তরী=স্বাধীনা। এ কালের বহু সব নহে সতন্তরী। ২০১

৭৩। সতর=সতর্ক, সাবধান, চতুর। সত্বর হআঁ রাহি থাক মাঝ নাএ। ১৫৭। বুলী চোর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে। ৩২০

৭৪। সমাই, সোমাই=সবাই। সন্ধাই চরিলে নাঅ না সহিব ভরা। ১৪৫। সন্ধাঞিঁ চলিলা বড় মনের হরিষে। ২০৪। সন্ধাঞি যুগতি করি। ১৪৫। সন্ধেঞিঁ চাহেন্ত তোক। ২৫৩

৭৫। সান কাড়া বা দেওয়া=ঘোমটা টানা। মাঙ্গে সুরতিদান সান দেই মাথে। ৮৭

৭৬। সিয়ান, সিয়ান ঠগ্=চতুর। তোহ্মেঞিঁ বড় সিআন। ৩২০। আতি বড় সিআন সে কাহ্নে। ৩৭৫।

৭৭। সেজা, সীজ=শয্যা। নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ। ৩৫৩

৭৮। হাকুলি বিকুলি=অতিব্যগ্রতা। বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল। ৪৯

৭৯। হালা=কাঁপা। ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা॥ ১৬০। ভঞেঁ হালে বড়ায়ির আস্তরে॥ ৩৮৯

৮০। হের=এইখানে। হোর=ঐখানে। হের ভাল ফুল হোর ভাল ফল। ২১৩

৮১। হিঁচোল, হেঁচল=আকস্মিক আকর্ষণ। হিঁছোলেঁ লএ পরাণে। ১৩১

৮২। কতি=কোথায়। ২২২, ২৩২

৮৩। আমারা—২০২। তোমারা—২৩২

৮৪। নোটন খোঁপা—১৩১

৮৫। ভর যুবতী, ভর যৌবন—১৩১

৮৬। পাশে=দিকে ১৮৬

৮৭। মিছে ছাঁচা ১২৪ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বীরভূমের ভাষায় সংস্কৃত 'ভূ', প্রা° 'ইঅ' স্থানে য়েঁ, ইয়েঁ হয়। ব্যঞ্জনের সহিত যোগ থাকিলে হয় না। হয়েঁ, খেয়েঁ, যেঁয়ে, দিয়েঁ, কয়েঁ, পাঠিয়েঁ, সজিয়েঁ, হারিয়েঁ, পেয়েঁ,

ভরিয়েঁ, পালিয়েঁ, রয়েঁ, সয়েঁ, খুয়েঁ, ফুরিয়েঁ ইত্যাদি। কিন্তু রেখে', করে,' ধরে', মেরে' ইত্যাদি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই সানুনাসিকতা একটু ব্যাপক ভাবে আছে। ব্যঞ্জন সম্পর্ক থাকিলেও সানুনাসিক।

সংস্কৃত বিধিলিঙ্‌এর অনুরূপ একপ্রকার ক্রিয়াপদ বীরভূমের ভাষায় প্রচলিত আছে। হোথা যেয়ে না (ওখানে যাইতে নাই), ভাইকে না দিয়েঁ খেয়ে না (খেতে নাই), যে আমাকে এত কষ্ট দিলে, তার কুষ্ঠব্যাধি হ'য়ে (হউক), সে যেনে দুটী চোখ খেয়ে, তোর দাদা যেনে না এসে, আগুনে হাত দিয়ে না, ইত্যাদি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার অনুরূপ অসংখ্য প্রয়োগ আছে। যথা,—"পুণ্য কইলে স্বগ্‌গ জাইএ, নানা উপভোগ পাইএ।" "কাহ্নাঞিঁর নেগা রাধা বড় পুনে পাইএ। মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ॥" "ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ॥" হইয়াছে, গিয়াছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদের স্থানে বীরভূমে হ'ল্‌ছে, গেল্‌ছে প্রভৃতি হয়। ইহা মিথিলার অনুরূপ; এই লকারাগম সর্ব্বত্র হয় না। যে সকল স্থানে ইদানীন্তন কালে কথিত ভাষায় মকারের প্রয়োগ আছে, সেই সকল স্থানে হয়। যেমন হয়েছে—হ'ল্‌ছে, গিয়েছে—গেল্‌ছে, এয়েছে—আ'লছে, করিয়েছে—করা'ল্‌ছে, ভরিয়েছে—ভরা'ল্‌ছে; এইরূপ হ'ল্‌ছিল, গে'ল্‌ছিল, আ'লছিল, ইত্যাদি অতীত (অনদ্যতনী) রূপ। মকার সম্পর্ক না থাকিলে হয় না; যেমন করেছে, ভেবেছে, মেরেছে। কিন্তু ম'ল্‌ছে (মরেছে), খেঁয়েঁছে (খেয়েছে)। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ফুটিল্‌ছে, বহিল্‌ছে, আলিছিল আছে।

একটী স্থলে আমরা সম্পাদক মহাশয়ের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি নাই। নিম্নে সে স্থল উদ্ধৃত হইল।

"হসিত বদন কর রাধা ল
আল ধরিলোঁ তোর আঁচলে।
হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই
হরিএ ভুঞ্জে কমলে॥"—১২৯ পৃঃ

এখানে সম্পাদক মহাশয় অবসই=অবশ্যই করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অর্থসঙ্গতি হয় কই? মূল পাঠ দেখিয়াই আমাদের মনে হইল যে, অবসই ক্রিয়াপদ। তাহার পর দেখি, ১৩৭ পৃষ্ঠায় আছে, "হংসে যেহ্ন সবোবর বিগুতিল, বড়ায়ি ল, তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে।" এখানে সম্পাদক মহাশয় টীকা করিয়াছেন, "হাঁস যেমন পুকুরের জল তল-উপর করে, কানাইও তেমনি রাধাকে (নাস্তা-নাবুদ) করিল। বিগুতিল—আলোড়ন করিল।" আমরা বলি, এইরূপ অর্থই উদ্ধৃত স্থলে সঙ্গত হইবে। এখানে অবসই=(সং অব+সো ধাতু+তিপ) অবস্তৃতি, অবসান করে, একশেষ করে, তল-উপর আলোড়ন করে অর্থাৎ যথেচ্ছ উপভোগ করে। আর হরি শব্দের বহু অর্থ হইলেও এখানে কমলের কবি-প্রৌঢ়ি-প্রসিদ্ধ নায়ক "সূর্য্য"ই অর্থ। এইরূপ করিলে একটা সুস্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। "রাধা, বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া একবার হাসিমুখ কর, এই আমি তোমার অঞ্চল স্পর্শ করিলাম। উপভোক্তা ও উপভোগ্য একত্র হইলে

উপভোগ অবশ্যম্ভাবী। সরোবর দর্শনে হংস কি স্থির থাকিতে পারে? নামিয়া সরোবরের জল তল-উপর করিয়া স্নান করে। কমলিনীনায়কও কমল পাইলেই উপভোগ করে। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, তোমার এড়ান নাই।" সম্পাদক মহাশয়ের অর্থ গ্রহণ করিলে অন্বয়টা এইরূপ হয়,—"হরি হংস-সরোবর পাইলে অবশ্যই কমলকে উপভোগ করে।" "হংস-সরোবর' না হইলে কি "রবি-কমলিনীর" মিলন হয় না? আমাদের বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় এ স্থানটী এড়াইয়া গিয়াছেন। কারণ, তাহা না হইলে হরি শব্দের অর্থ টীকায় পাইতাম।

সমালোচক মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক মহাশয়ের অতিপরিশ্রমে বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, কৃষ্ণকীর্ত্তনে বহু পরিশ্রম আবশ্যক হইবে, একজনের পরিশ্রম কখনই যথেষ্ট হইবে না। উদ্ধৃত স্থলে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ অনেক স্থলে সম্পাদক মহাশয় অনেক শব্দ "অর্থ বুঝা গেল না" বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর তিনি যাহা অভ্রান্ত মনে করিয়াছেন, তাহাতেও ভ্রম-প্রমাদ নাই, এ কথা কে বলিবে?

বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে লুপ্তাধিগত রত্ন। একমাত্র এই পুথিখানির আলোচনায় বঙ্গভাষার অভিব্যক্তি বিষয়ে অসংখ্য লুপ্ত সূত্রের উদ্ধার হইবে। কত শব্দ, কত শব্দার্থ, কত শব্দসঙ্ঘ, কত বিভক্তির ঐতিহাসিক পরিচয় এই পুথিতে পাওয়া গিয়াছে! আর আলোচনা করিলে আরও কত কত বঙ্গভাষাবিষয়ক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

কার্য্য-বিবরণী

পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, ১লা জুন ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৮টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্, শ্রীযদুনাথ সরকার এম্‌এ, পি আর এস্, মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পিএচ ডি, রায় শ্রীকিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীকেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্, শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম এ, বি এল্, শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এফ আর ই এস (লণ্ডন), শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডাঃ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি এচ ডি, ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, পি এচ্ ডি, পি আর এস্, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্, এম আর এ এস্, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, কবিরাজ শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীগিরিজাকুমার বসু, শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্ সি, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এফ আর এ এস্, শ্রীনিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীভূদেশ্বর শ্রীমানী বি এল্, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যাবিনোদ, শ্রীহবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীতারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীদেবেন্দ্রশঙ্কর সেন গুপ্ত, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ বসু বি এল্, শ্রীষতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরিপদ মাইতি এম্ এ, শ্রীসুরেলকুমার বসু, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীবামাচরণ মজুমদার, শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীদিজেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, শ্রীনবীগোপাল শীল, শ্রীনিরঞ্জন সিংহ, শ্রীকালী-

কুমার বসু, শ্রীকুমুদবন্ধু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার, জে, এন, গুপ্ত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, এস, মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যচরণ নন্দী, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুগল-গোপাল চৌধুরী, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, বি, মুখার্জি, কে এন্, মজুমদার, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্ —সম্পাদক।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত দশম মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভাপতির অভিভাষণ। ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচন। ৫। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৬। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত চৌদ্দটি প্রাচীন রৌপ্য-মুদ্রা। (খ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক উৎকলাধিপ দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রশাসন। ৭। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয়-প্রদত্ত (ক) পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত এল্, লিণ্টার্ড এবং (খ) পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র। ৮। পুরস্কার ও পদক বিতরণ। ৯। পঞ্চ-বিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ১০। ২৬শ বর্ষের আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন ও অনুমোদন। ১১। (ক) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, পত্রিকাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাধ্যক্ষ, ছাত্রাধ্যক্ষ, চিত্রশালাধ্যক্ষ এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব। ১২। ২৬শ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন। ১৩। শোক-প্রকাশ—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দিনাজপুর), বঙ্কিমচন্দ্র রায় (আজিমগঞ্জ), নীলকান্ত রায় (খোসবাসপুর), রামগোপাল সিংহ চৌধুরী (রসোড়া), কাশীকান্ত মৈত্রেয় (কাশী), হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), যাদবগোবিন্দ রায় (কলিকাতা), জিতেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা), শরচ্চন্দ্র দেব বি এ (কলিকাতা), মণিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা), কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি এ (কলিকাতা), বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং অমরচন্দ্র দত্ত (ময়মনসিংহ) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১৪। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য দার্জ্জিলিঙ্ গমন করায় অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে অষ্টম ও নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণদ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, তিনি শারীরিক অসুস্থতা এবং সময়ের অল্পতা-বশতঃ তাঁহার অভিভাষণ লিখিতে পারেন নাই এবং সময়ান্তরে তাঁহার অভিভাষণ পাঠের ব্যবস্থা করিবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, পরিষদের পুথিশালা হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একখানি পুথি হইতে অমর কবি চণ্ডীদাসের পরলোক-গমনের বিবরণ পাঠ করিলেন। (এই বিবরণ ২৬শ ভাগ পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের নিয়মানুসারে ৫ বৎসরের জন্য (১৩২৬—১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত) সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (পুনর্নির্ব্বাচিত)

(২) „ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩) „ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৫। (ক) নিম্নলিখিত পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

(খ) নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল এবং বেঙ্গল লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

৬। প্রদর্শন—(ক) আসাম, তেজপুর হইতে শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নীর ইচ্ছাক্রমে নিম্নলিখিত ১৪টি প্রাচীন মুদ্রা পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। এই জন্য প্রদাতাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মুদ্রাগুলি প্রদর্শন করিলেন। (মুদ্রার তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

(খ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের অসনখালি পরগণায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত উৎকলের গঙ্গবংশীয় রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের একখানি তাম্রশাসন প্রদর্শন করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, এই তাম্রশাসনে উক্ত গঙ্গবংশীয় রাজগণের পরিচয় এবং বিভিন্ন-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের নামাদি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উৎকলের দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে পাণিগ্রাহী, পাত্রী, ত্রিপাত্রী, দাস, কর, ধর প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণগণের গোত্র ও উপাধি

সহ নাম এই শাসনে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই লিপির পাঠ বিহার এবং উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৭। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত এল্, লিণ্ডটার্ড সাহেবের একখানি তৈলচিত্র এবং পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। প্রদাতাকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, সভাপতি মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরকে শ্রীযুক্ত এল্, লিণ্ডটার্ড সাহেবের বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত চুণীবাবু বলিলেন যে, বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ১৩০০ সালে স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত লিণ্ডটার্ড সাহেবের চেষ্টাতেই প্রধানতঃ এই সভার সূচনা হয়। তখন সভার কাজ-কর্ম্ম ইংরাজিতেই চলিত। তৎপরবৎসর এই সভাই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎরূপে পরিণত হয়—তখন হইতেই সমস্ত কাজ বাঙ্গালা ভাষাতেই আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত লিণ্ডটার্ড সাহেব যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা আমাদের এই সভার সূচনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু তাঁহার চিত্র পরিষৎকে উপহার দিয়া পরিষদের অন্যতম অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করিলেন; তজ্জন্য তিনি পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের জীবন-চরিত অনেকটা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আত্মজীবন-চরিত। পরিষৎ যখন শিশু, তখন বিদ্যানিধি মহাশয় কি ভাবে ইহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার কার্য্যবিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। পরিষৎ সামান্য অবস্থা হইতে আজ যে এত বড় হইয়াছে, তাহার মূলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের কতখানি আত্মদান ছিল, তাহা স্মরণ রাখা উচিত। তাঁহাকে নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে পরিষদের দপ্তর বগলে করিয়া কলিকাতার সাধারণের দ্বারে দ্বারে পরিষদের জন্য সাহায্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল—তিনি কোথাও সম্মান এবং কোথাও অপমান লাভ করিয়াছিলেন;—কিন্তু পরিষদের কল্যাণকামী বিদ্যানিধি সে অপমানকে পুরস্কার জ্ঞান করিতেন। পরিষৎ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার চিত্রখানি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবন-চরিত রচনা করিবার প্রথা প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বর্গীয় মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি চিরদিন বীরের মত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের মহান্ আদর্শ চিরদিন আমরা স্মরণ রাখিব।

সভাপতি মহাশয় চিত্র দুইখানির আবরণ উন্মোচন করিলেন।

৮। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, বিগত বর্ষের বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও পদকের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির পরীক্ষার ফল জানাইয়া বলিলেন যে, বিজ্ঞাপিত ৮টি পদক ও পুরস্কারের বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ের প্রবন্ধলেখকগণ নিম্নলিখিত পদক বা পুরস্কার পাইয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ে পুরস্কার বা পদকের উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই।

(ক) ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক। বিষয়—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পদক পাইবেন।

(খ) শশিপদ রৌপ্য-পদক। বিষয়—"জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব"। শ্রীযুক্ত সুশীলানন্দ সেন মহাশয় এই পদক পাইবেন।

(গ) শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার ২৫৲। বিষয়—"নরহরি সরকারের জীবনী"। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা এই পুরস্কার পাইবেন।

তৎপরে তিনি ১ম ও ৩য় বিষয়ে প্রবন্ধগুলি পরীক্ষার জন্য যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে এবং ২য় প্রবন্ধ পরীক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধ-পরীক্ষকগণকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক প্রদান করিলেন এবং গত পূর্ব্ব বৎসরের বিজ্ঞাপিত স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্রগণের প্রদত্ত দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কারের জন্য (১০০৲ টাকা) "বঙ্গের নাট্য-সাহিত্য ও দীনবন্ধু" প্রবন্ধ রচনার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্ মহাশয়কে উক্ত ১০০৲ টাকা প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি উক্ত প্রথম পদকের প্রদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, দ্বিতীয় পদকদাতা দেবালয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, তৃতীয় পুরস্কারের টাকা প্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্রগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৯। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে এবং সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

১০। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ২৫শ বার্ষিক আয়ব্যয়-বিবরণ এবং তাহা পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক মহাশয়গণের মন্তব্য পাঠ করিলেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই আনুমানিক আয়-ব্যয়-তালিকা গৃহীত হইল।

১১। (ক) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-

সমিতির প্রস্তাব-মত নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত সদস্যগণ কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন :—

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সহকারী সভাপতি—(১) শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(৩) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী

(৪) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

(৫) মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

(৬) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

(৭) মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

(৮) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী

সম্পাদক প্রস্তাবকালে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু পরিষদের সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি কয়েক বৎসর সহকারী সম্পাদক-পদে থাকিয়া পরিষদের সকল অবস্থার সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের অন্যতম প্রাণস্বরূপ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সাহচর্য্যে থাকিয়া পরিষদের সেবা কারবার একটা প্রবল প্রেরণা তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার মধ্যে স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের ছায়া দেখা যায়। আমাদের বিশেষ ভরসা আছে, পরিষৎ তাঁহার নেতৃত্বে দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে।

সহকারী সম্পাদক—(১) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

(২) ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী

(৩) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

(৪) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(৫) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী

সমর্থক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

সমর্থক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী

প্রস্তাবক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

সমর্থক—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অগদ্বন্ধু চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র ঘোষ

১১। (খ) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, পত্রিকাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাধ্যক্ষ, ছাত্রাধ্যক্ষ, চিত্রশালাধ্যক্ষ এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় এবং শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় অনুপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রস্তাব আলোচিত হইল না।

১২। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, ভোটের সংখ্যাক্রমে নিম্নোক্ত ২৮ জনের মধ্যে ২০ জন সদস্য সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক ২৬শ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই তালিকামধ্যে তারকা-চিহ্নিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহাদের পরবর্ত্তী সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

১ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী* মহামহোপাধ্যায়

২ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী* ৪ শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

৩ „ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৫ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর*

৬	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১৮	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৭	„ রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু	১৯	„ মন্মথমোহন বসু
৮	„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র*	২০	„ কিরণচন্দ্র দত্ত*
৯	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২১	„ মৌলবী মোহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
১০	„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ*		
১১	„ মৃণালকান্তি ঘোষ	২২	„ বাণীনাথ নন্দী
১২	„ রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন	২৩	„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়*
১৩	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি	২৪	„ ডাঃ শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত
১৪	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৫	„ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
১৫	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬	„ সতীশচন্দ্র ঘোষ
১৬	„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী*	২৭	„ রায় সারদাপ্রসাদ সেন বাহাদুর
১৭	„ ললিতচন্দ্র মিত্র	২৮	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পাঁচ জন সদস্য পরিষদের শাখা-সমূহ হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধি-রূপে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,--

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় (গৌহাটী)
২। „ নবকৃষ্ণ রায় (মীরাট)
৩। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)
৪। „ মহেন্দ্রনাথ দাস (মেদিনীপুর)
৫। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (বগুড়া)

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, ২৫শ বর্ষের যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। তন্মধ্যে সভাপতি শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে পরিষদের উন্নতির জন্য তাঁহার আরব্ধ কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘ আট বৎসরকাল পরিষদের সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে ভাবে পরিষৎকে রক্ষণাবেক্ষণ ও ইহার কার্য্য পরিচালন করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়কেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইলেন।

১৩। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সাহিত্যিক এবং পরিষদের সদস্যগণের পরলোক-গমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।—

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দিনাজপুর), বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (আজিমগঞ্জ), নীলকান্ত রায় (খোসবাসপুর), রাধগোপাল সিংহ চৌধুরী (রসোড়া), কালীকান্ত মৈত্রেয়

(কাশী), হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), যাদবগোবিন্দ রায় (কলিকাতা), জিতেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা), শরচ্চন্দ্র দেব বি এ (কলিকাতা), মণিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা), কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি এ (কলিকাতা), বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং অমরচন্দ্র দত্ত (ময়মনসিংহ)।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরলোকগত সুবিখ্যাত সাহিত্যিক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের জন্য শোক প্রকাশার্থ পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইবে। তিনি পরিষদের ২য় ও ৩য় বর্ষের সম্পাদক ছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীহরিপদ মাইতি এম্ এ, ১০ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীভূধরচন্দ্র বসু, ৬৭ সিমলা রোড। প্রঃ—আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—মৌলবী মাহ্‌তাবদ্দীন আহ্‌মদ বি এ, পোঃ সাতক্ষীরা, খুলনা। মৌলবী আবদর রহমন সিদ্দিকী মণ্ডল, ঐ ঐ। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম। প্রঃ—শ্রীমণিমোহন মিত্র, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫৭ বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—শ্রীমতী জ্যোতিমালা দাস, ২৯ মদন মিত্রের লেন। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু বি এ, ৩ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—ডাঃ শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ, কোতলপুর, বাঁকুড়া। প্রঃ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীঅনিলবরণ রায় এম্ এ, হেতমপুর। শ্রীরামাচরণ কুণ্ডু, ১১২ নরসিংহ দত্ত লেন, বাঁটরা, হাওড়া। শ্রীকেদারনাথ রায়, গোপাল ব্যানার্জ্জির লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্, মুক্তাগাছা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, পোঃ ছুরি, বিলাসপুর। শ্রীনগেন্দ্রকুমার দত্ত, উকীল, চিকন্দি, ফরিদপুর। যোগজীবন কালিদাস পাঠক, পোরবন্দর, কাথিয়ার। প্রঃ—শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত বি এ, বি ই, ১৯ নবীন কুণ্ডুর লেন, কলিঃ। শ্রীসুহৃদ্‌কুমার গুপ্ত, ২৫।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। প্রঃ—শ্রীসরলকুমার বসু, সমঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র রক্ষিত, ৫ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমঃ—শ্রীখগেন্দ্র-

নাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীকালিদাস রায়, ১৮ বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট, হাটখোলা। প্রঃ—শ্রীহরিদাস মজুমদার, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীচুনীলাল মণ্ডল, ৩২ হোগলকুড়িয়া গলি। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া, হুগলী। প্রঃ—ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমঃ—ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীপ্রমথনাথ মিশ্র, উকীল, মালদহ। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীশ্যামানাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ মদন চট্টোপাধ্যায় লেন। প্রঃ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীনলিনীমোহন রায়, ৬৫ আমহার্ষ্ট রো প্রঃ—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমঃ—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সঃ—মাননীয় নবাব নবাব আলি চৌধুরী সাহেব, ধনবাড়ী। প্রঃ—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ ঘোষ, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৪৮ হ্যারিসন রোড। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সঃ—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ১৭।১।১ লক্ষ্মী দত্ত লেন। শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীসুশীলকুমার দে, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৯৭ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী, ৫৪ সোণারপুরা, কাশীধাম।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তক ও পুথির তালিকা

পুস্তক—১ শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গণ ১ খানি। ২ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১ খানি। ৩ শ্রীযুক্ত সুরেন রায় ১ খানি। ৪ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ১ খানি। ৫ শ্রীযুক্ত সেখ হবিবর রহমান্ মণ্ডল ৪ খানি। ৬ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ খানি। ৭ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ২ খানি। ৮ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ১ খানি। ৯ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী ১ খানি। ১০ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১ খানি। ১১ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ২ খানি। ১২ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ খানি। ১৩ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ১ খানি। ১৪ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় ১ খানি। ১৫ শ্রীযুক্ত লাবণ্যকুমার বসু ৭৫ খানি। ১৬ লাইব্রেরীয়ান্, বেঙ্গল লাইব্রেরী ২৭৭ খানি। ১৭ Secretary, Smithsonian Institution ৯ খানি। ১৮ শ্রীযুক্ত সুরেন রায় ১ খানি। ১৯ Registrar, Calcutta University ২ খানি। ২০ Agricultural Advisar to the Govt. of India ১ খানি। ২১ Supdt. Govt. Printing, India ৯ খানি। ২৩ Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot ৫ খানি। ২৩ Secretary, Hyderabad Archaeological Society ১ খানি। ২৪ Superintendent, Govt. Printing, Bihar and Orissa ১ খানি। ২৫ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ১ খানি। ২৬ Under-Secretary to the Govt. of Bengal ৮ খানি। **পুঁথি**—২৭ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ খানি। ২৮ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ৯ খানি। ২৯ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ১ খানি।

পরিশিষ্ট—মুদ্রার তালিকা

১।	রৌপ্যমুদ্রা		সাহ আলম ২য়	(১৭৫৯—১৮০৬খৃঃ) মুরশিদাবাদ টাকশাল
২।	ঐ		ঐ	ঐ
৩।	ঐ	অর্দ্ধমুদ্রা	ঐ	ঐ ফরক্কাবাদ টাকশাল
৪।	ঐ	মুদ্রা	রুদ্রসিংহ (আসাম), সং ১৬৩৫ = ১৭১৩ খৃঃ	
৫।	ঐ	ঐ	আসামের রাণী প্রমথেশ্বরী দেবী (রাজা শিবসিংহের স্ত্রী) শক ১৬৬৫ = ১৭৩০ খৃঃ	
৬।	ঐ	ঐ	আসামরাজ শ্রীশিবসিংহ এবং তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বেশ্বরী দেবী, শক ১৬৬৬ = ১৭৪৪ খৃঃ, রাজ্যাঙ্ক ৩১	
৭।	ঐ	ঐ	রাজেশ্বর সিংহ (আসাম) শক ১৬১৪ = ১৭৫২ খৃঃ	
৮।	ঐ	ঐ	আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ, শক ১৬৯৫ = ১৭৭০ খৃঃ	
৯।	ঐ	½ মুদ্রা	ঐ	তারিখ নাই
১০-১১।	ঐ	¼ ঐ	আসামরাজ গৌরীনাথ সিংহ, তারিখ নাই	
১২-১৩।	ঐ	⅛ ঐ	ঐ	ঐ ঐ
১৪।	ঐ	1/16 ঐ	ঐ	ঐ ঐ

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

সময়—২১শে আষাঢ় ১৩২৬, ৬ই জুলাই ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্, কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় এম্ এ, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, মাননীয় চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল্, শ্রীকুমার-কৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণি, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীসুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল্, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ, শ্রীসীতানাথ প্রধান এম এ, শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীসত্যচরণ

বসু এম্ এ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীবিজয়লাল দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক বি এস্ সি, শ্রীসত্যেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীবিজয়গোপাল রায় এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীগৌরহরি সেন, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত ব্যারিষ্টার, রায়সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, লেফ্‌টেনেণ্ট শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীশ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, স্বামী শ্রীগুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ঘোষ এম এ, বি এল, শ্রীহরিপদ মাইতি এম্ এ, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন, কবিরাজ শ্রীবঙ্কুবিহারী রায় কবিচিন্তামণি, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র দে বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীযাদবচন্দ্র মিশ্র, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅনয়-নাথ খাঁ, শ্রীআশুতোষ রায়, শ্রীগোপিকামোহন ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীকুঞ্জেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীসুদর্শন দাস, শ্রীরবীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীঅমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীমোহিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযজ্ঞেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, শ্রীপূর্ণেন্দুলোচন সেন, শ্রীগুরুপদ মিত্র, শ্রীসুরেন্দ্রভূষণ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅনাদিনাথ সরকার, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনিলকুমার রায়, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচুণীলাল মিত্র, শ্রীচারুগোপাল রায়, শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীআশুতোষ ভড়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীরজনীকান্ত দাস, শ্রীরামগোপাল ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, কে, বি, গাঙ্গুলী, শ্রীপীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরিমল-চন্দ্র রায়, শ্রীশিবনন্দন মিশ্র, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, শ্রীমন্মথনাথ সিংহ, শ্রীসুশীলগোপাল বসু, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমোহনলাল ধর, শ্রীঅমূল্যচরণ রায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী, শ্রীহরিদাস হালদার, এম্, এন্, ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— সম্পাদক।

" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

} সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ এবং ইহার সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষাদির ব্যবস্থা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভার আরম্ভে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়, স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের বংশ-পরিচয় প্রদান করিয়া একটি অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

যে সকল ব্যক্তিগণ অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া, সহানুভূতিসূচক পত্রাদি পাঠাইয়াছেন, সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় তাঁহাদের নাম ও পত্র এই সময়ে সভার সমক্ষে পাঠ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার "রামেন্দ্রসুন্দর স্মরণে" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

এই সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়, পরিষদের জন্মাবধি ইহার সম্পর্কে যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। (২৬শ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপা হইয়াছে।)

অতঃপর পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নোক্ত প্রথম প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন,—

"যিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সাহিত্য-পরিষৎকে জন্মাবধি যিনি প্রাণপণ যত্নে ও সেবায় সঞ্জীবিত রাখিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন, যিনি পরিষদের সর্ব্ববিধ সঙ্কটে অকৃত্রিম সুহৃদের কার্য্য করিয়াছেন, সাহিত্য-পরিষদের অভ্যুদয়ে যাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে বঙ্গভাষা যাঁহার কৃতিত্বে যথেষ্ট পরিপুষ্ট ও সম্পৎশালী হইয়াছে, যাঁহার অভাবে আজ বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা এবং বিশেষতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত, সেই সর্ব্বজনপ্রিয়, সৌজন্য ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তি, আদর্শচরিত্র, পরিষদের সভাপতি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাধারণ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।"

এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিলেন,—আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্বন্ধে বেশী কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। সাহিত্য-পরিষৎ যে রামেন্দ্রশূন্য হইয়া আছে, ইহা ভাবিতে আমাদের কষ্ট বোধ হয়। তিনি যে পরলোকগত হইয়াছেন, এ কথা আমরা এখনও ভাবিতে পারিতেছি না। সভাপতি মহাশয় যেরূপ বলিলেন, সেইরূপ আমারও মনে হয়, তিনি এখনও জীবিত আছেন—আজ তাঁহার সেই চিরসুন্দর হাস্য-মুখে তিনি পরিষদে আসিবেন। তাঁহার মৃত্যু সাহিত্য-

পরিষদের পক্ষে বজ্রাঘাতের সমান হইয়াছে। পরিষদের পক্ষে রামেন্দ্র বাবুর ঋণ পরিশোধ করা দূরের কথা, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। পরিষৎ মন্দিরের প্রতি ইষ্টকে এবং প্রত্যেক জিনিষের সহিত তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। বঙ্গভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করিবার জন্য শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে আজকাল যে চেষ্টা দেখা যাইতেছে, স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবু ইহার মূলে যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে কোন কথা সংযত হইয়া বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যেরূপ শোকগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার ভাষা আমাদের নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর সহিত সাহিত্য পরিষদের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সে সম্বন্ধে বেশী কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৬ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তখন প্রথম তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। কি সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি—সাত্ত্বিক ভাব—তাঁহাকে দেখিলে আপনিই যেন মস্তক নত হইয়া আসিত—সেই যুবা বয়সে তিনি যেন একটি সারল্যের পুত্তলিকা ছিলেন। "এক দিন তার সনে করিলে যাপন। যুগ দিন শান্ত থাকে চঞ্চলিত মন"—রামেন্দ্র বাবু এই প্রকারের লোক ছিলেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতেই তিনি বঙ্গভাষার সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি নবজীবনে "মহাশক্তি" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। (বক্তা এইখানে উক্ত প্রবন্ধের প্রথম হইতে কতক অংশ পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন)। রামেন্দ্র বাবু নিজ ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন—বৈদিক ও হিন্দুর অনুষ্ঠান কার্য্যে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে দয়ানন্দ স্বামী মহোদয় বলিলেন,—আমি বহু দিন যাবৎ বাঙ্গালা দেশে ছিলাম না—সেই জন্য রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমার তত পরিচয়ও ছিল না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা আজ শুনিলাম, তাহাতে মনে হইতেছে, তিনি ভারতবর্ষের নেতা হইবার এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিদেশী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াও স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং স্বদেশী ভাষার অনুরাগী ছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য, এমন দেশে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যেখানে এমন একজন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে যে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। তিনি পরিষদের সঙ্গে যেরূপ জড়িত ছিলেন, তাহাতে পরিষদের পক্ষে শোক প্রকাশ করাও অসম্ভব। আজকার সভার নিমন্ত্রণ-পত্রে লেখা হইয়াছে—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ"—আমার বোধ হয়, "পরিষৎ যাঁহার প্রাণ ছিল", এইরূপ লিখিলেই ভাল হইত। পরিষৎকে অনেকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই দান করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া যান নাই। কিন্তু রামেন্দ্র বাবু যাহা পরিষৎকে দান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে রিক্ত হইয়াছেন—

পরিষদের কাজে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তিনি অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। যদি আমরা রামেন্দ্র বাবুর স্মৃতি রাখিতে চাই, তবে আমরা তাঁহার মত যেন পরিষদের সেবা করিতে চেষ্টা করি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তবে দূর হইতেও তাঁহার চরিত্রের সৌরভে আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। অমন মধুময় ও মিষ্ট চরিত্রের লোক আমি কমই দেখিয়াছি। তাঁহার প্রতিভা ক্ষুরের ধারের মত ছিল। তাঁহার বই পড়িলে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি সত্যের প্রচারক ছিলেন না—সত্যের সাধক ছিলেন। তিনি শাস্ত্র শুনতেন, মনন ক'ত্তেন এবং ভাবতেন। তাঁহার সহিত সকলে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তার পদ্ধতি খুব শ্রেষ্ঠ ছিল। আমি তাঁহার মনীষা স্মরণ করিয়া প্রণাম ক'রি।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবু পরিষদের প্রাণ ছিলেন, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার গুণে আমরা মুগ্ধ—বিদ্যায় আমরা গৌরবান্বিত ছিলাম। ইংরাজী শাস্ত্রের কথা তিনি মাতৃভাষায় যেমন সহজ ভাবে ব্যক্ত করিতেন, এমন আর কেহই পারেন নাই। অমন মুখ-ভরা হাসি আমি আর কোথাও দেখি নাই। তাঁহার অকাল-বিয়োগে আমরা যে ক্ষুণ্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"অদ্যকার গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দরের পরিবারবর্গের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমার পরিচয়। কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান—ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বলিয়া যে প্রবাদ আছে, রামেন্দ্রবাবুর লেখায় তাহা থাকিত না। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য পরিষদের ও দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবে না। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত এবং ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় উভয়ে স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া, উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

অতঃপর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ৩য় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"রামেন্দ্রবাবুর উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করা হউক এবং এই সমিতিকে প্রয়োজন-মত সদস্য-সংখ্যা বাড়াইবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হউক।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর
সার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
মাননীয় বিচারপতি সার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
মাননীয় মহারাজা সার্ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়
সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ
শাখা-পরিষদের সভাপতিগণ
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
মুন্সী আবদুল করিম
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" ধীরেশচন্দ্র সেন
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
" ললিতচন্দ্র মিত্র
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" মন্মথমোহন বসু
" মৌলবী মহম্মদ রৌশন আলি চৌধুরী
" বাণীনাথ নন্দী
" গৌরীশ্বরকুমার গুপ্ত
" মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র ঘোষ
" সারদা প্রসন্ন সেন
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
" নবকৃষ্ণ রায়
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" মহেন্দ্রনাথ দাস
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র
" পঞ্চানন মিত্র
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী
কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী
„ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক
রায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
„ „ অবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর
রাজা „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
রায় „ হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র
„ ক্ষুদিরাম বসু
„ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য
„ গিরিশচন্দ্র বসু
„ সারদারঞ্জন রায়
„ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শিশিরকুমার মৈত্র
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
„ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
„ কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
„ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ উপেন্দ্রচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র
„ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
„ জলধর সেন
„ রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার
„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
„ গৌরহরি সেন
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ রায় বিনোদবিহারী বসু
„ নরেশচন্দ্র সিংহ
„ বিজয়কুমার মৈত্র
„ অমরনাথ খাঁ
„ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী
„ শশাঙ্কচন্দ্র মিত্র
„ কুমারকৃষ্ণ দত্ত
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
„ গিরিজাকুমার বসু

শাখা-পরিষদের সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক
„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর—　　ধনরক্ষক
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত　　ঐ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত　　ঐ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ　　ঐ

এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—রামেন্দ্রবাবুর শেষ অবস্থার দৃশ্য মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি কখন মনে ভাবি নাই যে, তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আপনারা শুনিয়াছেন যে, পরিষদের প্রতি ইষ্টকের সহিত তাঁহার স্মৃতি-কথা গাঁথা আছে।—ইহা অপেক্ষা আমি আর বেশী কি বলিব? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সেই মহাপুরুষ আবার আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, আমাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করুন।

অতঃপর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় উক্ত তৃতীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন, ইহা আপনারা অনেকে জানেন। পরিষদের প্রত্যেক জিনিষের সহিতই তাঁহার স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। তথাপি আমাদের কিছু করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে এই কয় রকম প্রস্তাব আসিয়াছে—একটি অর্দ্ধ মর্ম্ম মূর্ত্তি, বার্ষিক ১০০৲ টাকা করিয়া একটি বৃত্তি স্থাপন এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশ। স্বনামধন্য পরিষদের বান্ধব লাল-গোলার রাজা বাহাদুর এই উদ্দেশ্যে ৫০০৲ টাকা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় এই সভাস্থলে ৯০০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

অতঃপর উপস্থিত সভ্যগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তৃতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন।

পরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

সময়—১১ই শ্রাবণ ১৩১৯, ২৭শে জুলাই ১৯১২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিত—

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী এম এ, এল এল বি, (সভাপতি)
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীঅমৃতলাল বসু, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীহরি-সাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীরামেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ, শ্রীজগবন্ধু মোদক, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীরাধানাথ মিত্র, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীআশুতোষ মহলানবীশ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীবিনোদ-বিহারী গুপ্ত, ডাঃ শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীশশিভূষণ

মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষকুমার লাহিড়ী মৌলবী আবু ইসমাইল সিরাজি, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীমণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমিহিরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যপ্রসাদ বসু, শ্রীবনমালী গোস্বামী, শ্রীহরিসত্য মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ পরামাণিক, শ্রীগণদেব গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ দেবশর্ম্মা, শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলকুমার সেন, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীবিজয়কুমার সেন, শ্রীরাধানাথ মিত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশশধর দাস, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দাস, শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামরাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅনঙ্গকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅমরনাথ বসু, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীজানকীরাম ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্যামদাস ঘোষ, শ্রীবলদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিকুঞ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীহারেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনঙ্গচরণ সেন গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—সম্পাদক

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হেমচন্দ্র ঘোষ
} সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রচার-কর্ত্তা ও বঙ্গসাহিত্য-সেবীদিগের পরম সুহৃৎ স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুর "স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"নদীয়া জিলায় দাড়পুর নামক পল্লীগ্রামে আনুমানিক ১২৪৪ কি ১২৪৫ বঙ্গাব্দে জগমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ঔরসে গুরুদাস বাবু জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি তাদৃশ বিদ্যাশিক্ষালাভে সমর্থ হন নাই। অতি অল্প বয়সেই সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগরে চাকুরী করেন, তৎপরে তিনি কলিকাতায় হিন্দুহোষ্টেল নামক গবর্ণমেণ্টপ্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাসে জনৈক কর্ম্মচারিরূপে

নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্ম্মকালে সেখানে স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সার রাসবিহারী ঘোষ, মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ঐ ছাত্রাবাসে থাকিতেন। একত্র অবস্থানের ফলে গঙ্গাপ্রসাদ বাবু ও যদুবাবুর সহিত গুরুদাস বাবুর সখ্যতা জন্মে। ইহার ফলে তাঁহাদের এবং স্বর্গীয় ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের উৎসাহে ও সাহায্যে তিনি পুস্তক বিক্রয় ব্যবসা আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি স্বর্গীয় ডাঃ দুর্গাদাস করের সুপ্রসিদ্ধ "মেটিরিয়া-মেডিকা", ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর লিখিত ডাঃ রবার্ট্‌সের "Practice of Medicine"এর বঙ্গানুবাদ এবং ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "জ্বর-চিকিৎসা" এই তিনখানি ডাক্তারী পুস্তক লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন বলিয়া তাঁহার পুস্তকালয়ের নাম "বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী" রাখেন।

প্রথমে অতি সামান্যভাবে এই লাইব্রেরী হিন্দু হোষ্টেলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎপরে ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীটে ইহা স্থানান্তরিত হয়। কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত এবং প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বাড়ী ক্রয় করিয়া, সেইখানে স্থায়িভাবে পুস্তকালয় স্থাপন করেন। মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন এবং জীবনের শেষ ৭।৮ বৎসরকাল দৃষ্টিহীন অবস্থায় কালযাপন করেন। গত ১৩১৫ সালের ১২ই বৈশাখ ৮১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

এই ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি দরিদ্র সাহিত্যসেবকদিগের বন্ধু ছিলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার ব্যবসায়ের সততা ও ব্যবহারের অমায়িকতা আমাদের দেশের পুস্তক-ব্যবসায়ীদিগের আদর্শ হওয়া উচিত। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও পুস্তক-প্রকাশকদিগের সমবায়ে "The Calcutta Booksellers and Publisher's Association" স্থাপন করিয়া যান এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে "ভারতবর্ষ" নামক সুবৃহৎ ও সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি বাহির হয়। আমাদের মহামান্যা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলীর সময় বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি বাহাদুর স্বর্গীয় গুরুদাসবাবুকে, তাঁহার বঙ্গসাহিত্য-সম্পর্কিত কার্য্যের জন্য "Certificate of Honour" প্রদান করেন।"

প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষৎ অনেক সাহিত্য-সেবীর স্মৃতিরক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থের অস্বচ্ছলতাবশতঃ পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল কাজ সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। স্বর্গীয় গুরুদাসবাবুর উপযুক্ত পুত্রেরা ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের পিতার নামে একটি স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপিত করিয়া, বাৎসরিক ৫০৲ টাকা করিয়া পরিষৎকে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই টাকা পরিষদে "গুরুদাস-স্মৃতিভাণ্ডার নামে রক্ষিত হইবে এবং যাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার ভার পরিষৎ ভারগ্রহণ করিয়াছেন, এই টাকা হইতে তাঁহাদের চিত্র প্রস্তুত হইয়া, পরিষদে রক্ষিত হইবে

এবং এই স্মৃতিভাণ্ডারের ব্যয়ে প্রস্তুত, তাহার উল্লেখ থাকিবে। এই বলিয়া তিনি সভার সমক্ষে বর্ত্তমান বর্ষের ৫০৲ টাকা সম্পাদকের হস্তে প্রদান করিলেন এবং যে সকল পুস্তক-প্রকাশক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের প্রকাশিত এক এক খণ্ড পুস্তক পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার দেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু আমার বহু দিনের সুহৃৎ ছিলেন। আজ সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; এ জন্য পরিষৎকে বিশেষ ধন্যবাদ। তাঁহাকে সাহিত্যের কত দিক্ হইতে আমরা দেখিতে পাই! বিদ্বানের সমাদর অনেকে করেন, কিন্তু ব্যবসায়ীর সমাদর করিবার যে আগ্রহ হইয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ। পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সততার গুণে তিনি উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য মানুষ মরিলেই খেদ হয়; কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে মরিয়াছেন, তাহাতে খেদের কোনও কারণ নাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁহার পুত্রেরা দীর্ঘজীবী হউন।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমি গুরুদাস বাবুকে বলিতাম, আপনি সরস্বতীর ভাণ্ডারী। সাহিত্যের পুষ্টি এবং বিস্তারকল্পে তিনি যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমি দৃঢ়ভাবে বলিব। তিনি আধুনিক সাহিত্যের একজন বাহন ছিলেন, সে কালের হিন্দু হোষ্টেলের তিনি একজন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং সেইখান হইতেই তিনি পুস্তকের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি সুগায়ক সুরসিক এবং প্রাচীন পাঁচালী, কবি ও টপ্পার একটি আকর ছিলেন। অমৃত বাবুর ন্যায় আমিও বলি—তাঁহার নাম তাঁহার পুত্রের দ্বারা উজ্জ্বল হউক এবং তাঁহার পুত্রেরা স্মৃতিরক্ষায় যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে শোভন হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহারা যেন নিজ পিতার আয়ু ও যশ লাভ করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু সাহিত্যিক না হইলেও, সাহিত্যের প্রচারক ছিলেন। তিনি নিজের সাধুতা, সততা ও অধ্যবসায়ে নিজের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাধুতা এবং সততার মূল তাঁহার দারিদ্র্য—কেন না, আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে"। তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষৎ যে সাধু অনুষ্ঠান করিলেন, ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—আমি স্বর্গীয় ডাঃ করের অনুরোধে ১৮৯৫ সালে "ফলিত রসায়ন" (Practical Chemistry) নামে একখানি বই লিখি। এই বই বিক্রয় করিবার ভার স্বর্গীয় গুরুদাস বাবু গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমার যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন বাংলা ভাষায় রসায়ন সম্বন্ধে বই লিখিবার জন্য তিনি আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার ও ডাক্তার কর, এই দুই জনের উৎসাহেই আমি রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়খানি পুস্তক রচনা করি। এ জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তিনি তাঁহার ব্যবসা-জীবনের একটি বড় আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। লোকে তাঁহার সেই

আদর্শ এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রেরা পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় সাহিত্যিকদিগের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষৎকে বার্ষিক ৫০৲ টাকা করিয়া দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—৺গুরুদাস বাবু আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। কেবল সততার জন্য নহে, শিষ্ট ব্যবহারের জন্যও তিনি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থকারদের বন্ধু ছিলেন, তাঁহার বিলাসিতা ছিল না। তাঁহার আদর্শ ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর যে দুর্নাম আছে, তাহা দূর হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমার বোধ হয়, তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন—তাই তিনি এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। যে সমস্ত দরিদ্র লেখক অর্থের অভাবে বই লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন না, এমন সব লোককে তিনি উৎসাহ দিয়া বই লিখাইতেন এবং তাহা প্রকাশ করিতেন। তিনি না থাকিলে অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সম্পৎ হইতে বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি বঞ্চিত হইতেন। পরিষৎ তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন; এ জন্য পরিষৎ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এই সময় বুকসেলার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে স্বর্গীয় গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিলেন এবং তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পরিষৎকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু অতিশয় সাধু ব্যক্তি ছিলেন। আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, তাহাতেই আপনারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার যে দিন মৃত্যু হয়, সেই দিন আমি সহরের কোন বিখ্যাত ইংরেজের দোকানে যাই। দোকানের মালিক আমাকে বলিলেন, "আপনাদের গুরুদাস বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, আপনি ইহা শুনিয়াছেন কি? ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার মত সততা আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমরা আজ দোকান বন্ধ রাখিব এবং সমস্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের ছুটী দিব।" আপনারা ভাবিয়া দেখুন, ইহা বড় কম আশ্চর্য্যের কথা নয়। পরিষদে এরূপ লোকের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা খুব আনন্দের কথা। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন এবং উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, সভাপতি মহাশয়কে সভার পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

সময়—১১ই শ্রাবণ ১৩২৬, ২৭শে জুলাই ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের পরলোকগমনে একজন সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য বিজ্ঞাপন, ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৪। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত কয়েকটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডী-মঙ্গল," ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, (খ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, (গ) মনো-রঞ্জন গুহঠাকুরতা, (ঘ) অতুলগোপাল রায় ও (ঙ) বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়গণের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ, ৮। বিবিধ।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পরিষদের ২৮শ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এবং প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণদ্বয় রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পরলোকগমন করায়, তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গত ২রা আষাঢ় ৩২৬ তারিখের অধিবেশনে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি-পদে এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অন্যতম সহকারী সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সংবাদে সমবেত সভ্য মহোদয়গণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৩। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য-রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। উপহারপ্রাপ্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহারদাতৃ-গণকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। (পুস্তক-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৫। (ক) দিনাজপুর, রায়গঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তাঁহার প্রদত্ত একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা এবং (খ) ছাত্রসভা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত একটি অটোম্যান গবর্মেণ্টের রৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শিত হইল। মুদ্রা-প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদসূচক পত্রপ্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমণ্ডল" নামক প্রবন্ধ পাঠার্থ উপস্থিত করা হইলে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধ-লেখক, পরিষদের বিজ্ঞাপিত এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত "ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক" পাইয়াছেন। এবং এই প্রবন্ধটি বর্ত্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। তৎপরে সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৭। শোক-প্রকাশ—(ক) কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, (খ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, (গ) মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, (ঘ) অতুলগোপাল রায় এবং (ঙ) বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ করা হইল এবং স্থির হইল যে, অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে উক্ত পরলোকগত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরিত হউক। তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, স্বর্গীয় কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর এবং স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের নিমিত্ত শোক-প্রকাশ করিবার জন্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সমর্থন করায় স্থির হইল যে, এই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আলোচনার্থ উক্ত সমিতিতে উপস্থিত করা হউক।

৮। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, গত ২১শে আষাঢ় তারিখে পরিষদের সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত শোকে সহানুভূতিজ্ঞাপক যে পত্র ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তদুত্তরে ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় পরিষদের সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত সদস্যের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—(১) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অফিস অব দি গবর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, ইণ্ডিয়া দিল্লী। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(২) শ্রীঅনিলপ্রকাশ বসু, এম এ, বি এল্, বার-এট-ল, ২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন। প্রস্তাবক—ডাঃ রনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—(৩) এম্, সোনাউল্লা, এম্ এস্ সি, (৪) ডাঃ ভাণ্ডারকর এম্ এ। (৫) শ্রীচারিত-কৃষ্ণ দেব, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, চৌরঙ্গী। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—(৬) শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৮ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—(৭) শ্রীললিনাথ ভট্টাচার্য্য, ৩৭।১ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(৮) শ্রীগোলোকবিহারী রায় বি এল, কোতলপুর। (৯) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যালঙ্কার, কোতলপুর। (১০) শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি টি, সাব্ ইন্স্পেক্টার অব স্কুলস্, কোতলপুর, বাঁকুড়া। (১১) শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ, ১৬।১এ, হ্যারিসন রোড। (১২) প্রস্তাবক—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ, চট্টগ্রাম। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—(১৩) শ্রীনীলমণি সাধুখাঁ, ১ কালীবাবুগান লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহরিদাস মজুমদার, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(১৪ শ্রীপূর্ণচন্দ্র বারিক, ২৫ আপার সার্কুলার রোড। (১৫) শ্রীসিদ্ধেশ্বর গরাই, ৩ পিয়ারীবাগান ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—(১৬) শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়, সভাপতি—উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ, উত্তরপাড়া, হুগলী। (১৭) অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, স্কটিস চার্চ্চ কলেজ। প্রস্তাবক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(১৮) শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ, ১৩১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—(১৯) শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, ৯ বারিক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, সদস্য—(২০) শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ, বি এ, ১ রাজবা রোড, কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, সদস্য—(২১) রাজা শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, পোঃ চাঁচল, মালদহ। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(২২) রায় সাহেব শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, ৩৯এ, হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জীর রোড, ভবানীপুর। (২৩) শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তর ব্যাটরা, হাওড়া। (২৪) শ্রীসত্যচরণ মিত্র, ১৫ বীডন রো। প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—(২৫) শ্রীরাজ-কুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—(২৬) শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক—১। Orissa and her Remains. Secretary, Indian Science Association, ২। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol IV, Part III. 1918, ৩। Do. Do. Director, Geological Survey of India, ৪। Records of the Geological Survey of India, Vol. XLIX. Part 4. 1919, Superintendent, Govt. Printing, India, ৫। Patent Office Journal, January to March, 1919. ৬। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, March, 1919 ৭। Do. Do. April, 1919. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot ৮। Satistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal, 1918. ৯। Report of Public Instruction in Bengal for 1917—18 ১০। Do. Supplement for 1917-18. ১১। Annual Report of the Royal Botanical Garden and Gardens in Calcutta and the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling 1918-19. ১২। Statement showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year, 1917 18. ১৩। Report on the Maritime Trade of Bengal, 1918-19. ১৪। Annual Returns of the Lunatic Asylum in Bengal with brief Notes for the Year 1918 ১৫। Administration Reports on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1918. ১৬। Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1913. ১৭। Annual Report on the Police Administration of the Town, Madras ১৮। Inscriptions of the Madras Presidency Vol. I, 1919. ১৯। Do. Vol. II, 1919 ২০। Do. Vol III, 1919. Assistant Secretary to the Government of the Punjab —২১। Annual Progress Report of the Chief Inspector of Explosives in India, 1919., Director, Geological Survey of India. ২৩। Records of the Geological Survey of India, Vol. I. Part I, 1919. Supdt. Govt Printing, India.—২৪। Statistics of British India, Vol. V, Education, 1917—18

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১। দাস আমি, শ্রীসতীশচন্দ্র দেব, ২। রামকৃষ্ণ, শ্রীপঞ্চানন দত্ত, ৩। কালিদাসের কবিতা, ৪। অবসর, ৫। রত্নকণিকা, ৬। নেকলেস, ৭। খোকা, ৮। প্রীতি ও পূজা, ৯। ভাবসিন্ধু, ১০। সাবিত্রী, ১১। অমৃতপুলিন, ১২। উপন্যাস-লহরী, ১৩। কোমল কবিতা, (১ম ভাগ) ১৪। সীতার বনবাস, ১৫। সুশীলা সুন্দরী, ১৬। পাণ্ডবগীতা বা তুলসীমাহাত্ম্য, ১৭। শ্রীশ্রীমনসা (১ম খণ্ড), ১৮। বঙ্গেশ্বর-গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ), শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ—১৯। স্রোতের ফুল, ২০। দুই তার, ২১। পঙ্‌-তিলক, ২২। পরগাছা, ২৩। চাঁদমালা, ২৪। চোরকাঁটা, ২৫। হেম-কেয়, ২৬। যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী, ২৭। মণিমঞ্জীর, ২৮। রাবেয়া, শ্রীসুশীলকুমার দে—২৯। ওথেলো,

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী—৩০। আশেকে রাসুল (১ খণ্ড), শ্রীরামেশ্বর দে, ৩১। ভেল্-দিগ্ দিগ্ বা কপাটী নিয়মাবলী, ৩২। লীলা, ৩৩। যৌগিক সাধন, ৩৪। দেব-জন্ম, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ৩৫। রুবেইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম্, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—৩৬। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ, জ্ঞানপ্রচার-সমিতির কার্য্যবিবরণী—(১ম পুস্তিকা) ১৩২৬।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৫ই শ্রাবণ ১৩২৬, ৩১শে জুলাই ১৯১৯, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬॥০টা

উপস্থিতি—

মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম এ, এল্ এল্ বি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, রসায়নাচার্য্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীবর্দানাথ নন্দী, ডাঃ কে, এন, বসু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ শ্রীবঙ্কুবিহারী কাবকণ্ঠ, শ্রীহেমন্ত খাসনবীশ বি এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীশশিভূষণ দে, শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীতারানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমশোককুমার ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বসাক, শ্রীহরিদাস হালদার, শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, শ্রীনাত্যচরণ বসু, বি, এন, ধর, শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী, শ্রীভোলানাথ হাজরা চৌধুরী, শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমৃতলাল দে, শ্রীসুধন্য-কুমার সরকার, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সার্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত বক্তৃতা—রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুরের "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়, বক্তা রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরকে তাঁহার "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত চুণী বাবু আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

(৩য় বক্তৃতা)

শরীররক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের মধ্যে যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের অবস্থিতি আবশ্যক, তাহাদিগের নাম আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যদি আপনাদের স্মরণ না থাকে, এ জন্য প্রথমেই তাহাদের পুনরুল্লেখ করিতেছি। সেগুলি এই,—

১। ছানাজাতীয় উপাদান (Proteid or Protein)

২। মাখনজাতীয় উপাদান (Fat)

৩। শর্করা-জাতীয় উপাদান (Carbohydrate)

৪। লবণ-জাতীয় উপাদান (Salt or Mineral water)

৫। জল (Water)

ইহাদিগের প্রত্যেকটির গঠন গুণ ও শরীররক্ষার পক্ষে উপযোগিতা সম্বন্ধে আমি আমার দ্বিতীয় বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছি। এই সকল ভিন্ন-জাতীয় সার পদার্থ দিবসে কোন্‌টি কত পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং কার্য্য করিবার শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহাই অদ্যকার বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেহ নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং আমরা খাদ্য গ্রহণ করিয়া সেই ক্ষয়ের পূরণ করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত আমরা সর্ব্বদা কোন-না-কোন-রূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি। কার্য্য করিতে হইলেই শক্তির প্রয়োজন হয়; আমরা খাদ্য হইতে সেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকি।

আমি গত বারের বক্তৃতায় নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের সকলগুলির ক্রিয়া একরূপ নহে। ইহাদের মধ্যে কেবল ছানা-জাতীয় পদার্থই জল ও লবণের সাহায্যে শরীর গঠন এবং দেহক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে, কিন্তু ছানা-জাতীয় পদার্থ শক্তি উৎপাদনের সবিশেষ সহায়তা করে না। মাখন ও শর্করা-জাতীয় পদার্থ দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ ও উহার ক্ষয় পূরণ হয় না, কিন্তু এই দুই জাতীয় পদার্থ হইতেই আমরা কার্য্য করিবার যাবতীয় শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকি।

এক্ষণে দেখা যাউক যে দিবসে কি পরিমাণে এই সকল ভিন্ন-জাতীয় সার পদার্থ খাদ্য-রূপে গ্রহণ করিলে আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি।

বলা বাহুল্য যে, সকল মানুষের জন্য একই পরিমাণে খাদ্যের আবশ্যক হয় না। যাহার দেহের ওজন ও পরিসর যত অধিক এবং যে যত অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করে, তাহার তত অধিক পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। বয়স ভেদে, দেশের আবহাওয়া-ভেদে, স্ত্রীপুরুষ-ভেদে, পরিশ্রম-ভেদে খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এ স্থলে একজন সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের,

দিবসে খাদ্যস্থিত পূর্ব্বোক্ত পাঁচ জাতীয় সার পদার্থগুলির কোন্‌টি কত পরিমাণে আবশ্যক হয়, তাহারই আলোচনা করিব।

ইহা স্থির করিতে হইলে চারিটি বিষয় আমাদের জানিবার আবশ্যক হয়,—

১। দেহের দৈনিক ক্ষয়ের পরিমাণ নিরূপণ করা।

২। কার্য্য করিবার জন্য দিবসে আমাদের কি পরিমাণ শক্তির আবশ্যক হয়, তাহা নির্ণয় করা। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তি (Energy) তাপের রূপান্তর মাত্র। দেহোৎপন্ন তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই আমরা শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারি। আমাদের দেহে দিবসে যত তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় $\frac{1}{5}$ ভাগ কার্য্য করিবার শক্তিতে পরিণত হয়, অবশিষ্টাংশ দেহের স্বাভাবিক তাপ রক্ষা করিয়া শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়।

৩। চাল, ডাল, মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছানা-জাতীয়, মাখনজাতীয়, শর্করাজাতীয় প্রভৃতি সার পদার্থগুলি শতকরা কত পরিমাণে থাকে, তাহা নির্ণয় করা।

৪। কোন্ খাদ্য হইতে কত পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা নিরূপণ করা।

এই কয়টি বিষয় আমাদের জানা থাকিলে দেহের ক্ষয়পূরণ এবং পরিশ্রম করিবার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দিবসে কোন জাতীয় সার পদার্থ কত পরিমাণে গ্রহণ করিবার আমাদের আবশ্যক হয়, তাহা সহজেই স্থির করিতে পারা যায়। ইহা স্থির করিতে পারিলেই চাল, ডাল, মাছ, মাংস প্রভৃতি নানাবিধ নিত্য-ব্যবহার্য্য খাদ্যসামগ্রী কোন্‌টি কত পরিমাণে দিবসে ভক্ষণ করিলে আমাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, কি উপায়ে আমরা আমাদিগের দেহের দৈনিক ক্ষয়ের পরিমাণ এবং দেহমধ্যে দিবসে কত তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হই।

আমাদের খাদ্যস্থিত সার পদার্থসমূহের মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ (Proteid) শরীর গঠনের প্রধান উপাদান এবং কেবল এই জাতীয় সার পদার্থের মধ্যেই নাইট্রোজেন্ থাকে। অতএব আমাদের দেহ হইতে প্রত্যহ কত পরিমাণ নাইট্রোজেন্ বহির্গত হইয়া যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, আমরা সেই পরিমাণ নাইট্রোজেন্‌যুক্ত ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিয়া, নাইট্রোজেন্-জনিত দৈহিক ক্ষয়ের পূরণ করিতে পারি। আমাদের মল ও মূত্রের সহিত দেহক্ষয়-জনিত নাইট্রোজেন্ বিভিন্ন আকারে বহির্গত হইয়া যায়। আমরা পরীক্ষাগারে এক ব্যক্তির সমস্ত দিবসের মল-মূত্র সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যস্থিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারি। রেস্পিরেশন্ ক্যালরিমিটার (Respiration Calorimeter) নামক এক প্রকার যন্ত্র-সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া দ্বারা কত পরিমাণ কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প দিবসে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায় এবং দিবসে শরীরে কত তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। পুনশ্চ ফুড্ ক্যালরিমিটার (Food Calorimeter) নামক অপর

এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে কোন্ খাদ্য কত পরিমাণ তাপ উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহাও সহজে নিরূপণ করিতে পারি। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রধানতঃ মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ হইতে আমরা দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ এবং কার্য্য করিবার যাবতীয় শক্তি আহরণ করিয়া থাকি। সুতরাং দিবসে কত পরিমাণ তাপ আমাদের শরীরে উৎপন্ন হয়, যন্ত্র-সাহায্যে তাহা নিরূপণ করিতে পারিলে, কত পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ হইতে আমরা ঐ পরিমাণ তাপ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহা গণনা দ্বারা সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। অতএব দেহ হইতে পরিত্যক্ত নাইট্রোজেন্ এবং দেহমধ্যে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া, যদি আমরা যথাপরিমাণ ছানা, মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমাদের শরীর সুস্থ ও কর্ম্মঠ থাকিবার কথা।

পরীক্ষাগারে মানুষের মলমূত্রাদি পরীক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, একজন সুস্থকায়, সহজ-পরিশ্রমী, প্রায় ১ মণ ৩৫ সের ওজনের ইয়ুরোপীয় যুবা পুরুষের শরীর হইতে দিবসে ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ বহির্গত হইয়া যায়। ৩০০ গ্রেণ নাইট্রোজেন্ মোটামুটি ৪ আউন্স্ বা ২ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের (Proteid) মধ্যে অবস্থিতি করে। অতএব সহজ-পরিশ্রমী, পৌনে দুই মণ ওজনের একজন ইয়ুরোপীয় যুবা পুরুষের জন্য দিবসে ২ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর ওজন গড়ে ১½ মণের অধিক নহে; বাঙ্গালীর শরীরের দৈর্ঘ্য গড়ে ইয়ুরোপীয়দিগের শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু কম এবং বাঙ্গালীর ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণও ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত সমান নহে। সুতরাং বাঙ্গালীদের দিবসে ১ ছটাকের কিছু কম ছানাজাতীয় খাদ্যের আবশ্যক হয়।

অধিকাংশ শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে দেহের ওজনের প্রতি সেরের অনুপাতে দিবসে প্রায় ⅛০ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক হয়। এই হিসাবে একজন সহজ-পরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবা পুরুষের জন্য অন্ততঃ ৩ আউন্স্ অর্থাৎ ১½ ছটাক নির্জ্জল ছানা-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমি পরে দেখাইব যে, অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীই এই পরিমাণ ছানাজাতীয় খাদ্য দিবসে গ্রহণ করিবার সুবিধা পায় এবং বাঙ্গালীর খাদ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের সম্যক্ অভাবই তাহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও স্বাস্থ্যহীনতার একটি প্রধান কারণ।

এই ত গেল ছানাজাতীয় পদার্থের কথা। এক্ষণে দেখা যাউক যে, যথারীতি পরিশ্রমের কার্য্য করিবার জন্য দিবসে আমাদের কত শক্তির প্রয়োজন হয়।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, একজন সুস্থকায় সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের কার্য্য করিবার শক্তি সংগ্রহের জন্য দিবসে ২৮০০ হইতে ৩০০০ ক্যালরি-পরিমিত তাপ তাহার শরীরে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। ক্যালরি—তাপের একটি পরিমাণ মাত্র। কোন এক নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ শীতল জলকে এক ডিগ্রী উষ্ণ করিতে হইলে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাহাকে এক ক্যালরি কহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ